আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জুলাই, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩১শে জুলাই, ২০২২

মধ্যপ্রদেশে স্কুল পাঠ্যক্রম থেকে মুঘল শাসকদের ইতিহাস বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের গৌরবমাখা ইতিহাস বিকৃত করার পাশাপাশি, স্কুলের পাঠ্যতালিকা থেকেও বাদ দিয়ে দিচ্ছে মুসলিম শাসকদের ইতিহাস। পরবর্তী প্রজম্ম যেন জানতেই না পরে ভারতীয় উপমহাদেশ বিনির্মাণে মুসলিমদের কত বড় ভূমিকা ছিল। ইতিমধ্যেই অনেক রাজ্যে মুসলিম শাসকদের ইতিহাস বাদ দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সরকার। এর পরিবর্তে মুসলিম শাসকদের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করে তাদের দখলদার, হত্যাকারী, ধর্ষণকারী, লুণ্ঠনকারী হিসেবে উপস্থাপন করছে।

এবার মধ্যপ্রদেশ সরকার স্কুল পাঠ্যক্রম থেকে মুঘল শাসকদের গল্প বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। টিপু সুলতান, সিরাজউদ্দৌলাসহ সমস্ত মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে অধ্যায়গুলি বাদ দেওয়া হবে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী ইন্দর সিং বলেছে, মুঘল সাম্রাজ্য এবং মুঘলদের গল্পগুলি শীঘ্রই পাঠ্যক্রম থেকে পরিবর্তন করা হবে।

মুসলিম শাসনের ৬০০ বছরে মুসলিমরা ভারতীয় উপমহাদেশকে একটি সভ্য, সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আর এখন সেই ইতিহাসকে বিকৃত করতে, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী ১৩,৪৫০ কোটিরও বেশি রুপি ব্যয়ে আইকনিক সেন্ট্রাল ভিস্তা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। সারাদেশে ইতিহাস পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের জন্য সরকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বর্তমান ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সরকার নানা কৌশলে ভারতীয় ইতিহাসকে তাদের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের কল্পিত মিথ্যা ধারণাগুলোকে ইতিহাস হিসেবে লিখছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ইতিহাসকে এমনভাবে পুনর্লিখন করছে, যা হিন্দুদের কাল্পনিক বই পুরাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং হিন্দু শাসনের সময়কালকে মহিমান্বিত করবে।

অন্যদিকে সভ্য ভারতের রুপকার মুসলিম শাসক ও শাসনকে পৈশাচিক হিসেবে তুলে ধরছে। এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলছে।

বিভিন্ন রাজ্য স্কুলের পাঠ্যক্রমের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছে, বিশেষ করে গুজরাটে; এবং ইতিহাসের বইগুলো মুসলিম বিদ্বেষ, মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা দিয়ে পূর্ণ করেছে।

এই সিদ্ধান্তগুলো হিন্দুত্বের আখ্যানকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিকৃত করে ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। তারা ভারতের মুসলিম শাসকদের অত্যাচারী হিসাবে তুলে ধরছে। মুসলিম শাসকদের নামে অভিযোগ তুলছে যে, তারা মন্দির ধ্বংস করেছিল এবং তাদের অমুসলিম প্রজাদের গণহত্যা করেছিল।

বর্তমানে ভারতের অনেক স্কুলে এই পরিবর্তিত ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। ইতিহাসের এই স্যাফরানাইজেশন তথা গেরুয়াকরণ করে হিন্দুদের মহান এবং মুসলিমদের অত্যাচারী দানব হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদীরা যতই চক্রান্ত করুক, মুসলিম প্রজন্ম তাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস ভুলে যাবে না। বরং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। হিন্দুত্ববাদীদের মসনদ ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। তাদেরকে লোহার শিকলের বেড়ি পরাবে ইনশাআল্লাহ, জার ভবিষ্যৎবাণী হাদিসে আছে বলে জানিয়েছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

আর এই চেতনাকে সামনে রেখে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্মীয় স্থাপনা তথা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তন্ত্র-মন্ত্রের ধোঁকায় না পড়ে মুসলিমদেরকে নববী মানহাজের অনুসরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপদেশও দিয়ে আসছেন সচেতন উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Stories of Mughal Rulers Could be Removed from Madhya Pradesh School Curriculum - https://tinyurl.com/2p9a5r95

শাম | আবারও রাশিয়ান বোমা হামলায় নিহত ২ শিশু, আহত অপর ২ বেসামরিক মুসলিম

সিরিয়ায় দখলদার রাশিয়ার মুসলিম গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল ৩০ জুলাই রাশিয়ান হামলায় ২ শিশু নিহত ও ২ জন বেসামরিক মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের একজন নিহত শিশুর পিতা।

গত ২১ জুলাই সন্ত্রাসী রাশিয়ান হামলায় একই পরিবারের ৪ ভাইবোন সহ অন্তত ২১ জন হতাহত হয়েছিল। এ ঘটনার রেষ না কাটতেই আবারও বর্বর হামলা চালাল রাশিয়া।

কথিত সন্ত্রাসবাদ দমনের অযুহাতে নিরপরাধ মুসলিম শিশুদের গণহারে হত্যা করই যাচ্ছে ইরান-রাশিয়া-আসাদ-হিজবুলাহ জোট। এরপরও এ ঘটনায় বিশ্ব মিডিয়া ও কথিত মানবাধিকার সংস্থা নিচ্ছে নিরব ভূমিকা। যদিও ইউক্রেন ইস্যুতে নিয়মিতই সরব তারা।

এমনকি, ইউক্রেনে রাশিয়ান হামলায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে বিভিন্নভাবে বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়েছে ইউরোপিয়-পশ্চিমারা। ইউক্রেনের নাগরিকদের নীল চোখওয়ালা ইউরোপীয় সভ্য মানুষ গণ্য করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিপরীতে সিরিয়াতে একই রাশিয়া মুসলিমদের গণহারে হত্যা করে যাচ্ছে, সেব্যাপারে কিছুই বলছে না তারা। সিরিয়ান নারী-শিশুদের শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় দিতেও নারাজ ছিল এই বর্বর পশ্চিমারা। এমনকি শরনার্থী নারী-শিশুদের সাগরে ডুবিয়ে মেরেছে অনেক 'সভ্য' ইউরপিয়ান দেশ। মাঝেমধ্যেই সাগর কিনারায় ভেসে উঠেছে ছোট্ট শিশু আইলান কুর্দিদের লাশ।

এ অবস্থায় বিশ্বের সকল মাজলুম মুসলিমদের উদ্ধার করতে মুসলিম জাতীকে নববী মানহাজ অনুসরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ।

তথ্যসূত্র :

----

1. Today, July 30, two children were killed and two men injured after the regime's forces and Russia bombed Kafer_Tall village with artillery shelling in the western countryside of Aleppo.- - https://tinyurl.com/wnxm8aph

ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে হিন্দুদের আহ্বান কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী নেতার

ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে কথিত 'আত্মরক্ষার' প্রস্তুতি নিতে হিন্দুদের আহ্বান জানাল কর্ণাটকের কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রমোদ মুথালিক। এর আগে এই কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা ভারতে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার দাবি তুলেছিল।

সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া (SDPI) ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত একটি মুসলিম দল। যারা কর্ণাটকের কয়েকটি গ্রাম ও জেলা ভিত্তিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছে। এটি অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (এআইএমআইএম)-এর মতোই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। যারা মাঝেমধ্যে হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষেও কথা বলে থাকে।

তবে, এই প্রতিবাদ ও কথা বলাকে কথিত মুসলিম সন্ত্রাসবাদ উস্কে দেয়ার অযুহাত হিসেবে দেখছে হিন্দুত্ববাদীরা। এই অযুহাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঐ উগ্র নেতা দাবি করেছে যে, মুসলিমরা যদি তাদের SDPI এর কার্যক্রম বন্ধ না করে তাহলে হিন্দুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুতি নিবে। এর আগেও হিন্দুত্ববাদী নেতারা মুসলিমদের গণহারে হত্যা করার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়েছে।

সম্প্রতি প্রতিদিনই ভারতীয় মুসলিমদের উপর নিপিড়ীণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৬ জুলাই ৬ জন দরিদ্র মুসলিম ভিক্ষা করতে গেলে বজরং দলের নেতারা তাদেরকে পিটিয়ে আহত করে। ২৬ জুলাই কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড়ের সুরথকালে একটি কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করে মুহাম্মাদ ফাজিল নামে এক মুসলিম ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে খুন করে উগ্র হিন্দুরা। ২৩ জুলাই উত্তরপ্রদেশে মুসলিম কিশোর স্কুলে ভর্তি হতে গেলে হিন্দু শিক্ষকরা পিটিয়ে হত্যা করে। এগুলো হল বর্তমান ভারতের নিয়মিত চিত্র। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভারতে মুসলিমদের গণহারে হত্যা মিশনের অংশ হিসেবেই এসব হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে হিন্দুরা।

এ অবস্থায় মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত মুসলিমদের গণহত্যার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। তাদের এখন দরকার শুধু কিছু শক্ত 'অজুহাত', যার মাধ্যমে তারা মুসলিম গণহত্যাকে জায়েজ প্রমাণ করে তাদের রামরাজ্য কায়েমের কাজ শুরু করে দিতে পারবে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Pramod Muthalik, the chief of Hindu rightwing group, Sri Ram Sena threatened “revenge” against Muslims and called on Hindus to prepare for “self defense”-- https://tinyurl.com/59kjd9c7

2. 6 Muslim Men Dressed as ‘Seers’ Beaten Up by Hindutva Group Members, Case Filed-- https://tinyurl.com/yetp8rup

3. https://alfirdaws.org/2022/07/28/58221/

৩০শে জুলাই, ২০২২

কাবুল সফরে তাকী ওসমানী (হাফি.)'র নেতৃত্বে উলামাদের দল: টিটিপির ৮ পৃষ্ঠার নথি প্রেরণ

দীর্ঘদিন ধরে ইমারাতে ইসলামিয়ার মধ্যস্থতায় কাবুলে পাক-সরকার ও টিটিপি'র প্রতিনিধি দলের মাঝে আলোচনা চলছে। আলোচনায় টিটিপিকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতিতে রাজি কারানো গেলেও অন্যান্য বিষয়গুলোতে নমনীয় করাতে পারেনি সরকার দলীয় প্রতিনিধিরা। আর সেই লক্ষ্যেই সম্প্রতি পাকিস্তান সরকারের পরামর্শে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী ওসমানী হাফিজাহুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে পাক-আলেমদের ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সফরে যান।

পাক-সরকারের পক্ষ থেকেন নির্ধারণ করে দেওয়া, পাকিস্তানের বিশিষ্ট উলামাদের এই সফরের লক্ষ্য ছিলো, কাবুলে টিটিপি ও পাক-সরকারের মধ্যে চলমান আলোচনা প্রক্রিয়াকে সামনে বাড়ানো এবং টিটিপিকে তাদের দাবি ও শরিয়াহ্ শাসনের ক্ষেত্রে নমনীয় করা।

এই লক্ষ্যে আলেমদের ১৩ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটি কাবুলে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সাথে একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এসময় 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' তাদের সম্মানিত আসাতিযায়ে কারেমদের নিকট ৮ পৃষ্ঠার লিখিত নথি প্রেরণ করেন। যা ২টি ভাগে বিভক্ত ছিলো।

প্রথম নথিটিতে মুফতি তাকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ্'র নেতৃত্বে আগত সম্মানিত আলেমদের স্বাগত জানানো হয়। এরপর বলা হয় যে শুধু টিটিপি নয়, অধিকাংশ পশতুনরাই দেওবন্দ উলামাদের অনুসারী। এরপর নথিটিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং কেন উপজাতীয় পশতুনরা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলো তাঁর ব্যাখ্যা করা হয়।

নথির দ্বিতীয় অংশে শরীয়াহ্‌র আলোকে ৬টি পয়েন্টে দীর্ঘ আলোচনা যুক্ত করা হয়। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুফতী তাকী ওসমানী হাফিজাহুল্লাহ্ এর লিখিত গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি টানা হয়।

এই নথিতে গাদ্দার পাক-সরকারের দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। কেননা টিটিপিকে সামরিকভাবে দমাতে না পেরে সরকার জিরগার ও ইমারাতে ইসলামিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। এতেও সফল না হওয়ায় তারা একদল আলেমকে দিয়ে টিটিপিকে তাদের অবস্থান থেকে টলাতে চেষ্টা করছে।

আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠকদের সুবিধার্থে উক্ত নথিটির প্রথম দুই পৃষ্ঠার অনুবাদ তুলে ধরছি, যাতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলেমদের স্বরণে তুলে ধরেছিলেন।

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ﴾

হামদ ও সালাতের পর...

আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মেহমানগণ, মুহতারাম উলামা মাশায়েখ ও আকাবিরীনে ইসলাম! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এটা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের একটি উপলক্ষ যে, আজ ইমারাতে ইসলামিয়ার (আল্লাহ একে সম্মানিত ও স্থায়ী করুন) বরকতময় ছায়াতলে আমরা পাকিস্তানি তালিবান বহু বছর পর আমাদের আকাবির উলামা, আসাতিযায়ে কেরাম এবং বিশেষভাবে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের সভাপতি, শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি তাকি ওসমানি (হাফিজাহুল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর স্থায়িত্বের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করুন) এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করছি।

সর্বপ্রথম আমরা আমাদের আকাবির আসাতেযায়ে কেরাম এবং মুরব্বিদের স্বাগত জানাই, এবং দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের আকাবিরদের এই শুভাগমনকে খায়ের ও বরকতের মাধ্যম বানান, আমীন।

আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদের কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ স্বীকার করছি যে, তাঁরা নিজেদের মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় বের করে এখানে আসার কষ্টটুকু করেছেন। সেই সাথে আমরা ইমারাতে ইসলামিয়ার নেতৃত্বের শুকরিয়া আদায় করছি, যারা এই সুবর্ণ সুযোগের পথ সুগম করেছেন।

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! এটা সত্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত ভূখন্ড পাকিস্তানে বসবাসরত গোত্রগুলোর মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলা একটি অঙ্গীকার ও চুক্তির রূপে এসেছে। আর এটা সেই অঙ্গীকার ও চুক্তি যা পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এই চুক্তি ও অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মূল বাধা হচ্ছে পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিবারগুলো, যারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফিরিঙ্গিদের (ইংরেজ) উত্তরাধিকার বহন করছে।

আর এটাও একটি বাস্তবতা যে, পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নকে কার্যক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করা, আল্লাহ প্রদত্ত ভূখণ্ড পাকিস্তানের একতা ও শৃঙ্খলার উপর সুস্পষ্ট আঘাত। যা পাকিস্তানে সশস্ত্র অবস্থানের জন্য শরয়ী ও আখলাকি অনুমোদন দেয়ার শামিল।

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! পশতুন বিশেষ করে গোত্রীয় এলাকাগুলোর স্বাধীনতা ভারত ভাগের মাধ্যমে অর্জন হয়নি। বরং পশতুনসহ অন্যান্য গোত্রীয় এলাকাগুলো সব সময় নিজেদের স্বাধীনতাকে পবিত্র জিহাদের মাধ্যমে টিকিয়ে রেখেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

উপমহাদেশের পুরো ভূখণ্ড যখন ব্রিটিশরা দখল করে নিয়েছিলো, তখন এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে শুধু পশতুন ও গোত্রীয় এলাকাগুলোই এমন ছিল যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন, যতক্ষণ না ইংরেজরা বাধ্য হয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরেরে মাধ্যমে এই জিহাদি ভূমি থেকে চলে যায়।

আল্লাহ প্রদত্ত ভূখণ্ড পাকিস্তান অস্তিত্বে আসার পর পশতুনরা এই শর্তে পাকিস্তানের সাথে মিলিত হয় যে, এখানে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই চুক্তির জন্য শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানি (রহি.) এবং পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতী শফী' (রহি.), মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর কথায় পশতুন ভূমিতে আগমন করেন।

পশতুনদের সংখ্যাগরিষ্ঠই যেহেতু উলামায়ে দেওবন্দের আকিদার অনুসরণে বিশ্বাসী, তাই তারা এই সম্মানিত ব্যক্তিদ্বয়ের কথামতো পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মতামত এই শর্তে পেশ করে যে, এখানে ইসলামী শরিয়াহ্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনিভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর সোওয়াতের কর্তৃত্বাধীন পুরো ভূখণ্ড ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার শর্তেই পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাত দশক পেরিয়ে গেলেও ইসলামী শাসন কার্যকর হওয়ার অঙ্গীকার পূরণ করা হয়নি। বরং এটাকে কার্যকর করার আওয়াজ উঠানোও এখানকার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মনে করে। অথচ ডুরান্ড লাইন এর আশপাশে বসবাসরত গাজী ও মুজাহিদ গোত্রীয় এলাকাগুলোর পবিত্র জিহাদের ফলে ইংরেজরা বাধ্য হয়ে গোত্রীয় এলাকাগুলোর সাথে একটি প্রসিদ্ধ চুক্তি করেছিল, সেখানেও এই গোত্রগুলোর স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও এটাকে সমর্থন করেছিল।

এই গোত্রীয় এলাকাগুলোর স্বাধীনচেতা শক্তিই ফিরিঙ্গি সাম্রাজ্যকে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। আর এই স্বাধীনচেতা গোত্রগুলোই পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাস্তিকতার সয়লাবের মোকাবেলায় মুজাহিদীনে ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় আশ্রয়কেন্দ্র ও ঘাঁটি হয়েছিল। যার বরকতে লাল ভালুকের দল টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে পুরো ভূখণ্ড সুরক্ষিত হয়।

নাইন ইলেভেনের পর যখন বৈশ্বিক কুফ্ফার শক্তি ও তার দোসররা আমেরিকার নেতৃত্বে ইমারাতে ইসলামিয়ার উপর হামলা করে, তখন এই স্বাধীনচেতা গোত্রগুলোই মুজাহিদীন ও মুহাজিরীনদের আশ্রয় দেয়। আর এই স্বাধীন গোত্রগুলো থেকেই তৎকালীন পবিত্র জিহাদের সারিগুলো সুবিন্যস্ত করা হয়। যার ফলে আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তি পরাজিত হয় এবং ইমারতে ইসলামিয়া দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোত্রীয় এলাকাগুলোর এমন স্বাধীনচেতা দ্বীনি ও জিহাদী গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম দেখে বৈশ্বিক কুফ্ফার এবং তাদের স্থানীয় এজেন্টরা অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। তারা গোত্রগুলোর স্বাধীনচেতা শক্তিকে নিঃশেষ করে তাদেরকে গোলামে পরিণত করতে চায় এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীন করতে চায়। যা

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদীনের (যারা নিজেদের পিতৃপুরুষের আসল উত্তরাধিকারী) নিকট কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। এবং তারা কোন অবস্থাতেই নিজেদের স্বাধীন গোত্রীয় জীবনের পরিবর্তে গোলামীর জিন্দেগি মেনে নিতে এবং এই শাসনের অধীনে থাকতে প্রস্তুত নয়।

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! বাস্তবতা এটাই যে, চলমান যুদ্ধের সূচনা আমরা করিনি। বরং এই যুদ্ধ আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা ৪৮টি দেশের সহযোগিতা ও মিত্রতায় (যার মধ্যে পাকিস্তান ফ্রন্টও অন্তর্ভুক্ত ছিল) ইমারাতে ইসলামিয়ার উপর হামলা করে। যার ফলে হাজারো মুহাজির আমাদের স্বাধীন গোত্রীয় এলাকায় ও দেশের অন্যান্য শহরে হিজরত করেন। উলামাদের সম্মিলিত ফতওয়ায় ইমারাতে ইসলামিয়ার পক্ষ হয়ে প্রতিরক্ষা করা আমাদের উপরেও ফরজ হয়ে যায়। তাই আমরা আমাদের স্বাধীন ভূখণ্ডে ইমারাতে ইসলামিয়া থেকে আসা ওই সকল মুহাজিরদের আশ্রয় দিই। এবং আমাদের পক্ষ থেকে নিজস্ব উপকরণের মাধ্যমে ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত ক্রুসেডার বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করি।

কিন্তু এসময় পাকিস্তানের ইসলাম বিদ্বেষী গোলাম সেনাবাহিনী তাদের পশ্চিমা প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে এবং তাদের থেকে ডলার কামানোর আশায়, আমেরিকান ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে মিলে গোত্রীয় এলাকাগুলোর স্বাধীন ভূমি এবং তাদের সম্মানিত মেহমানদের উপর হামলা শুরু করে। যার ফলে হাজারো মানুষ শহীদ হন এবং ওয়াজিরিস্থান থেকে নিয়ে সোয়াত পর্যন্ত অসংখ্য দ্বীনি মাদরাসা ও মাসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। সেই সাথে পাকিস্তানের অন্যান্য শহরেও মুহাজির মুজাহিদিন ও তাদের সহমর্মী আনসারদের গ্রেফতার করার অনিঃশেষ ধারাবাহিকতা আরম্ভ করে। সেসময় ছয় শতাধিক মুজাহিদকে 'যার মধ্যে ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকাও (ফাক্কাল্লাহু আসরহা) ছিলেন', তাদেরকে তারা তাদের আমেরিকান প্রভুদের নিকট হস্তান্তর করে। যার প্রতিক্রিয়ায় উলামায়ে দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনি মাদারিসের পাঁচ শতাধিক বিশিষ্ট ও জায়্যিদ আলিম ও মুফতিগণ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার ফতোয়া দেন। এই ফতোয়ার উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের পবিত্র জিহাদের দিক পরিবর্তন করে পাকিস্তানের দিকেও মনোনিবেশ করি। এবং উভয় রণাঙ্গনে এমনভাবে পবিত্র জিহাদের ধারাবাহিকতা আরম্ভ করি যে, এক ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমাদেরকে উপমাহীন বিরাট বিজয়ের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আশা করি যে, আল্লাহ তাআ'লা অপর ময়দানেও আমাদেরকে উপমাহীন বিরাট বিজয়ের মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা না তো ক্লান্ত হয়েছি আর না আশাভঙ্গ হয়েছি। কেননা জিহাদ হতাশা ও নিরাশার পথ নয়। বরং এটা সুনিশ্চিত যে জিহাদ ধৈর্য ও পরীক্ষার পথ। এবং এমন একটি ফরজ আমল যার প্রতিদান সীমাহীন। যে সকল পরিবর্তন বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে হয়, জিহাদের আশ্চর্য ও বরকতময় আমলের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়ে অস্তিত্ব লাভ করে। ইসলামের ইতিহাস শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যার সাক্ষী হয়ে আছে।

সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম! পাকিস্তানের ইসলাম বিরোধী সামরিক সংস্থাগুলো এবং তাদের একনিষ্ঠ গোলামরা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অনবরত ভুল প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে, যার কোন বাস্তবতা নেই। আলহামদুলিল্লাহ্, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান না তো দেশবিরোধী কোন আন্দোলন, আর না দেশের শত্রুদের অধীনে পরিচালিত। আর না কোন খারেজি ও তাকফিরি চিন্তাভাবনা ও আকিদায় প্রভাবিত।

বরং একটি স্বাধীন, স্বেচ্ছাধীন এবং আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের পথ ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত সশস্ত্র এক জিহাদী শক্তি।

আমরা পাকিস্তানের ব্যাপারে ঐ কথার উপরই বিশ্বাস রাখি যে, পাকিস্তানের (পূর্বোক্ত) দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়নই আল্লাহ প্রদত্ত ভূখণ্ড পাকিস্তানের স্থিতি, একতা, শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির একক নিশ্চয়ক।

ওয়াসসালাম।
তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান।

==

অনুবাদক ও সংকলক : ত্বহা আলী আদনান

মুসলিম ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন করলো উগ্র হিন্দুরা

কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার সুরথকাল অঞ্চলের একটি কাপড়ের দোকানের ভিতর ২৩ বছর বয়সী মুহাম্মাদ ফাজিলকে কুপিয়ে খুন করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। খুনের ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর দেখা যায় সেখানে হামলাকারীরা ছিল চারজন এবং প্রত্যেকেই ছিল মুখোশধারী।

নিহত মোহাম্মাদ ফাজিল একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী। পুলিশ জানায়, ফাজিল তাঁর এক বন্ধুর সাথে একটি কাপড়ের দোকানের সামনে কথা বলছিলেন। ঠিক এমন সময় তাঁর ওপর হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। তারা ফাজিলকে একটি চাপাতি দিয়ে তাড়া করে এবং দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ফাজিলকে কুপিয়ে খুন করে। অন্যান্য দোকানের কর্মীরা তখন দূর থেকে বিভিন্ন বস্তু ছুঁড়ে মেরে সেই সন্ত্রাসীদের থামানোর চেষ্টা করে, তবে তারা ব্যর্থ হয়।

উক্ত হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা না গেলেও বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, ফাজিলের হত্যার সাথে গত ২৬ শে জুলাই সন্ধ্যায় সেই জেলার সুলিয়া অঞ্চলে এক বিজেপি যুব কর্মীকে হত্যা করার বিষয়টির যোগসূত্র রয়েছে। উক্ত ঘটনার জন্য ভারতের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং বিভিন্ন মুসলিম দলগুলো আরএসএস এর সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছে।

এদিকে এই ঘটনার জন্য উগ্র হিন্দু সন্যাসি ঋষি কুমার শামি মন্তব্য করেছে যে, তাদের লোকেরা যদি ফাজিলকে খুন করে থাকে, তাহলে সে ঐ খুনিকে সাধুবাদ জানায়। এথেকেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এই খুনের পেছনে কাদের হাত থাকতে পারে। আর এভাবে প্রকাশ্যে মুসলিম খুনের ঘটনাকে সাধুবাদ জানানো প্রমাণ করে যে, উগ্র হিন্দুরা মুসলিম গণহত্যা শুরু করতে কতটা মুখিয়ে আছে।

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত মুসলিমদের গণহত্যার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। তাদের এখন দরকার শুধু একটি 'অজুহাত', যার মাধ্যমে তারা মুসলিম গণহত্যাকে জায়েজ প্রমাণ করে তাদের রামরাজ্য

কায়েমের কাজ শুরু করে দিতে পারে। এবং তারা যেন বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করতে পারে যে, কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই তারা মুসলিমদের এমন সবক দিচ্ছে।

মুসলিমদেরকে তাই তাঁরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আসন্ন এই গণহত্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি শুরু করার আহব্বান জানিয়েছেন। কারণ সামনে ভারতের মুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ দিন। তাই সে সময় টিকে থাকতে হলে তাদের অবশ্যই এখনই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করা জরুরী।

তথ্যসূত্র :

----

1. Mangaluru: Muslim Man Hacked to Death By Masked Assailants Inside Clothing Store - https://tinyurl.com/mr33pvv5

- https://tinyurl.com/4ebuzuf3

- https://tinyurl.com/nhdf24ma

পূর্ব আফ্রিকার বাকি দেশগুলোতেও হামলা চালাবে আশ-শাবাব: মার্কিন জেনারেল

পূর্ব আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত ক্রুসেডার 'AFRICOM' জোটের কমান্ডার জেনারেল স্টিফেন টাউনসেন্ড দাবি করেছে যে, আসন্ন দিনগুলোতে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ছাড়াও অন্য দেশগুলোতেও উপস্থিতি ও হামলা বৃদ্ধি করবে আশ-শাবাব। এই ইউএস "আফ্রিকম" এর কমান্ডার সম্প্রতি ইথিওপিয়ায় আশ-শাবাব দ্বারা পরিচালিত বীরত্বপূর্ণ হামলার বিষয়ে বিবৃতিতে এসব মন্তব্য করে।

গত ২৮ শে জুলাই বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ভিত্তিক ডিফেন্স রাইটার্স গ্রুপের সাথে এক বৈঠকে কমান্ডার টাউনসেন্ড বলেছে যে, আশ-শাবাব সম্প্রতি সোমালি-ইথিওপিয়া সীমান্ত লাইনের মতো পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোতেও আক্রমণ চালিয়ে যাবে।

বিগত ১০ দিনে ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার কৃত্রিম সীমান্ত অঞ্চলে হামলা বাড়িয়েছে হারাকাতুশ শাবাব। এই দিনগুলোতে সীমান্ত অঞ্চলে ইথিওপিয়া-সমর্থিত 'লিউ' বাহিনীর একাধিক সদর দফতরকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছে আশ-শাবাব। যাতে শত শত ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে, শাবাব যোদ্ধাদের হাতে বন্দীও হয়েছে বহু সংখ্যক সৈন্য। অভিযানগুলো শেষে আশ-শাবাব পেয়েছে বিস্তৃত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ এবং অগণিত অস্ত্র শস্ত্র আর অত্যাধুনিক সব সাঁজোয়া যান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উক্ত কমান্ডারের করা মূল্যায়ন অনুসারে, এই অভিযানের সময় প্রায় ৫০০ আশ-শাবাব যোদ্ধা ইথিওপিয়া সীমান্ত থেকে ১৫০ কিলোমিটার গভীরে বিস্তৃত অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে। AFRICOM কমান্ডার টাউনসেন্ড, যে আগস্ট মাসে তার পদ ছেড়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। সে উল্লেখ করেছে যে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা আগামী মাসগুলোতে ইথিওপিয়া হামলার অনুরূপ অন্য দেশগুলোতেও হামলার উদ্যোগ নিতে পারে।

"আশ-শাবাব কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ একটি কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। আর আমি এটি বিশ্বাস করি না। কেননা আশ-শাবাবের আমির আহমেদ দিরিয়ে গত বছর পূর্ব আফ্রিকাতে দখলদার দেশ এবং পশ্চিমা শক্তির উপর আক্রমণ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়টাতে আশ-শাবাব মূলত নিজেরদেরকে ভবিষ্যত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। আর এই প্রেক্ষাপটে এখন পূর্ব আফ্রিকায় আশ-শাবাবের আক্রমণ বৃদ্ধি পাবে।"

এই ক্রুসেডার জোটের কমান্ডার জোর দিয়ে আরও বলে যে, "আশ-শাবাব এখন অনেক বড় হয়েছে, আরও সাহসী এবং শক্তিশালী হয়েছে।" মার্কিন কর্মকর্তারা "ভবিষ্যদ্বাণী" করেছে যে, আশ-শাবাব আসন্ন সময়ের মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ইথিওপিয়া, কেনিয়া, জিবুতি এবং সোমালিয়ায় হামলা আরও দ্বিগুণ করবে।

ফটো রিপোর্ট | ইথিওপিয় শিবিরে মুজাহিদদের হামলায় হতাহত ২৪৫ সেনার ভয়ঙ্কর কিছু দৃশ্য

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৯ জুলাই শুক্রবার সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ার কৃত্রিম সীমান্তে দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন। যা উক্ত সীমান্তে অবস্থিত আটো শহরে ক্রুসেডার ইথিওপীয় সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে শহিদী হামলার মাধ্যমে শুরু করা হয়। যা পরবর্তীতে ২ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। দুর্দান্ত এই হামলার প্রথমিক ফলাফল ছিলো যে, এতে ১০৩ এরও বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত এবং বন্দী হয়েছে আরও বহু সংখ্যক ক্রুসেডার সৈন্য।

তবে হারাকাতুশ শাবাব রাতে এক বিবৃতি জারি করে নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের পরিচালিত বরকতময় উক্ত হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫০ এ দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৯৫ ইথিওপিয়ান সৈন্য। এছাড়াও এই অভিযানে মুজাহিদগণ কয়েক ডজন ইথিওপিয়ান সৈন্যকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাবের মিডিয়া সূত্র কর্তৃক প্রকাশিত হামলার কিছু স্থির চিত্র দেখুন…

https://alfirdaws.org/2022/07/30/58259/

২৯শে জুলাই, ২০২২

আবারো শরিয়াতে হালাল বিয়ে বন্ধ করলো দালাল পুলিশ, অবিভাবককে কারাদণ্ড

বারাবরই ইসলামি শরিয়াতের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করে মুসলিমদের বৈধ বিয়েকে ভেঙে দিচ্ছে দালাল প্রশাসন। এর-ই ধারাবাহিকতায় এবার যশোরের চৌগাছায় সীমান্তবর্তী আন্দুলিয়া গ্রামে ইসলামি শরিয়াত অনুযায়ী বৈধ বিয়েকে ভেঙে দিয়েছে দালাল প্রশাসন। শুধু বিয়ে ভেঙে দিয়ে শেষ নয়, পিতার অবর্তমানে কনের দায়িত্ব নেয়া বৃদ্ধ নানাকে দেয়া হয়েছে ৯ মাসের কারাদণ্ড।

জানা যায়, আজ শুক্রবার (২৯ জুলাই) দুপুরে আন্দুলিয়া গ্রামে যুবতী মেয়ের বিয়ের আয়োজন করা হয়। কনের ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়ার অযুহাতে চৌগাছা উপজেলা হিন্দুত্ববাদী সহকারী ভূমি কর্মকর্তা গুঞ্জন বিশ্বাস এ সময় পুলিশের একটি টিম নিয়ে বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিয়েটি বন্ধ করে দেয়। এ সময় পুলিশ দেখে বরপক্ষ পালিয়ে যায়। এ সুযোগে হিন্দুত্ববাদী ভূমি কর্মকর্তা পরিবারকে শাসিয়ে সতর্ক করে এবং মেয়ের ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না বলে মুচলেকা নেয়।

কনের বাবা প্রবাসে থাকায় তার নানা লিয়াকত আলী এ বিয়ের আয়োজন করেছিল। বাল্যবিবাহ আয়োজন করায় তাকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৮ ধারায় ৯ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গাদ্দার প্রশাসন কথিত রাষ্ট্রীয় আইনের অযুহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। অথচ বিপরীতে কোন হিন্দু বা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন নজির নেই বাংলাদেশে। শুধুমাত্র মুসলিমদের ক্ষেত্রে যত রাষ্ট্রীয় আইনের অযুহাত দেখানো হয়।

মূলত হিন্দুত্ববাদী ভারত ও পশ্চিমাদের খুশি করতেই ইসলামি শরিয়তের উপর হস্তক্ষেপ করছে দালাল সরকার। ভারত ও পশ্চিমারা চায় যেন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়। এজন্যই তারা মুসলিমদের হালাল বিয়েতে হস্তক্ষেপ করছে। কেননা ভারত ও পশ্চিমারা প্রায়ই এ দেশের জনসংখ্যা নিয়ে কথিত আশংকা প্রকাশ করে থাকে। এবং দালাল সরকারকে বাধ্য করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে। এমনকি যারাই সন্তান না নিতে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে, তাদেরকে সরকার প্রনোদনা হিসেবে লুঙ্গি, শাড়ি ও নগদ অর্থ দিয়ে থাকে। আর এসব অর্থ সরবরাহকারী সংস্থার বেশিরভাগই পশ্চিমা বিশ্বের।

তাছাড়া মুসলিমদের সঠিক সময়ে বিয়ে করা ও জনসংখ্যা কমাতে বাল্য বিয়ের নামে নানান 'মিথ' তৈরি করেছে পশ্চিমা দাজ্জালি সভ্যতার ধারকরা। তারা প্রচার করে থাকে যে, মেয়েদের আগে বিয়ে হলে বা আগে বাচ্চা হলে নাকি নানান শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। অথচ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে যে ২৫-এর পরে যে নারীরা প্রথম গর্ভধারণ করে, তারাই বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখিন হয়। এমনকি বিশেষজ্ঞরা এটাও নিশ্চিত করেছেন যে, বাচ্চা প্রসব একজন নারীর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতায় পূর্ণতা দান করে। তাহলে তো সেটা তারাতারি হওয়াই ভাল, এক্ষেত্রে অকারণে দেরি করা কি যৌক্তিক?

গাদ্দার প্রশাসন বাল্য বিয়ে নামকরণ করে হালাল বিয়েগুলো ভেঙ্গে দিলেও, বাল্য প্রেম বা অবৈধ সম্পর্ক রোধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। কোন মেয়ে যখন প্রেমিকের সাথে পার্কে যায়, বা ডেটিংয়ের নামে অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন তারাই আবার ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে থাকে। তাহলে আল্লাহর হালালকৃত বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের কথিত ব্যক্তি স্বাধীনতা কোথায়। এজন্য উলামায়ে কেরাম অনেকদিন থেকেই এসব অবৈধ কাজকর্মের বিরুদ্ধে এবং সরকার ও প্রশাসনের এমন ইসলামবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহব্বান জানিয়ে আসছেন।

তথ্যসূত্র:

১। বাল্যবিবাহ বন্ধ করল প্রশাসন - https://tinyurl.com/2mtydezn

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের শহীদি হামলায় মেয়র সহ নিহত ২৩ গাদ্দার

সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যে একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যাতে প্রাদেশিক রাজধানীর মেয়র ও তার দুই সেক্রেটারি সহ অন্তত ১৫ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, শহিদী হামলাটি একটি গাড়ি বোমা দ্বারা চালানো হয়েছে। যা শাবেলি রাজ্যের রাজধানী মেরকা শহরে সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে চালানো হয়। বোমা বিস্ফোরণে শহরের মেয়র আবদুল্লাহি আলী ওয়াফো এবং তার ২ উপদেষ্টাসহ আরও ১২ সেনা সদস্য নিহত হয়। এতে মেয়রের আরও ৮ দেহরক্ষী গুরুতর আহত হয়।

উক্ত অঞ্চলের এক সামরিক কর্মকর্তা জানায় যে, বোমা বিস্ফোরণটি মারকা প্রশাসনের সদর দপ্তরের কাছে চালানো হয়েছে। যার প্রধান টার্গেট ছিলো মেয়র। আর এতে আশ-শাবাব যোদ্ধারা সফলও হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

এই অপারেশন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আশ-শাবাবের সামরিক মুখপাত্র শাইখ আবু মুস'আব (হাঃ) বলেন-

মুজাহিদদের হামলায় নিহত মারকা শহরের ধর্মদ্রোহী মেয়র তার জীবনের পুরোটা সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নিবেদিত ছিলো। যার হাত অনেক নিরপরাধ মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত। এই ধর্মদ্রোহী লোকটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ক্রুসেডার জোটের সাথে মিলেও কাজ করেছে। তারা প্রধান ভূমিকাই ছিলো ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করা। সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী ধর্মত্যাগীদের তালিকার শীর্ষে ছিলো।

আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে এই কট্টর ধর্মদ্রোহী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের ঐসমস্ত মুজাহিদ ভাইদের, যারা এই অপারেশনের পরিকল্পনা করেছেন এবং যারা এটি সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের এই অপারেশনকে কবুল করুন। এছাড়াও আমরা স্থানীয় ঐসন্ত জনগণকে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই অপারেশনকে সফল করতে সাহায্য করেছেন।

আল-কায়েদা কর্তৃক রুশ ও মালিয়ান সামরিক ঘাঁটি বিজয়: হতাহত ৩৫ এরও বেশি সেনা

যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি। সম্প্রতি দেশটিতে রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়্যাগনার এবং গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ১০ কুফ্ফার সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র (আয-যাল্লাকা) নিশ্চিত করেছে যে, গত ২৭ শে জুলাই বুধবার মালির মধ্য কলম্বে শহরে মালিয়ান সেনাবাহিনী এবং রাশিয়ার ভাড়াটিয়া ওয়্যাগনার বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' মুজাহিদগণ। প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘাঁটিটিতে অতর্কিত হামলা চালান। অভিযানের এক পর্যায়ে সামরিক ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেন মুজাহিদগণ।

সেই সাথে এই অভিযানের সময় মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয় কুফ্ফার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদেরর ৯টি সাঁজোয়া যান, ১০ সেনা নিহতের পাশাপাশি আহত হয় আরও ২৫ সেনা, বাকিরা পালিয়ে যায়। তবে এক সেনা এসময় মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়।

এদিকে অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ৩টি গাড়ি, প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন। ৩ মিনিটের একটি ভিডিওতে এসব গনিমতের ভিডিও ফুটেজও প্রকাশ করেন মুজাহিদগণ।

পরে বরকতময় এই অভিযান বিষয়ে একটি লিখিত বিবৃতি জারি করে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন।

বিবৃতিতে বলা হয়, অপরাধী মালিয়ান সেনাবাহিনী এবং বিদেশী ভাড়াটেদের উপর এখন থেকে অন্ধকার দিনগুলো আরও ঘনীভূত হতে থাকবে। কেননা এরা এমন একটি সামরিক বাহিনী, যারা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। এই বাহিনীর সদস্যরা সম্প্রতি নারা, ডোগোফরি, মোরা, হানবুর জেলা সহ সারা দেশে শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তাই এই বাহিনীর সদস্যরা তাদের যতই মজবুত ও শক্তিশালী ঘাঁটিগুলোতে অবস্থান নিক, আর যতই নিরাপদ ও শহরের প্রাণকেন্দ্রে আশ্রয় নিকনা কেন। আমাদের বীর মুজাহিদরা এদের খোঁজে খোঁজে হত্যা করতে থাকবেন। যতদিন না রাজধানী বামাকো ইসলামের আলোয় আলোকিত না হচ্ছে।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, মুজাহিদদের বামাকো বিজয় এবং পশ্চিম আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী ইসলামি ইমারতের প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র; অচিরেই বিশ্ববাসী যার বাস্তবায়ন দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ।

বাকস্বাধীনতার ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড : ফিলিস্তিনি মুসলিমদের আইডি ও পোস্টগুলোতে সোশ্যাল প্লাটফর্মগুলোর অন্যায় হস্তক্ষেপ

হোয়াইট সোশ্যাল সেন্টার নামক একটি ফিলিস্তিনি সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণ ও অধিকার নিয়ে কাজ করে থাকে। এটি ফিলিস্তিনি নাগরিকদের সোশ্যাল মিডিয়া কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছেন যে, সোশ্যাল প্লাটফর্মগুলো ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ব্যবহৃত আইডি ও পেইজগুলোতে অন্যায়ভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। এবং চলতি বছর মে মাসের মধ্যে অন্তত ১৩২ বার ফিলিস্তিনিদের আইডিগুলোতে হস্তক্ষেপ করেছে।

সংস্থাটির পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট বলছে, ফিলিস্তিনি আইডিগুলোতে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে মেটা(ফেইসবুক) কর্তৃপক্ষ। যার কারণে পোস্ট করা, পোস্টের কাছে পৌঁছানো এবং ফিলিস্তিন সম্পর্কিত সংবাদ পোস্ট করতে পারছেন না ফিলিস্তিনিরা।

অবাক করা বিষয় হচ্ছে, দখলদার ইসরাইলি কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনিদের নাম মেটা কর্তৃপক্ষ বিপদজনক ব্যাক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। যার মধ্যে ইসরাইলি কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হওয়া ছয় জনের একজন জাকারিয়া আল জুবাইদির নামও অন্তর্ভুক্ত। ফলে যারাই তার নাম অনুসন্ধান করছে তাদেরকে ফেইসবুক সতর্কতা জারি করেছে।

এছাড়াও, ফেইসবুক বেশ কিছু ফিলিস্তিনি ব্যক্তি এবং সংস্থাকে বিপজ্জনক হিসাবে কাল তালিকাভুক্ত করে রেখেছে। সে সকল ফিলিস্তিনিরা তেল আবিবে ইহুদিদের উপর হামলা এবং আল-জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলের অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ইসরাইলি সেনাদের হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ছবি, ভিডিও ও লেখা শেয়ার করেছিল, সেসব পোস্ট ডিলিট করে দিয়েছে ফেইসবুক।

কথিত সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যমের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে রাখা ইসরাইলি নেসেটের (সংসদ) আইন পুরোপুরি মেনে চলে ফেইসবুক। ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন ও আগ্রাসন ধামাচাপা দিতে ফেইসবুক বার বারই এ আইন ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের পোস্টগুলোতে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এ আইনের লক্ষ্য হল ফিলিস্তিন সমর্থনকারী সোশ্যাল প্লাটফর্ম ও মিডিয়াকে কণ্ঠরোধ করা। যাতে করে ইসরাইলি আগ্রাসন বহির্বিশ্বের কাছে পৌঁছতে না পারে। এবং ইসরাইলের আগ্রাসন ধামাচাপা দিতে পারে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে, ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যমগুলো নিয়মিতই বিধিনিষেধের সম্মুখিন হচ্ছে। বিশেষ করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন পোস্ট হলেই বিধিনিষেধের অযুহাতে বাধা সৃষ্টি করা হয়। এরমধ্যে শুধু মে মাসেই গণমাধ্যম, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীসহ মোট ৬৪টি আইডিতে বিধিনিষেধের অযুহাতে পোস্টে হস্তক্ষেপ করেছে সোশ্যাল প্লাটফর্মগুলো। যা মোট হস্তক্ষেপের মধ্যে ৪৮%।

২০২২ সালে মে মাস অবধি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমে যতগুলো হস্তক্ষেপ করে মানবাধিকার লজ্ঘন করেছে তারমধ্যে ফেসবুক ৭০টি, টুইটার ৫টি, ইনস্টাগ্রাম ৮টি, ইউটিউব ১৩টি,হোয়াটসঅ্যাপ ৪২টি, টিকটক ৫টি এবং ক্লাবহাউস ১টি। এছাড়াও ২০২১ সালে মোট ১৫৯৩টি মানবাধিকার লজ্ঘনের তথ্য নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি। যার মধ্যে ১৭৪টি ইনস্টাগ্রামে, ১৬টি ইউটিউবে, ৮৫৩টি ফেসবুকে এবং ৪৪৫টি টুইটারে। অন্যদিকে ২০২০ সালেও ১২০০টি অধিকার লজ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে ২৫টি ইনস্টাগ্রামে, ১০টি ইউটিউবে, ৮০১টি ফেসবুকে এবং ২৭৬টি টুইটারে।

বর্তমান ইসলাম বিরোধী বিশ্ব ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ফিলিস্তিনই নয়। সারা বিশ্বের যেখানেই যারাই ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে আওয়াজ তুলছেন, তাদেরই কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। হোক সেটা সোশ্যাল প্লাটফর্মে কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে। সবখানেই কথিত মৌলবাদীদের উসকানি দেয়ার কারণে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় মুসলিম জাতিকে এসব সামাজিক মাধ্যমের উপর নিরভর না করতে, এবং মুসলিম জাতির সত্যাসত্য খবরাখবর জানতে ও জানাতে মুজাহিদদের পরিচালিত বিভিন্ন সাইট ও মিডিয়ার দিকে ঝুঁকতে পরামরশ দিয়েছেন হকপন্থী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

-----

1. NGO: 132 violations against Palestinian content on Social Media platforms in May- - https://tinyurl.com/4fv3rj2d

---

হাজারো শাবাব যোদ্ধার ইথিওপিয়ায় অনুপ্রবেশ : ২ ঘন্টায় ১০৩ শত্রুসেনা নিহত

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ফের ইথিওপিয়ান বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন। এতে এখন পর্যন্ত ১০৩ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ২৯ জুলাই শুক্রবার ভোরে সোমালিয়ার আটো শহরে ফের হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। গত সপ্তাহে শহরটি বিজয় করলেও কৌশলগত কারণে এর একটা এলাকা ও একটি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেন আশ-শাবাব। কিন্তু আজ ভোরে ঐ ঘাঁটিটিতেই পূণরায় হামলায় চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন।

প্রতিরোধ বাহিনীর মুখপাত্র শাইখ আবদুল আজিজ আবু মুস'আব (হা.) এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আশ-শাবাব যোদ্ধারা আজ ভোরে মাত্র ২ ঘন্টার লড়াইয়ে দখলদার বাহিনী থেকে উক্ত ঘাঁটিটি পূণরায় উদ্ধার করেছেন। এবং তাঁরা ১০৩ ইথিওপিয়ান শত্রুসৈন্যকে হত্যা করেছেন। একইসাথে আর ডজনে ডজনে দখলদার সেনা মুজাহিদদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে। অন্যদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে নিয়ে গেছেন মুজাহিদগণ।

দুর্দান্ত এই হামলার প্রথমিক ফলাফল ছিলো যে, এতে ১০৩ এরও বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত এবং বন্দী হয়েছে আরও বহু সংখ্যক ক্রুসেডার সৈন্য।

তবে হারাকাতুশ শাবাব রাতে এক বিবৃতি জারি করে নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের পরিচালিত বরকতময় উক্ত হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫০ এ দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৯৫ ইথিওপিয়ান সৈন্য। এছাড়াও এই অভিযানে মুজাহিদগণ কয়েক ডজন ইথিওপিয়ান সৈন্যকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক করেছেন।

শাহাদাহ এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন প্রথমে একটি শহিদী হামলার মাধ্যমে এই অভিযানটি শুরু করেছেন। এরপর তাঁরা ঘাঁটি লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু রকেট ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকেন। এতে হতভম্ব হয়ে পড়ে ইথিওপিয়ান সৈন্যরা। আর সেই সুযোগেই ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করেন অন্য মুজাহিদরা। যারা ঘাঁটিতে ঢুকেই ক্রুসেডার সৈন্যদের হত্যা এবং বন্দী করতে থাকেন। ২ ঘন্টার তীব্র লড়াই শেষে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন।

এদিকে আক্রমণ চলাকালীন সময়ে ইথিওপিয়ান মিগ যুদ্ধবিমানগুলো তাদের কাপুরুষ সেনাদের সহায়তা ও মুজাহিদদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারাও এসময় থেমে থাকেন

নি। তাঁরাও বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র দ্বারা বিমানগুলো টার্গেট করে হামলা চালাতে শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে ক্রুসেডারদের মিগ যুদ্ধবিমানগুলোও পালাতে বাধ্য হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

অপরদিকে আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এই অভিযানকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, আশ-শাবাব কর্তৃক ইথিওপিয়ান বাহিনী থেকে এলাকা বিজয়, এরপর তা ছেড়ে দেওয়া এবং এক সপ্তাহের মধ্যে পূণরায় এটি দখল কারার পুরো পক্রিয়াটিই ছিলো আশ-শাবাবের একটি সাজানো যুদ্ধ-কৌশল। তাঁরা এই পক্রিয়ায় ইথিওপীয় বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত, বিধ্বস্ত ও মনোবলশূণ্য করে দিয়েছেন।

এতে করে ইথিওপীয় বাহিনী একই সীমান্তে ৩টি ফ্রন্টে বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করেছে। ফলে সেনারা এসব ফ্রন্টে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে আশ-শাবাবের হামলায় একের পর এক শহরের পতন ও শত শত সেনা নিহত হওয়ায় মনোবল ভেঙে যায় ইথিওপিয় সেনাদের। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে আটো শহরে দ্বিতীয় বারের মতো আশ-শাবাবের অভিযান, যেখানে আশ-শাবাব যোদ্ধারা শত শত ইথিওপিয় সৈন্যকে হত্যা, আহত ও বন্দী করেছেন। অতঃপর এর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

আরও আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আজ সকালে ইথিওপিয় পদাতিক ও বিমান বাহিনী যখন আটোতে আশ-শাবাবের সাথে জীবন বাঁচানোর লড়াই করছে, ঠিক সেই মূহুর্তে আশ-শাবাবের ১০০০ (এক হাজার) যোদ্ধা সোমালিয়ার সীমান্ত হয়ে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। যাদের অধিকাংশই আবার ইথিওপিয়ান নাগরিক। সব মিলিয়ে গত এক সপ্তাহে কয়েক হাজার আশ-শাবাব যোদ্ধা ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছেন।

এদিকে আফ্রিকায় নিয়োজিত ক্রুসেডার আমেরিকান সেনা কমান্ডার স্টিফেন টাউনসেন্ড সম্প্রতি ইথিওপিয়ায় আশ-শাবাবের হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বীকার করে যে, "আশ-শাবাব যোদ্ধারা ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডের ১৫০ কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশ করেছে। গত ১৮ মাসে এই অঞ্চলে আমেরিকান সেনাদের তৎপরতার পরও সামরিক দিক দিয়ে আশ-শাবাব বৃহৎ, শক্তিশালী এবং দুঃসাহসি হয়ে উঠেছে।"

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

২৮শে জুলাই, ২০২২

ফিলিস্তিন | দুই সপ্তাহে ৫১ স্থাপনা ধ্বংস ও ৪০ মুসলিম বাস্তুচ্যুত

দখলকৃত ফিলিস্তিনে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই ৫১টি স্থাপনা ধ্বংস ও ৪০ জন মুসলিমকে বাস্তুচ্যুত করেছে বর্বর ইহুদি সন্ত্রাসীরা।

এ বছরের ২৮ জুন থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে "বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা প্রতিবেদন"-এ জাতিসংঘ জানিয়েছে যে, সন্ত্রাসী ইহুদীরা দখলকৃত জেরুজালেম এবং এর পশ্চিম তীরের অঞ্চলের পূর্ব অংশে ৫১ টি ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন কাঠামো ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করেছে। এর ফলে, ২১ জন শিশু সহ ৪০ জন মুসলিম বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং প্রায় ৫০০ জন মুসলিমের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর ২০২২ সালের শুরু থেকে সন্ত্রাসী ইহুদীরা কমপক্ষে ৪০৭ টি ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন কাঠামো ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানায় জাতিসংঘ।

এখানে পাঠকের মনে হতে পারে যে, জাতিসঙ্ঘ অন্তত নির্যাতিত মুসলিমদের সংখ্যা বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে ভাল কাজ করেছে। কিন্তু জাতিসঙ্ঘ নামক অমুসলিম সঙ্ঘটি কখনোই মুসলিমদের 'উপকারের' নিমিত্তে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি, বরং তারা সবসময় প্রকৃত সংখ্যা আড়াল করত চেষ্টা করে, যা প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। আর এমন 'সংখ্যা প্রকাশ' অনেক সময় আক্রান্ত স্থানের আশেপাশের এলাকায় অবস্থানরত মুসলিমদের মনে ভীতি তৈরির উদ্দেশ্যেও করা হয়ে থাকে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, বছরের পর বছর ধরে ইহুদীদের এত এত সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পরও সারা বিশ্ব নির্বাক। ইহুদীদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক বা অন্য পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো মুসলিমদের প্রতিরোধকে তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে আখ্যা দিয়ে আসছে বহুদিন ধরে। মানবতাকে কথিত এই 'সন্ত্রাসবাদের' হাত থেকে বাঁচানোর অজুহাতে লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা করেছে তারা- এটুকুই মুসলিম বিশ্বের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট।

তাই মুসলিমদের উচিত, ফিলিস্তিন ইস্যুতে কথিত জাতিসংঘের পেছনে না ঘুরে বরং নিজেদেরই একটি ব্যবস্থা করা এবং ইহুদী সন্ত্রাসীদের ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর চলা দীর্ঘ সময়ের এই নির্যাতনের একটা সমাধান নববী মানহাজ অনুযায়ী খুঁজে বের করা- এমনটাই মত ইসলামি চিন্তাবীদদের।

তথ্যসূত্র :

----

1. UN: In two weeks, ‘Israel’ demolished 51 Palestinian-owned structures, displaced 40 people

- https://tinyurl.com/2p8aajav

সোমালিয়া | নতুন আরও এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিলো আশ-শাবাব

জুবা রাজ্যের কেন্দ্রীয় কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে গত কয়েক ঘণ্টায় বেশ কিছু হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসময় তাঁরা ২টি এলাকা ও ১টি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, সোমালিয়ার জুবা রাজ্যে আজ ২৮ শে জুলাই সকালে একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী আক্রমণ শুরু করেছিলেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যেখানে গাদ্দার আহমেদ মাদোবের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের মিলিশিয়ারা আদায়গা গ্রামে অবস্থান করছিল।

সংবাদ সূত্র বলছে যে, আক্রমণকারী মুজাহিদগণ প্রথমে আদেগা এলাকা ও এর সামরিক ঘাঁটি এবং পরে ইন্তাবা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলেন। এরপর মুজাহিদগণ ঐ ২ টি এলাকায় একযোগে হামলা চালাতে শুরু করেন। ফলে এলাকা ২টি তে বহু সংখ্যক গাদ্দার মিলিশিয়া সদস্য হতাহত হয়, এবং বাকিরা কাপুরুষের মতো পালিয়ে যায়।

তবে সরকারি সূত্র এই দাবি করছে যে, মুজাহিদদের এই হামলায় নাকি মাত্র ১ সৈন্যের মৃত্যু ঘটেছে এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

একই রাজ্যের সিগালির এলাকায় আরেকটি সামরিক ঘাঁটিতেও ভারী হামলা চালান মুজাহিদগণ। তবে এই হামলার ফলে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

অন্যদিকে, উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইদোয়া শহর থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, গতরাতে মান্যা ফুলুলা নামে পরিচিত একটি স্থানে দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে আশ-শাবাব যোদ্ধারা। যা গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। এতে বহু সংখ্যক কুফ্ফার ও গাদ্দার সৈন্য হতাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

মালি | রাজধানীর সামরিক কেন্দ্রস্থলে আল-কায়েদার জোড়া ইস্তেশহাদী হামলা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির রাজধানী বামাকোর কাছে একটি জোড়ো গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা যোদ্ধারা। এমন একটি এলাকায় হামলাটি চালানো হয়েছে, যেখানে জান্তা প্রশাসনের সামরিক সদর দফতর অবস্থিত।

মালির কুখ্যাত গাদ্দার সামরিক জান্তা প্রশাসনের বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রেখেছে আল-কায়েদা। সেই সূত্র ধরেই রাজধানী বামাকোর নিকটবর্তী কাটি শহরে পর পর দুটি শক্তিশালী ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২২ শে জুলাই রাজসী কাটিতে অবস্থিত শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি এবং কেন্দ্রগুলি লক্ষ্য করে এই হামলাটি চালানো হয়। হামলায় ২টি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই আক্রমণে মালিয়ান সেনাবাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ছাড়াও, রাষ্ট্রপতি আসমি গোইতারের বাড়ি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বাসভবনকেও লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।

'জেএনআইএম' এর মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, এই অভিযানে আবদুল্লাহ নামে একজন মুজাহিদ প্রথমে তাঁর বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে সামরিক ব্যারাকের দরজা এবং এর রক্ষীদের দিকে অগ্রসর হন। নির্দিষ্ট স্থানে

পৌঁছেই তিনি শহীদি হামলাটি পরিচালনা করেন, যাতে ঘাঁটির প্রধান ফটক ধ্বংস এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সমস্ত গাদ্দার সেনা নিহত হয়।

প্রথম বিস্ফোরণটি সঠিকভাবে পরিচালনার পর বীর মুজাহিদ জুলইয়াদাইন আল-বুরকিনি অন্য একটি গাড়ি বোমা নিয়ে অগ্রসর হন, যতক্ষণ না তিনি ব্যারাকের গভীরে এবং মাঝখানে পৌঁছান। অতঃপর তিনিও তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে ২য় ইস্তেশহাদী হামলাটি পরিচালনা করেন। এতে সামরিক ঘাঁটির বিভিন্ন দেয়ালের সাথে সাথে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্যও লুটিয়ে পড়ে।

এদিকে পর পর ২টি শক্তিশালী ইস্তেশহাদী হামলার পর ঘাঁটির ভিতরে তীব্র লড়াই শুরু হয়। কেননা বাহিরে অপেক্ষমান অন্যান্য ইনগিমাসী মুজাহিদগণও বিস্ফোরণের পর তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। এসময় তাঁরা বোমা বিস্ফোরণের হাত থেকে বেঁচে চাওয়া অবশিষ্ট সৈন্যদের হত্যা করতে থাকেন। এতে আরও অনেক সৈন্য নিহত হয়। তবে কিছু সৈন্য ইঁদুরের মতো ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে এবারকার মতো বেঁচে যায়।

এদিকে অভিযান চলাকালে গাদ্দার বাহিনীকে সহায়তা করতে আসা একাধিক কনভয়ে এদিন রকেট হামলা চালান মুজাহিদগণ। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়।

অবশেষে মুজাহিদগণ তাদের অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেন এবং কোন হতাহত ছাড়াই তাঁরা নিরাপদে ফিরে আসেন। তবে ফিরার আগে মুজাহিদগণ সামরিক স্থাপনা, শত্রুদের অনেক সাঁজোয়া যান এবং সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করেন। যাতে করে পরবর্তীতে এসব সরঞ্জাম গাদ্দার-কুফফার সম্মিলিত বাহিনী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে।

উল্লেখ্য যে, হামলার পরও আশপাশে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তখন রাশিয়ার Mi-24 সামরিক হেলিকপ্টারগুলো উম্মাহর ঐ গাদ্দার সেনাদের উদ্ধার করতে ওই অঞ্চলে উড়তে থাকে, যারা সামান্য দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য নিজেদের ও জাতির মা-বোন আর শিশুদের ভবিষ্যৎ অবিশ্বাসী শত্রুদের হাতে তুলে দেয়, আর নিজেরা মান-মরিয়াদা ভুলে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের গোলামি করতে থাকে। অপরদিকে মুজাহিদরা তাদের পরিবার-পরিজন ভুলে নিজেদের জান-মাল কুরবান করতে থাকেন উম্মাহকে মুক্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, আল্লাহর ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার মহান জান্নাত লাভের জন্য।

এদিকে জান্তা প্রশাসন তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের তথ্য গোপন করতে ঘোষণা করে যে, এই অভিযানের সময় তাদের মাত্র ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে তাদের ৮ সেনাকে বন্দী করে নিয়ে গেছেন মুজাহিদগণ। তবে স্থানীয় সূত্র জানায় যে, আল-কায়েদা যোদ্ধাদের বরকতময়ী এই অভিযানে মালিয়ান বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ধারণার চাইতেও অনেক বেশি ছিল।

বরকতময় এই অভিযানের পর গত ২৭ জুলাই জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুখপাত্র ঘোষণা করেছেন যে, **তাঁদের বীর যোদ্ধারা খুব শীগ্রই রাজধানী বামাকো অবরোধ করতে যাচ্ছেন**। আর এই অবরোধের আগ পর্যন্ত দেশ জুড়ে আরও বড় বড় সফল অভিযান চালানো হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

উইঘুরদের পক্ষ নেওয়ায় এক অমুসলিম এক্টিভিস্টেকে সাত বছরের কারাদণ্ড

ড্রিউ পাভলৌ, একজন সাধারণ এবং নিরীহ মানবাধিকার কর্মী। বছরের পর বছর ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উইঘুরদের ওপর করে আসা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ছিলেন তিনি। তবে এই সোচ্চার থাকাটাই এখন কাল হয়ে দাঁড়ালো তার জন্য।

সম্প্রতি বোমা হামলা করার হুমকি দিয়ে একটি ইমেইল করার মিথ্যা অভিযোগে তাকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ব্রিটিশ আদালত। চীনা দূতাবাসের চাপেই মূলত এমনটি করেছে তারা। অথচ এই ব্রিটিশ ও পশ্চিমারাই আবার মানবতার মিথ্যা বুলি আওড়ায়। মানবতা ও নারী অধিকার রক্ষা করার নাম করে তারা আফগান-সোমালিয়ায় বমা মেরে শত-সহস্র মুসলিম নারী-শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করে, গ্রামের পর গ্রাম উজার করে দেয়; পূর্ব তুর্কিস্তানে উইঘুর মুসলিমদের উপর বর্বর চীনা হানদের পাশবিক জুলুমকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। মুসলিমরা তাহলে কি তাদের কথিত মানবাধিকারের সংজ্ঞার বাইরের কোন সম্প্রদায়?

যাইহোক, টুইটারে একটি বার্তায় পাভলৌ লিখেছেন-

"আমি একজন শান্তিপূর্ণ মানবাধিকার কর্মী, যার বিরুদ্ধে সাত বছরের কারাদণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। কারণ চীনা দূতাবাস ব্রিটিশ পুলিশকে রিপোর্ট করেছে যে, আমি একজন সন্ত্রাসী। আমাকে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে একটি ইমেইল করার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। এমন কাজ যদি তারা আমার সাথে করতে পারে, তবে যে কারও সাথে তারা এটি করতে পারে।"

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যপারে বলছেন, পৃথিবীর সকল মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষের এখন উচিত সারা বিশ্বে মুসলিমদের ওপর চলমান অত্যাচার-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। আর মুসলিমদের কর্তব্য হল দ্বিমুখী পশ্চিমাদের প্রকৃত চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে এনে মানবতার এই আসল শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন করা, এবং তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে নিজেদের সেই সাথে বিশ্ব-মানবতার প্রকৃত মুক্তির ব্যবস্থা করা।

তথ্যসূত্র :

----

1. I'm a peaceful human rights activist facing charges... - https://tinyurl.com/mps4zrrr

---

ঘড়ি চুরির মিথ্যে অভিযোগে হিন্দু শিক্ষকদের পিটুনিতে মুসলিম ছাত্র খুন

ভারতের উত্তরপ্রদেশের কনৌজের মাদাইয়া গ্রামে ১৫ বছর বয়সী এক মুসলিম ছেলে। সে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হতে গিয়েছিল। তাকে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে তিন হিন্দু শিক্ষক পিটিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে। খুনের বৈধতা দিতে তার উপর একটি ঘড়ি চুরি করার অভিযোগ এনেছে শিক্ষক নামধারী ঐ বর্বর নরপশুরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চিবরামাউ কোতোয়ালির কাসাভা চৌকি এলাকার পশ্চিম মাদাইয়া গ্রামের বাসিন্দা দিলশান ২৩ শে জুলাই রামলীলা ময়দানের আরএস ইন্টার কলেজে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যায়। মুসলিম ছাত্রটির পিতা বলেছেন, শিবকুমার যাদব নামে এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী শিক্ষক দিলশানের বাবাকে ফোন করে এবং তার উপর একটি ঘড়ি চুরি করার অভিযোগ করে।

অভিযোগ আনার পর সেই হিন্দুত্বাবাদী এবং তার সহকর্মী শিক্ষক প্রভাকর এবং বিবেক যাদব মুসলিম ছাত্রটিকে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে নির্দয়ভাবে মারধর করে। মারাত্মক পিটুনির কারণে গত ২৫ জুলাই মঙ্গলবার দিলশান ওরফে রাজা কানপুরের একটি হাসপাতালে মারা যান।

এমন তুচ্ছ সব কারণ দেখিয়েই হিন্দুত্ববাদীরা দিনে-দুপুরে মুসলিমদের খুন করছে। মুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা যেন হিন্দুত্ববাদীদের ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ইচ্ছা করলেই কাউকে জখম করছে কিংবা খুন করছে, মালামাল ধ্বংস করছে বা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলিম নিধনে সকল ক্ষেত্রেই তারা তাদের কাজকে জায়েজ করার জন্য নানান অযৌক্তিক অজুহাত দাড় করাচ্ছে। পরে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এসে আবার তাদের এসব ভিত্তিহীন দাবির পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপরেই চড়াও হচ্ছে, তাদেরকে গ্রেফতার-গুম-খুন করছে।

ভারত-বাংলাদেশ সর্বত্রই যেন মুসলিম নিধনের এই জঘন্য খেলায় মেতেছে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তি ও তাদের দেশি-বিদেশি দোসরেরা। এলক্ষ্যে তারা এমনকি নবী-অবমাননার মত জঘন্য কাজের আশ্রয় পর্যন্ত নিচ্ছে, যাতে করে, মুসলিমদের ক্ষেপিয়ে মাঠে নামিয়ে হত্যাযজ্ঞ কায়েম করা যায়, আর এর সঠিক অজুহাতও যেন দাড় করানো যায়।

উগ্র হিন্দুরা এসব দুঃসাহস একমাত্র এই কারণেই করতে পারছে যে, দশকের পর দশকের ষড়যন্ত্র-গাদ্দারি আর তন্ত্র-মন্ত্রে আটকে থেকে মুসলিমরা আজ সকল ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অপরদিকে মুসলিমদেরকে কথিত অসাম্প্রদায়িকতা আর প্রগতিশীলতার নামে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দুর্বল ও বিভক্ত করে হিন্দুত্ববাদীরা পর্দার আড়ালে ব্যাপক শক্তি সঞ্চার করেছে। গোটা উপমহাদেশে তীব্র উত্থান ঘটেছে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির। তাই ইসলামি বিশ্লেষকগণ মুসলিমদেরকে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে নববী মানহাজ অনুযায়ী সময়োপযোগী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim student beaten to death by teachers for ‘stealing’ watch - https://tinyurl.com/yrza9cr5

তীর্থ-যাত্রায় ধর্ম অবমাননা : নবীজি ﷺ ও মইনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে গালি

হিন্দুত্ববাদীরা এখন হিন্দু ধর্মটাকেই ইসলাম-বিদ্বেষী ধর্মে পরিণত করেছে। হিন্দু মানেই যেন ইসলামকে গালি দিতে হবে, নবীজি ﷺ-কে কটূক্তি করতে হবে অথবা কোন মনিষীকে গালিগালাজ করতে হবে; এটা যেন তাদের ধর্মের অংশে পরিণত হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হরিদ্বারে তীর্থ-যাত্রা বা কান্নোর যাত্রা শুরু করে একদল লোক, যেটাকে অনেক পবিত্র মনে করে হিন্দুরা। কিন্তু গত ২৪ জুলাই এই তীর্থযাত্রার নামেই এখন তারা পথসভা করে প্রিয়নবী ﷺ-কে গালিগালাজ করছে, ভারতে ইসলাম প্রসারের নেপথ্য কারিগরদের একজন মইনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে গালিগালাজ করছে, তাদেরকে ধর্ষক সহ আরও অবমাননাকর ও কুরুচিপূর্ণ শব্দবাণে জর্জরিত করছে। আবু জেহেল ও লাহাবের মত ইসলামের ঘোরতর শত্রুরাও যে নবীর চরিত্র নিয়ে কোন কথা বলতে পারেনি, আজ এই গো-মূত্রপায়ীরা সেই মহান নবীর চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি উগ্র হিন্দুদের অন্তরের ঘৃণা ও জিঘাংসা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তারা যেকোন মূল্যে মুসলিমদের আবেগ উস্কে দিয়ে তাদেরকে মাঠে নামিয়ে তাদেরকেই দোষী বানিয়ে গণহত্যা শুরু করে দিতে চাইছে; কল্পিত রামরাজ্য অখণ্ড-ভারত প্রতিষ্ঠায় তাদের যেন আর তর সইছে না। এজন্য তারা নবী-অবমাননার জঘন্য পথকেই বেছে নিয়েছে, নবীজি ﷺ-এর প্রতি অন্তরের সব বিদ্বেষ ঢেলে দিচ্ছে তারা, নবীজির নামে কুৎসা রটাচ্ছে, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে। তা না-হলে কথিত তীর্থ-যাত্রার মিছিল থেকে কেন প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরিদেরকে নিয়ে তাদের কুৎসা প্রচার করতে হবে, এর আর কি কারণ থাকতে পারে?

সাথে সাথে এটাও আমাদেরকে আমলে নিতে হবে যে, হিন্দুত্ববাদী প্রসাশন এই অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো নেয়ই না, বরং মুসলিমরা এমন জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করলে তারা উল্টো মুসলিমদের প্রতিই চড়াও হয়; গুম-গ্রেফতার এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে। বাংলাদেশেও আমরা একই চিত্র লক্ষ্য করি, ইসলাম-বিদ্বেষ ও মুসলিম নিধনের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেন একই সূত্রে একই স্ক্রিপ্টে এগিয়ে যাচ্ছে, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে রয়েছে ব্যাপকভিত্তিক মুসলিম গণহত্যা ও ইসলাম নির্মূল। মুসলিমরা এখনি সচেতন না হলে বা এখনি যথাযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে না তুললে এর শেষটা হতে পারে শুধুই মুসলিমদের রক্তে- এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

হক্কানী উলামায়ে কেরাম আসন্ন গণহত্যার ব্যাপারে উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে অনেক আগে থেকেই সতর্ক করে আসছেন। এখন তো পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিমদেরকে হয় নিজের মুসলিমিয়াত ত্যাগ করতে হবে, নাহয় উগ্র হিন্দুদের হাতে মরতে হবে। এমন পরিস্থিতে তাই সাত-পাঁচ না ভেবে মুসলিমদেরকে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে বলেছেন তাঁরা, সেই সাথে নবী অবমাননার বিরুদ্ধেও নিতে হবে কোঠর পদক্ষেপ। এছাড়া মুসলিমদের সামনে কোন বিকল্প পথ খোলা নেই বলেই মনে করছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র :

----

1. This was supposed to be a religious yatra but all you hear is disgusting, derogatory and inflammatory speeches against our Prophet SAW and our Saints. - https://tinyurl.com/2p8t8s89

2. https://tinyurl.com/mr3ejrwr

২৭শে জুলাই, ২০২২

'পশ্চিমাদের ইসলাম বিরোধী প্রস্তাব মানা হবে না'- সাফ জানিয়ে দিলেন তালিবান

আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে জালেমদের হাত থেকে আফগান ভূমি মুক্ত করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। পশ্চিমারা আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গেলেও কূটনৈতিভাবে তালেবানের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাখতে চায়। তাদের রিজার্ভ আটকে দিয়ে আফগানে কৃত্রিম সংকট তৈরী করেছে। নানা অজুহাত তুলে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করে আফগান জনগণের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তারা জনগণকে তালেবানের উপর ক্ষিপ্ত করে স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অনৈসলামিক বিভিন্ন বিষয় চাপিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু ইসলামি আমিরাত অফ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আরোপিত নানা ধরনের অহেতুক পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়েছেন তালিবানের নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক মন্ত্রী খালিদ হানাফি হাফিজাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত আফগানিস্তান। তবে যদি তাদের প্রস্তাবগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে হয়, তবে সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশ পরিদর্শনের সময় খালিদ হানাফি আরও বলেন, "আমরা আমাদের আইন বাস্তবায়নে শুধু আল্লাহ তাআলা, রাসুল মুহাম্মদ ﷺ, খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবিদের অনুসরণ করি। আমরা ইসলামের পরিপন্থী কোনও কিছু গ্রহণ করি না।" খালিদ হানাফি হাফিজাহুল্লাহ সরকারি কর্মচারীদেরকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী অফিসে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রদেশ–জেলা এবং মন্ত্রকে থাকা সকল কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা উচিত তাদের ইসলামি মূল্যবোধ ও বিধান অনুযায়ী। এ সময় তিনি আরও বলেন, ইসলামি আমিরাত ক্ষমতায় আসার পর আফগান নারীরা শতভাগ হিজাব পরিধান করছেন।

এদিকে গজনির প্রাদেশিক গভর্নর মৌলভি মুহাম্মদ ইসহাক আখুন্দজাদা ইসলামি আমিরাতের জনগণকে সম্মান করার জন্য দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা বিভিন্ন চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে আছেন বা জেলা অফিসসহ অন্যান্য বিভাগে দায়িত্বরত, তাদের উচিত জনগণের সমস্যার সমাধান করা।

তথ্যসূত্র:

----

1. the-taliban-refused-to-accept-the-anti-islam-proposal - https://tinyurl.com/2p8wkp3e

---

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান : খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর কাছ থেকে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ চেয়েছে বাংলাদেশ। বৈদেশিক ঋণের টাকা প্রদান, দেশের বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য তহবিল চেয়ে আবেদন করেছে দেশের অর্থ মন্ত্রণালয়।

সম্প্রতি ডলার সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিলাসবহুল পণ্য, ফলমূল, নন-সিরিয়াল খাবার এবং টিনজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার একটি নীতিমালা ঘোষণা করেছে।

চলতি বছরের ২০শে জুলাই পর্যন্ত ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৯.৬৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে- যা দিয়ে খুব বেশি হলে আগামী পাঁচ মাসের কিছু বেশি সময়ের জন্য আমদানি খরচ মেটানো যাবে। অথচ মাত্র এক বছর আগেই দেশে রিজার্ভের পরিমাণ ছিলো ৪৫.৫ বিলিয়ন ডলার।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, গত জুনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্স ৫ শতাংশ কমে ১.৮৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে করোনা মহামারীকে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গত তিন মাসে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার মান কার্যকরভাবে প্রায় ২০ শতাংশ কমে গেছে। স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন দেশের আর্থিক অবস্থাকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ১৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

ইউক্রেনে রুশ হামলার পর আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ 'সংকটে' পড়েছে বলে জানিয়েছে জুনিয়র পরিকল্পনামন্ত্রী শামসুল আলম। "আমাদের পেমেন্টের ভারসাম্য নেতিবাচক অঞ্চলে রয়েছে। আমাদের বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে হবে," বলে জানায় সে।

বর্তমান এই আর্থিক দুরবস্থা কাটানোর অন্যতম একটি কৌশল হিসেবে সরকার এখন সারা দেশের দৈনিক ১-২ ঘন্টা বিদ্যুৎ বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। যদিও দেশের অনেক জায়গায় প্রায় ১৩ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকার ঘটনাও শোনা গিয়েছে। আর এই কৌশলের অংশ হিসেবে মুসলিমদের মসজিদকে টার্গেট করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালাল সরকার। সারা দেশের হাজার হাজার মসজিদকে বিদ্যুৎ গ্রিডের উপর চাপ কমাতে এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহার হ্রাস করতে বলা হয়েছে।

এছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভূতপূর্ব বন্যার কারণে বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়িঘর প্লাবিত হয়েছে এবং এর ফলে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য পুরোপুরি ভাবে দায়ী দেশের হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালাল সরকার। নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, পরিকল্পনাহীন কর্মপন্থা, অপ্রয়োজনীয় মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন, জন্মদিন পালনের নামে অপব্যয়, দুর্নীতি, সুদি ব্যবসার প্রভাব - সবকিছু মিলিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে একেবারে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছে এই দালাল সরকার। তাই এর থেকে উত্তরণের পথ একটাই- আর তা হলো প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে হটিয়ে দেশে ইসলামি অর্থনীতি চালু করা। আর তা শুধুমাত্র সম্ভব দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমেই-বলেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Bangladesh seeks $4.5bn IMF loan as forex reserves shrink: Report - https://tinyurl.com/p25a3uhr

---

কারণ ছাড়াই মুসলিম সাংবাদিকদের বিদেশ ভ্রমনে হিন্দুত্ববাদীদের নিষেধাজ্ঞা

কাশ্মীরি মুসলিম সাংবাদিক আকাশ হাসান। হিন্দুত্ববাদীরা কোন কারণ ছাড়াই তাকে বিদেশ ভ্রমনে বাধা দিয়েছে। কিছুদিন আগে পুলিৎজার বিজয়ী কাশ্মীরি ফটোসাংবাদিক সান্না ইরশাদ মাট্টুকে বিদেশ ভ্রমণে বাধা দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এবার সাংবাদিক আকাশ হাসানকে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফ্লাইটে উঠতে বাধা দেয় তারা।

গত ২৬ জুলাই মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বিমানবন্দরে পৌঁছার পর হাসান তার বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করেন। ইমিগ্রেশনের দিকে যাওয়ার সময় তার পাসপোর্ট চেক করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এবং তাকে সামনে যেতে বাধা দেয়।

কাশ্মীরি সাংবাদিক আকাশ হাসান বলেছেন, "আমাকে প্রথমে বলা হয়েছিল যে আমার পাসপোর্টে কিছু সমস্যা আছে। আমাকে সেখানে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। যখন এয়ারলাইন কর্মীরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে আসে, তখন তাদের বিমান থেকে আমার লাগেজ নামিয়ে ফেলতে বলা হয়। ইতিমধ্যে তাকে অহেতুক প্রশ্ন, পরিবার এবং পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে হয়রানি করা হতে থাকে। অভিবাসন কর্মকর্তারা তার বোর্ডিং পাস এবং পাসপোর্টে স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেয় - "পূর্ব ঘোসণা ছাড়া বাতিল করা হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন, "আইজিআই বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা আমাকে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে একটি ফ্লাইটে উঠতে বাধা দেয়। আমি সেদেশের বর্তমান সংকট সম্পর্কে রিপোর্ট করতে যাচ্ছিলাম। অভিবাসন কর্মকর্তারা আমার পাসপোর্ট, বোর্ডিং পাস নিয়ে আমাকে একটি ঘরে বসিয়ে রাখে।"

এ দীর্ঘ সময় হিন্দুত্ববাদীরা তাকে পানিও খেতে দেয়নি। প্রায় পাঁচ ঘন্টা পরে, হাসান নিশ্চিত হয়ে যান হিন্দুত্ববাদীরা তাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে অনুমতি দিবে না। তাই তিনি এ বিষয়ে একটি টুইট করে স্ট্যাম্প সহ তার বোর্ডিং পাসের একটি ছবিও আপলোড করেছিলেন।

আরেকটি টুইটে হাসান বলেছেন, হিন্দুত্ববাদী অফিসাররা তাকে চলে যেতে কলেছে। কারণ জানতে চাইলে, অফিসাররা জবাব দেয় - আমরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তারা (উচ্চতর ব্যক্তিরা) বলেছে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে না। সাংবাদিক হাসান, যিনি প্রায়শই গার্ডিয়ানের মতো আন্তর্জাতিক মিডিয়া সংস্থাগুলিতে কাজ করেন, তিনি কলাম, গল্প, রিপোর্ট করতে বিদেশ ভ্রমণের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছিলেন। তবে তিনি কাশ্মীরি মুসলিম সাংবাদিক হওয়ায় তাকে বিদেম ভ্রমনে বাধা দেওয়া হয়েছে।

কিছুদিন আগেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বরাত দিয়ে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ সানা মাট্টুকে বিদেশে ভ্রমণে নিষেধ করে। মাট্টু একটি বই লঞ্চ ইভেন্টে যোগ দিতে এবং একটি ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশ নিতে প্যারিসে যাচ্ছিলেন। পরে তাকে দিল্লি বিমানবন্দরে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়।

২০১৯ সালে আরেক প্রবীণ কাশ্মীরি সাংবাদিক গওহর গিলানিকে দিল্লি বিমানবন্দরে জার্মানিতে সাংবাদিকদের সম্মেলনে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, এবং অভিযোগ করা হয়েছিল যে নিষেধাজ্ঞার জন্য তাকে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।

এর আগে, ভারতীয় সাংবাদিক রানা আইয়ুবকেও মুম্বাই বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা জারি করা লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) এর ভিত্তিতে বাধা দিয়েছিল।

হাসান বলেন, "এমনকি আমার বিরুদ্ধে এমন কোনও বিচারাধীন মামলা নেই যা এইরকম কিছু হতে পারে। এটি স্পষ্টতই সাংবাদিকদের ভয় দেখানো এবং হয়রানির আরেকটি উপায়।...এখন তারা আমাদের কাজ করতেও বাধা দিচ্ছে। তারা আমাদের ক্রমবর্ধমান এবং আমাদের কর্মজীবনের সুযোগগুলি প্রসারিত না করে বন্ধ করে দিচ্ছে।"

যে কোনও সাংবাদিকের জন্য ভ্রমণ একটি অপরিহার্য অংশ। তা ছাড়াও, ভ্রমণ মানুষের মৌলিক অধিকার।

হাসান বিশ্বাস করেন যে, এই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র তার উপর নয়, অন্যান্য মুসলিম সাংবাদিকদের উপরও ক্যারিয়ারের সুযোগ অন্বেষণ থেকে মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। "এখন আমার মাথার সমস্ত কাজ শূন্য হয়ে যাচ্ছে যে, আমার উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটি আমার বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে এবং এটি সম্ভবত আমার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করবে।"

হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম বিদ্বেষের কারণেই মুসলিমদের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হয়রানি করে। যদিও তারা মিডিয়ায় বিশ্ববাসির সামনে সকলের সমান অধিকারের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের কোন অধিকার নেই।

তথ্যসূত্র:

----

1. Kashmiri Journalist Aakash Hassan Stopped From Boarding Flight to Sri Lanka - https://tinyurl.com/2jap8vjk

2. Another Kashmiri journalist gets banned from travelling abroad - https://tinyurl.com/2p8bb8sz

---

টোগো || আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৫৫ শত্রু সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ টোগোতে একইদিনে ৫টি এলাকায় সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ২৫ শত্রু সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৪ জুলাই ছিলো টোগিয়ান সেনাবাহিনীর জন্য এক কালো অধ্যায়ের সবচাইতে দুর্বিষহ দিন। কেননা এদিন দেশটির কুফ্ফার সেনাবাহিনীর ৫টি অবস্থানে একযোগে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালান আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর মুজাহিদগণ।

দিনের আলো অস্তমিত হলে যখন চতুর্দিক রাতের কালো আধারে ছেয়ে যায়, তখন মুজাহিদগণও টোগোর সামরিক বাহিনির উপর রাত নামিয়ে আনেন, একযোগে হামলা চালাতে শুরু করেন তারা ও ৫ ঘাঁটিতে। প্রাথমিক তথ্য মতে, মুজাহিদদের অতর্কিত এই হামলায় ইসলামের শত্রু অমুসলিম টোগো বাহিনীর অন্তত ২৫ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এই রাতের হামলায় আহত হয়েছে আরও ৩০ এরও বেশি অমুসলিম শত্রুসেনা।

এদিকে আল-কায়েদার বীর যোদ্ধাদের হাতে টোগো সামরিক বাহিনী নিজেদের শোচনীয় পরাজয় ঢাকতে নানারকম অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েছে।

জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) কর্তৃক পরিচালিত বরকতময় এই হামলাগুলো টোগোর উত্তর সীমান্তের কেপেন্বলি, ব্লামোঙ্গা, লালাবিগা এবং সউগতাঙ্গু এলাকায় অবস্থিত সামরিক চেকপোস্টগুলো লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই অভিযানে মাঝারি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেন। নিজেদের মধ্যে কোন হতাহত ছাড়াই অতর্কিত এই অভিযানটি প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যেই সমাপ্ত করেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, এর আগে গত মে মাসে প্রকাশ্যে অফিসিয়াল ঘোষণা করে টোগোতে অভিযান শুরু করেন 'জেএনআইএম'এর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। সে মাসে মুজাহিদের এক হামলাতেই টোগোলিজ সেনাবাহিনীর কমপক্ষে ৮ সেনা নিহত এবং আরও ১৩ সেনা সদস্য আহত হয়।

২৬শে জুলাই, ২০২২

বাংলাদেশ-পাকিস্তান নিয়ে অখণ্ড ভারত নির্মাণের কথা জানালো হরিয়ানার হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী

হিন্দুত্ববাদীরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দখল করে অখণ্ড ভারতে রাম রাজত্ব বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাজকে মানুষের সামনে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরার কৌশল হিসেবে কিছুদিন পরপর হিন্দুত্ববাদীরা এবিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে।

এবার ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ হরিয়ানার হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাত্তার মন্তব্য করেছে, পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানির এক হয়ে যাওয়ার মতো বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানকেও ভারতের সাথে মিলিয়ে এক করা যাবে। তার মতে, ভারতের সাথে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের একীভূত হয়ে যাওয়া সম্ভব। যেমনটা হয়েছিল পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানির ক্ষেত্রে। গতকাল ২৫ জুলাই সোমবার গুরুগ্রামে বিজেপির জাতীয় সংখ্যালঘু মোর্চার তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সে এসব উসকানিমূলক মন্তব্য করেছে।

ইতিপূর্বেও আরো বহু হিন্দুত্ববাদী অখণ্ড ভারতে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। কোন রাখঢাখ না রেখেই ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সংঘচালক মোহন ভাগবত অখণ্ড ভারত তৈরীর ঘোষণা দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী মোহন ভাগবত বলেছিল, 'আর মাত্র ১৫ বছর। তার পরই তৈরি হবে অখণ্ড ভারত। আর যারা এর মাঝে আসবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।' তার জবাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল শিবসেনা'র নেতা সঞ্জয় রাউতি বলেছে, 'সবাই আপনাদের সাথে আছে। কিন্তু ১৫ বছর নয়, ১৫ দিনে অখণ্ড ভারত বানান।' ভাগবতের আরো দাবি, অখণ্ড ভারত বানানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। সে বাঁশি বাজিয়ে বাকিদেরও ডাকছে। এখন আর ভারতকে আটকানো সম্ভব নয়।

এভাবেই প্রকাশ্যে মুসলিম নির্মূল ও অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে উগ্র হিন্দু নেতারা মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, মুসলিমরা যদি এখনো সচেতন না হোন, কিংবা নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ফিকির শুরু না করেন, তাহলে হয়তো তাদেরকেও সাক্ষী হতে হবে রক্তাক্ত এক নিকট ভবিষ্যৎ-এর।

তথ্যসূত্র :

১। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভারতের সাথে যুক্ত হতে পারে : হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী- https://tinyurl.com/5hxdtauk

২। ১৫ বছরের মধ্যেই অখণ্ড ভারত, বাধা দিলে কঠিন পরিণতি! – https://tinyurl.com/yjahsrtb

---

ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডের ৭টি শহরে একযোগে হামলা চালাচ্ছে আল-কায়েদা

গতকাল ৬ষ্ঠ দিনের মতো ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এতে বহু ইথিওপিয়ান ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র মতে, গতকাল ২৫ জুলাই ইথিওপিয়ায় আল-কায়েদার হামলার ৬ষ্ঠ দিন ছিলো। এদিনও ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডের ৭টি এবং ইথিওপিয়া সীমান্তের সোমালিয়ার ৫টি শহরে একযোগে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। ৬ দিনের তীব্র এই লড়াইয়ে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ এখন পর্যন্ত ইথিওপিয়ান বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত ৫টি শহরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

আঞ্চলিক সূত্র মতে, আশ-শাবাব মুজাহিদিন ইথিওপিয়া অভিযানের তৃতীয় দিনেই দেশটির মূল ভূখণ্ডের ১৫০ কি.মি ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। যেখানে আশ-শাবাবের প্রথম ২ দিনের হামলাতেই ৬ কমান্ডার ও কর্ণেল সহ ২৫০ এরও বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়। এবং আরও বহু সংখ্যক সৈন্য আহত হয়। তৃতীয় দিনের হামলায় আরও ৫ কমান্ডার ও ২ কর্ণেল সহ অসংখ্য ইথিওপিয়ান সৈন্য হতাহত হয়। এদিকে আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র প্রথম দিনের বিকাল বেলায় পরিচালিত হামলা সম্পর্কে জানায় যে, ঐদিনের হামলায় মুজাহিদদের হাতে ৮৭ ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

যাইহোক, গতকাল ২৫ জুলাই ছিলো ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডে আশ-শাবাবের হামলার ৬ষ্ঠ দিন। আঞ্চলিক সূত্র মতে, এদিনও মুজাহিদদের হামলায় শতাধিক ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। বর্তমানে আশ-শাবাব যোদ্ধারা ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডের আরও ভিতরে ঢুকছেন। আশ-শাবাবের অভিযান ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডে যুক্ত ওগাডেন রাজ্যের অধিকাংশ শহরে পুরোপুরিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে ইথিওপিয়া পন্থী কিছু গণমাধ্যম ভূয়া ভিডিও প্রচারের মাধ্যমে দাবি করছে যে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে ইথিওপিয়ান সেনাদের কাছে "আত্মসমর্পণ" এবং অস্ত্র জমা দিচ্ছি। যেসব ভিডিওতে দেখা যায়, জীর্ণশীর্ণ শরীর ও বৃদ্ধ বয়সী কয়েকজন কথিত আত্মসমর্পণকারী সাধারণ লুঙ্গী ও গেঞ্জি গায়ে আত্মসমর্পণ করছে।

অপরদিকে আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্রগুলোতে প্রকাশিত ভিডিও ও ফুটেজগুলোতে দেখা যায় যে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করছেন। যাদের সবাই যুবক এবং সবার শরীরে সামরিক পোশাক ও অত্যাধুনিক ভারী অস্ত্র।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে আরও জানা গেছে, আশ-শাবাব যোদ্ধাদের বিজয় অভিযান রুখতে ওগাডেন সীমান্তে নতুন করে আরও ১ হাজার সেনা পাঠিয়েছে ইথিওপিয়া। যেখানে পূর্ব থেকেই মোতায়েন করা আছে ৪ হাজার সেনা। এই বাহিনীর সাথে আছে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক ও ভারী সব অস্ত্র।

স্থানীয়দের মতে, ইথিওপিয়ার এই বিশাল বাহিনীর বিপরীতে যুদ্ধের জন্য নতুন করে সোমালিয়ার সীমান্ত পার হয়েছে প্রায় ২০০ আশ-শাবাব যোদ্ধাকে।

উল্লেখ্য যে, ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত ওগাডেন রাজ্য অতীতে বৃহত্তর সোমালিয়ার অংশ ছিলো। বর্তমানে এটিকে ৩টি পৃথক রাজ্যে ভাগ করেছে ইথিওপিয়া। আর এই রাজ্যগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা সোমালিয়ার মূল ভূখণ্ডকে বিভক্ত করার লক্ষ্যে খৃষ্টান প্রধান দেশ ইথিওপিয়ার কাছে হস্তান্তর করে।

অতীতে বৃহত্তর সোমালিয়ার ম্যাপ
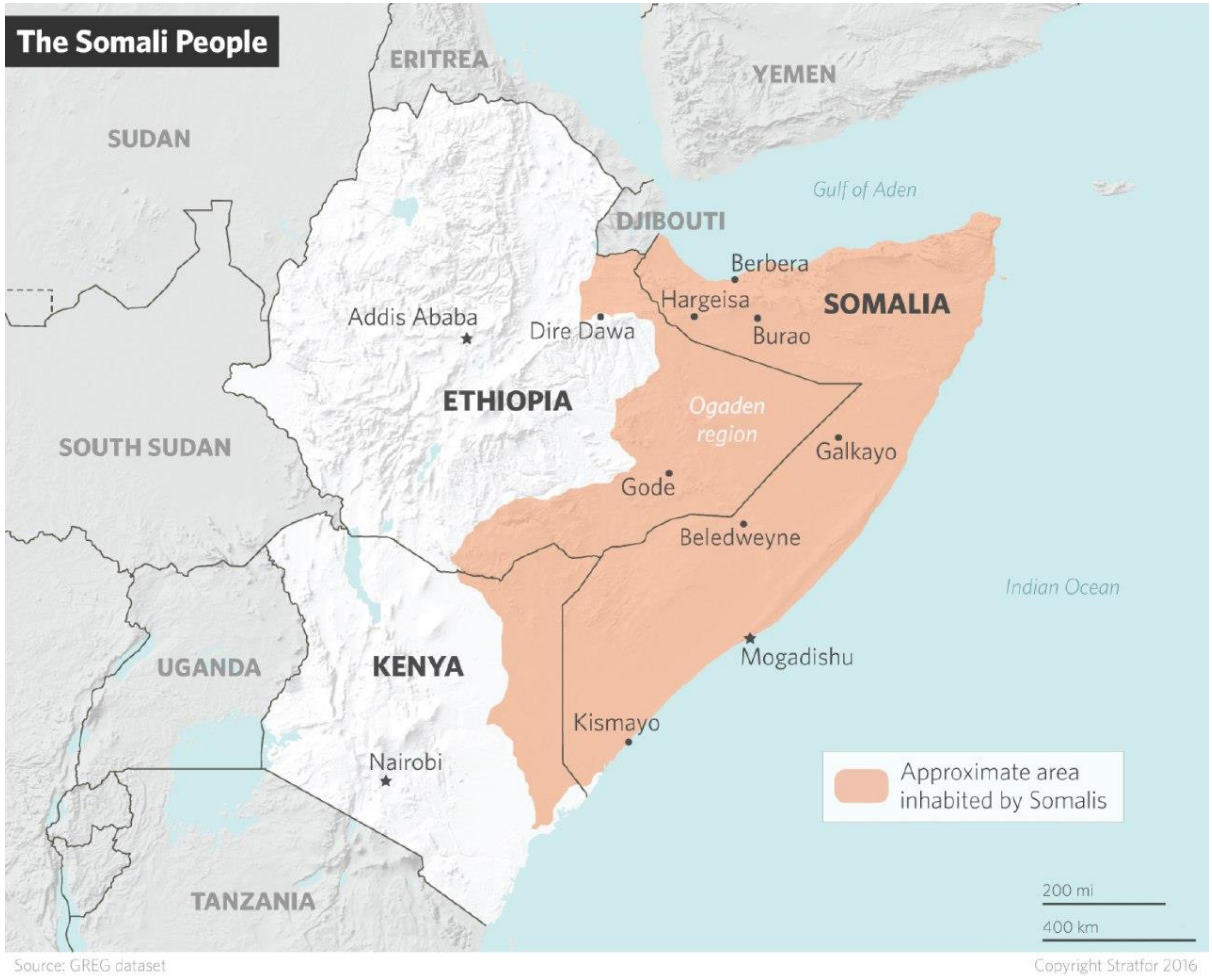
আশ-শাবাবের সাম্প্রতিক এই অভিযানের ফলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আশ-শাবাব পূণরায় উপরোক্ত রাজ্যগুলোকে সোমালিয়ার মূল ভূখণ্ডে যুক্ত করার অভিপ্রায় নিয়ে লড়াই করছে। সেই সাথে সোমালিয়ায় ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠার পর যেনো ২০০৬ এর যুদ্ধের পূণরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য আগেই ইথিওপিয়াকে দূর্বল এবং নিজ ভূখন্ডে ব্যস্ত রাখতে চায় আশ-শাবাব।

এদিকে আশ-শাবাব যোদ্ধাদের দ্বারা হামলার শিকার ইথিওপিয়ার এলাকাগুলি বৃহত্তর সোমালিয়ার অংশ হওয়ায়, সাধারণ সোমালি জনগণও ইথিওপিয়ার সীমানার মধ্যে আশ-শাবাবের এই আক্রমণকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি আফ্রিকান ও পশ্চিমা ক্রুসেডারদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পরার অবস্থা। পূর্ব আফ্রিকা ঘিরে তাদের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত যে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে, নতুন উদ্ভুত পরিস্থিতি পৃথিবীবাসির সামনে সেতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

ব্রেকিং নিউজ || আল-কায়েদার দুর্দান্ত হামলায় আরেকটি শহরের পতন : ২২ বুরকিনান সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে ২টি বীরত্বপূর্ণ পৃথক অভিযান পরিচালনা করছেন ইসলামি প্রধিরোধ যোদ্ধারা। এতে ১৭ গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গতকাল ২৫ জুলাই সোমবার সকালে বুরকিনা ফাঁসোর সোম প্রদেশের "কেল্লো" সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি ভারী আক্রমণ চালানো হয়েছে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' এর যোদ্ধারা মোটরবাইকে চড়ে হাতে বহনযোগ্য অস্ত্র দ্বারা সেনাদের টার্গেট করে গুলি ছুড়তে শুরু করেন। এই হামলা আধঘন্টার অধিক সময় ধরে চলতে থাকে।

বুরকিনান সেনাবাহিনী দাবি করে যে, তাদের সেনারা নাকি আক্রমণটি প্রতিহত করতে পেরেছে, ফলে হামলাকারীরা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে! তবে সামরিক বাহিনী নিজেদের বড় ক্ষতির কথা ঢাকতে স্বীকার করে যে, ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ৫ সেনা নিহত এবং আরও ৯ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

এর আগে গত ১০ জুলাই সকালে, বুরকিনা ফাঁসোর বারসালোগুহ শহর ঘেরাও করেন মুজাহিদগণ। যেখানে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে শহরটি অবরোধ করেন মুজাহিদগণ। এরপর শহরের ভিতরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা গাদ্দার বুরকিনান সেনাদের টার্গেট করে গুলি চালাতে থাকেন তাঁরা। এসময় ১২ বুরকিনান সেনাকে গুলি করে হত্যা করেন মুজাহিদগণ। বাকিরা আহত অবস্থায় শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

এরমধ্য দিয়ে বৃহত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া ইসলামি ইমারাতের অধীনে আরও একটি শহর যুক্ত করলেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুলাই ৩য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/07/26/58182/

২৫শে জুলাই, ২০২২

ইসলাম গ্রহণ করায় বিধবা নারী ও তাঁর কন্যাদের ঘর খালি করতে হিন্দুত্ববাদীদের চাপ

ঘটনাটি নাগপুরের। সেখানের এক বিধবা নারী ও তাঁর দুই কন্যা একমাস আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই "অপরাধে" তাঁদের বাড়ি খালি করতে বলেছে সেখানকার উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন।

ঘটনাসূত্রে জানা যায় যে, সেই বিধবা নারীর স্বামী প্যারালাইজ হয়ে পরবর্তীতে মারা যান। এতে সেই নারী ও তাঁর কন্যাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এমন অবস্থায় এক মুসলিম ব্যবসায়ী তাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। সেই মুসলিম ব্যবসায়ী তাঁর দোকানে তাঁদেরকে জায়গা দেন। পরবর্তীতে সেই বিধবা নারী ও তাঁর কন্যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

সেই মুসলিম ব্যবসায়ী বলেন- "আমাদের মাঝে পারিবারিক বন্ধন রয়েছে, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামের প্রতি কারো গভীর আকর্ষণ জন্মে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইসলাম গ্রহণ করে না।"

উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার পর সেই মুসলিম ব্যবসায়ীকেই দোষারোপ করেছে এলাকাবাসী। এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন সেই এলাকায় গণ-ধর্মান্তরের একটি ভিত্তিহীন প্রোপাগান্ডা শুরু হয়েছে।

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, সেই অসহায় নারী যখন বিপদের মধ্যে ছিলেন, তখন কোন উগ্র হিন্দু তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। কিন্তু একজন মুসলিম ব্যবসায়ী তাঁকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলে এবং সেই ব্যবসায়ীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা ইসলাম কবুল করলে উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে চাপ দিচ্ছে। এটিই মুসলিম এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মাঝে পার্থক্য।

তাঁরা আরও বলছেন, এই হিন্দুত্ববাদীরা আসলে খোদ নিজেদের সম্প্রদায়েরই কল্যান চায় না। তাদের একমাত্র এজেন্ডা হল- সমগ্র ভারত থেকে মুসলিম এবং ইসলাম কে নিশ্চিহ্ন করা। এবং পুরো ভারতকে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Nagpur: Widow, daughters asked to vacate house for embracing Islam - https://tinyurl.com/452nnr26

দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সন্ত্রাসীদের হাতে দুই ফিলিস্তিনি খুন

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ভূমি দখল করে তাদের উপরই পাশবিকতা চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। গতকাল ২৪ জুলাই ২০২২ তারিখে দখলকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুসে হয়রানিমূলক অভিযান চালিয়ে দুই ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করেছে ইসরায়েলি সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী।

ফিলিস্তিনি বার্তাসংস্থা ওয়াফা সূত্রমতে, ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৫ বছর বয়সী মুহাম্মাদ আজিজিকে বুকে গুলি করে খুন করেছে বর্বর ইহুদিরা। আর ২৮ বছর বয়সী আবদুল রহমান জামাল সুলেমান সোবকে মাথায় গুলি করে খুন করে দখলদার বাহিনী। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্টের মতে, ইহুদিদের পাশবিক ঐ হামলায় কমপক্ষে ১২ জন মুসলিম আহত হয়েছেন, যার মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

হুসেইন আল-শেখ নামে একজন সিনিয়র ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা টুইটারে বলেছেন, "এ বর্বর হামলা নাবলুসের পুরানো শহরে দখলদার বাহিনীর আরেকটি সংযোজন। যেখানে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছে। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই।"

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন যে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রতি মানবতার চরম শত্রু ইহুদিদের এরূপ আচরণের পরেও আজ আরব বিশ্ব ইজরাইলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। তাই মুসলিমদের উচিত পশ্চিমা এবং ইহুদিদের এসব দেশীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সেই সাথে নিজেদের মাঝে ঐক্য স্থাপন করা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Two Palestinians killed by Israel in occupied West Bank - https://tinyurl.com/pu2jez7c

---

আল-কায়েদার প্রবল হামলায় ৫ মালিয়ান সেনা নিহত, আহত অন্তত ১৮

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ৫টি অঞ্চলজুড়ে পৃথক হামলার দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী "জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" (JNIM)। স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র মতে, এসব এলাকায় ৪ দিনে (১৭-২০ জুন) মোট ৭টি হামলা চালিয়েছে জেএনআইএম মুজাহিদিন। সরকারি হিসাব মতে, যার ২ টিতেই অন্তত ২৩ সেনা হতাহত হয়েছে।

সম্প্রতি JNIM এর মিডিয়া শাখা 'আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশান' থেকে এসব হামলা সম্পর্কিত একটি বিবৃতি জারি করা হয়। বিবৃতিতে জানানো হয় যে, মুজাহিদরা তাদের উক্ত বীরত্বপূর্ণ অপারেশনগুলো মালির সেগু, ডুয়েন্টজা, কোলোকানি, কোরো এবং সেভারে অঞ্চলে পরিচালনা করেছেন।

দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর দাবি করা তথ্য মতে, গত ২১ জুলাই ২০২২ তারিখ সকাল ৬:৩০ মিনিটের সময় ডুয়েন্টজায় একটি গাড়ী বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এরপর সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধারা সেনাদের টার্গেট করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বরকতময় এই অভিযানে ৩ মালিয়ান সেনা নিহত এবং আরও ১৫ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

বরকতময় এই হামলাটি পূর্বোক্ত এলাকায় অবস্থিত জয়েন্ট ট্যাকটিকাল আর্মস গ্রুপ "ডিবো" এর একটি কমান্ড পোস্টে চালানো হয়েছে। হামলার সময় মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের ৮টি সাঁজোয়া যান সহ অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করেন ও পুড়িয়ে দেন, গনিমত লাভ করেন একটি সাঁজোয়া যান।

এছাড়াও জেএনআইএম কর্তৃক প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, গনিমত হিসেবে পাওয়া সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ম্যাগাজিন, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, ওয়্যারলেস, স্যাটেলাইট সিস্টেম, লাইট ও হেভি মেশিনগান, পিস্তল, বাইনোকুলার সহ আরো অনেক সরঞ্জাম।

এদিকে কোলোকানিতে, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে, গাদ্দার মালিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর জেন্ডারমেরি ব্রিগেডের একটি দলকে লক্ষ্য করেও একযোগে একটটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ২ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ৩ গাদ্দার সেনা আহত হয়। একই সাথে মুজাহিদগণ অনেক সামরিক সরঞ্জাম এবং ৩টি গাড়ি পুড়িয়ে দেন।

অপরদিকে নাইজার নদীর তীরে অবস্থিত বাবু এবং সেগু অঞ্চলে অবস্থিত গাদ্দার সেনাদের ২টি ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যেখানে একযোগে ৫টি মিসাইল দ্বারা শত্রুদের অবস্থানে আঘাত হানেন মুজাহিদগণ। হামলায় শত্রু বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, জেএনআইএম এর বীর মুজাহিদদের এসব বরকতময় হামলার ফলে মুসলিমদের ও দ্বীনের দুশমনরা আরো দূর্বল ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে মহান আল্লাহ তাআ'লা সাহায্য ও অনুগ্রহে দিন দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছেন আল্লাহর রাহের মুজাহিদগণ।

উত্তরপ্রদেশে 'লাভ জিহাদ' মামলায় মুসলিম ব্যবসায়ীকে ফাঁসাতে হিন্দু নারীকে ভাড়া করেছে দুই হিন্দুত্ববাদী

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের কোণঠাসা করতে একের পর এক ষড়যন্ত্র জারি রেখেছে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা। এরই জের ধরে উত্তর প্রদেশের কাসগঞ্জে কথিত 'লাভ জিহাদ' মামলায় একজন মুসলিম ব্যবসায়ীকে

ফাঁসানোর জন্য দিল্লীর এক নারীকে ভাড়া করেছে দুই হিন্দুত্ববাদী। এদের মধ্যে একজন হলো 'বিজেপি যুব শাখার জেলা সহ-সভাপতি'।

২৪ বছর বয়সী সেই হিন্দু নারী উক্ত দুই হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তার অভিযোগ অনুযায়ী উক্ত দুই উগ্র হিন্দু যুবক এক মুসলিম ব্যবসায়ীকে ধর্ষণ ও 'লাভ জিহাদ' মামলায় ফাঁসানোর জন্য তাকে 'নিয়োগ' করেছে।

আমান চৌহান (৩৪) এবং আকাশ সোলাঙ্কি (২৮) নামের ঐ দুই উগ্র হিন্দু যুবক 'রাধা' নামের ওই নারীকে প্রিন্স কুরেশি নামের সেই মুসলিম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে বলে। এরপর রাধা কুরেশির ব্যপারে মিথ্যা অভিযোগ দেয় যে কুরেশি নিজেকে 'মনু গুপ্ত' হিসেবে উপস্থাপন করে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরে বিয়ে না করে তাকে "ধর্ষণ" করেন। তার এই মিথ্যে অভিযোগের পর, মুসলিম ব্যবসায়ী কোরেশির বিরুদ্ধে ১৬ জুলাই আইপিসি ধারা ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৩২৩ (স্বেচ্ছায় আঘাত করা) এবং ৫০৬ (অপরাধীর ভয় দেখানো) এর অধীনে মামলা করা হয়।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন যে, হিন্দুত্ববাদীরা এখন মুসলিমদেরকে আক্রমণ করতে তাদেরই নারীদেরকে ভাড়া করছে, যা খুবই নিম্ন মানসিকতার পরিচায়ক। তাই হিন্দু নারীদের উচিত হবে মুসলিম ও ইসলামের ব্যপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা এবং হিন্দুত্ববাদীদের ঘৃণ্য এজেন্ডা বাস্তবায়নের অংশ হতে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Two men hire Delhi woman to frame Muslim businessman in 'love jihad' case in UP's Kasganj
- https://tinyurl.com/3j8td4hs

আবারও এক ইহুদি নাগরিকের মদিনায় অনুপ্রবেশ, বনু-নাজির গোত্রের জন্য প্রার্থনা

সম্প্রতি এক ইহুদি সাংবাদিক নির্বিঘ্নে পবিত্র মক্কায় ঘুরে বেড়ানোর পর এবার অন্য এক ইহুদি রাব্বি মদিনা ও উহুদ পর্বতে প্রবেশ করে প্রার্থনা করার দাবি করেছে।

বার্তা সংস্থা ডোম (ডকুমেন্টিং অপরেইজন এগেইনস্ট মুসলিম) এর মাধ্যমে জানা যায়, এই ইহুদির নাম জেকব হারজোগ। সে নিজেকে সৌদি আরবের প্রধান রাব্বি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সে মদিনা ও উহুদ পর্বতে প্রার্থনার ছবি আপলোড করেছে।

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে মদিনায় বসবাসকারী বনু নাজির গোত্রের এক ইহুদির জন্যও প্রার্থনা করেছে সে।

উল্লেখ্য যে, গত ২০ জুলাই মক্কায় একজন ইহুদি সাংবাদিকের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে সেই ইহুদি সাংবাদিক বলছে "দ্যা ড্রিম কেম ট্রু" অর্থাৎ "স্বপ্ন সত্যি হলো।" এমনকি সেই সাংবাদিকের মুসলিমদের হজ চলাকালীন আরাফার পাহাড়ে ঘোরার ক্লিপ্সও দেখা যায়।

অনেকেই এখন এই প্রশ্ন তুলছেন যে, পৃথিবীর সবচাইতে বেশি নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমরাও যখন সৌদি প্রশাসনের নজরদারি থেকে বাঁচাতে পারেনি। তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। তাহলে সৌদি সরকার কেন ইহুদিদের গ্রেফতার না করে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে?

সম্প্রতি কথিত উন্নয়নের অযুহাতে পবিত্র নগরীময় সৌদি আরবকে ইউরোপের রং-ঢং এ সাজানোর চেষ্টা করছে ইহুদিদের দালাল সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান। সে পবিত্র ভূমিতে ইসলামি বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে ইউরোপ থেকে নর্তকী এনে উদ্দাম নাচানাচির ব্যবস্থা করেছে। মুসলিম পর্দানশীন নারীদের ঘর থেকে বের হবার ব্যবস্থা করেছে। হক্কানী আলিম উলামাদের গ্রেফতার করে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে আটকে রেখেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা সত্বেও বর্বর ইহুদিদের পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছে। যা মুসলিম জাতির জন্য চরম অবমাননা হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞ আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

------
1. Jacob Herzog, who describes himself as the 'Chief Rabbi of SaudiArabia', posted videos and pictures of himself praying at Mount Uhud and Madina-- https://tinyurl.com/ykfd6dpy

2. Uighur scholar arrested in Saudi Arabia at risk of deportation to China-- https://tinyurl.com/yc6326nz

---

২৪শে জুলাই, ২০২২

জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি নারীকে অপমান, আরবজাতিকে জারজ সন্তান বলে গালি

মুসলিমদের এবং মানবজাতির চরম শত্রু ইহুদীরা এবার একজন মুসলিম ফিলিস্তিনি নারীকে প্রকাশ্যে অপমান করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে দখলকৃত ফিলিস্তিনের জাফা রাস্তার ট্রাম স্টেশনে। উক্ত ঘটনার ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হবার পর মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ভিডিওটিতে দেখা যায়, কিছু ইহুদী তরুণ ইহুদী জাতিকে "প্রণয়ী" হিসেবে এবং আরব জাতিকে "জারজ" হিসেবে অভিহিত করে স্লোগান দিচ্ছে। সেখানে আরও দেখা যায় যে এক ইহুদি একজন মুসলিম নারীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছে। পুরো ঘটনাটি আবার তারা নিজেদের ফোনে ধারণ করছে।

মানবজাতির শত্রু ইহুদিদের এই কাজ অবশ্য বেশ পুরনো। বহু বছর ধরেই তারা পথে-ঘাটে, রেস্তোরাঁয়, কিংবা যেকোন জায়গায় যখন তখন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সম্মানহানি করে আসছে। কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা অমুসলিম জাতিসঙ্ঘ ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপরে ইহুদি নির্যাতনের ব্যাপারে বরাবরই নীরব। তাই ইহুদিরা ভেবে নিয়েছে যা তারা এই অসহায় মুসলিমদের সাথে যা ইচ্ছা তেমন আচরন করতে পারবে, যাকে খুশি মারতে পারবে, যাকে ইচ্ছা সম্মান বা শ্লিলতা হানী করতে পারবে- তাদের কিছুই হবে না।

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন যে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের চরম শত্রু ইহুদিদের এরূপ আচরণের পরেও আজ আরব বিশ্ব ইজরাইলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক নরম করছে। এতেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান আরব বিশ্বের নেতারা মূলত মুসলিমদের নয় বরং পশ্চিমা এবং ইহুদিদেরই দেশীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তাই মুসলিমদের উচিত পশ্চিমা এবং ইহুদিদের এসব দেশীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সেই সাথে নিজেদের মাঝে ঐক্য স্থাপন করা।

তথ্যসূত্র :

----

1. "A Jew is a sweetheart but any Arab is a son of a bi***!”
- https://tinyurl.com/487ecyuw

জম্মুর মুসলিম এলাকাগুলোর নাম পরিবর্তনের মিশনে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার

হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন দল দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর নাম পরিবর্তন করে জাম্মু ও কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার মিশনে এগিয়ে নিচ্ছে। এই বছরের জুনে জম্মু মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জম্মুর শেখ নগরকে শিব নগর নামে পরিবর্তন করার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করেছে এবং সাথে আস্ফাল্লা চকের নাম পরিবর্তন করে হনুমান চক রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

উগ্র বিজেপির কাউন্সিলর শারদা কুমারী উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছে। এই শারদার মতে, "এই এলাকায় শিব মন্দির রয়েছে এবং জনগণও চায় যে এর নাম পরিবর্তিত হোক। তাই আমরা শেখ নগরের নাম পরিবর্তন করে শিব নগর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের প্রস্তাবটি হাউসে পাস হয়েছে।"

সে আরও জানায় "প্রস্তাবটি এখন অনুমোদনের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের সিভিল সেক্রেটারিয়েটে পাঠানো হবে।"

২০২০ সালে, এই হিন্দুত্ববাদীরা ঐতিহাসিক সিটি স্কয়ারের নাম পরিবর্তন করে ভারত মাতা চক, পাঞ্জথিরথির নাম পরিবর্তন করে অটল জি চক এবং নারওয়াল স্কয়ারের নাম পরিবর্তন করে রাজা মান্ডলিক চক রাখা হয়। অবশ্য হিন্দুত্ববাদীদের এই নাম পরিবর্তনের ঘৃণ্য রাজনীতি চালু হয়েছে ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর থেকেই।

উক্ত নাম পরিবর্তনের মিশনটি গনতন্ত্রপন্থীরা আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্য মনে করলেও ইসলামপন্থী বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন ভিন্ন কথা। তাঁদের মতে, এই হিন্দুত্ববাদীরা নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের সকল নাম ও নিশানা মুছে দিতে চায়। এবং সেই সাথে দেশে হিন্দুত্ববাদের গোড়াপত্তন করতে চায়।

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে এখন পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন দল গোটা কাশ্মীরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সেখানকার মুসলিমদেরকে সকল প্রকার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। গুম, খুন, হয়রানি, ধর্ষণ, আটক এর মতো অপরাধের সাথে সাথে মুসলিম লোকালয়ের নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে তাঁদের আবেগে আঘাত করার ঘৃণ্য রাজনীতিতেও মেতে উঠেছে তারা।

এত কিছুর পরও জাতিসংঘ নামক সংস্থা নিরব ভূমিকা পালন করে ভারতকে সমর্থন করে যাচ্ছে। তাই মুসলিম উলামারা কাশ্মীরের জন্য মুসলিম বিশ্বকে কোন সেক্যুলার সংস্থার অপেক্ষা না করে বরং নিজেদেরই এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

তথ্যসূত্র :

----

1. BJP-led Jammu admin renames Muslim localities, opposition leaders protest - https://tinyurl.com/2p84yh2a

---

উত্তরপ্রদেশে তুচ্ছ কারণে বিজেপি নেতা ও গুণ্ডাদের হাতে মুসলিম ক্যাব চালক খুন

উত্তরপ্রদেশে লাখিমপুর খেরির বাসিন্দা ২৮ বছর বয়সী আকিল আহমেদ। একটি সুইং রাইডের সামান্য কারণে জেলা পর্যায়ের এক হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা অনুপ শুক্লা সহ চারজন গুণ্ডা তাকে পিটিয়ে খুন করেছে।

গত ১৯ জুলাই লাখিমপুর খেরিতে একটি জনাকীর্ণ মেলার মাঠে ক্যাব চালক মুসলিম যুবক আকিল আহমেদকে পিটিয়ে খুন করা হয়। খুনি জেলা-স্তরের বিজেপি নেতা এবং তিন সহযোগীকে লোক দেখানোর জন্য গ্রেপ্তার করলেও তাদের নামে খুনের মামলা দেয়নি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। ফলে দেখা যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই তারা জেল থেকে বেরিয়ে অন্যান্য মুসলিমদের উপর আগের চেয়ে ক্ষিপ্ততার সাথে হামলা চালাবে। এমনটাই হয়ে আসছে।

আকিলের আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা, গত ২০শে জুলাই বুধবারের গ্রেপ্তারের পরে একটি প্রতিবাদ সভা করে, সেখানে তারা খুনের আসামিদের দুই বছরেরও কম শাস্তি দেওয়ার কারণে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের পক্ষপাতিত্ব করার কথা জানান।

হিন্দুত্ববাদী অনুপ শুক্লা, প্রাক্তন বিজেপি জেলা সহ-সভাপতি এবং বর্তমানে জেলা সমবায় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান - যেটি সরকারকে কৃষি এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

মুসলিমদের পিঠিয়ে খুন করলেও তাদের নামেমাত্র বিচার বা কোন বিচার হবে না। কারণ কথিত বিচার ব্যবস্থার চেয়ার দখল করে আছে এই হিন্দুত্ববাদীরাই। তাই মুসলিমদের জান মাল মুসলিমদেরকেই রক্ষা করার সব ধরণের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন উম্মাহ দরদী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র :

----

1. BJP leader arrested after cab driver lynching in Lakhimpur Kheri
- https://tinyurl.com/2d9ycvx2

- https://tinyurl.com/39m7dvt7

বাজারের খোলা জায়গায় নামাজ আদায় করায় গ্রেফতার ৮ মুসলিম

ভারতে মুসলিমদের ভাগ্যে দুর্যোগের ঘনঘটা দিন দিন গভীর থেকে গভীর হচ্ছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে একটি শপিংমলে নামাজ আদায়ের কারণে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৪ জন মুসলিম যুবককে। এমন ঘটনা আবারো পুনরাবৃত্তি ঘটছে ভারতের উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে। সেখানে সাপ্তাহিক বাজারের খোলা মাঠে নামাজ আদায়ের কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জন মুসলিম যুবককে।

হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ সুপার স্বাধীন কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিজাম (২২), নাসিম (৫২), সাজ্জাদ আহমদ (৫০), মুরসালিন (৩৮), আশরাফ (৪৮), আসগর (৩৭), মুস্তফা (৩৫) এবং ইকরাম (৪৭) কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা যায়, ঐদিন তারা মাগরিবের নামাজ আদায় করছিলেন। উক্ত সময় তাদের ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধি ১৫১ ধারায় (যেকোনো অপরাধ করার জন্য পরিকল্পনা) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী ভারত দীর্ঘদিন নিজেদেরকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে মুসলিমদের গণহারে হত্যা করে হিন্দুত্ববাদী রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সকল নকশা বাস্তবায়ন করেছে, আর এখন তারা নিজেদের আসল রূপেই আবির্ভূত হয়েছে। এজন্যই তারা নামাজ, কোরবানি ও ইসলামি বিধি নিষেধের উপর জারি করছে নিষেধাজ্ঞা।

গণহত্যার উপর আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ইতিপূর্বেই ভারতে মুসলিমদের উপর আসন্ন গণহত্যা সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিয়েছে। এছাড়াও অচিরেই ভারতের মুসলিমরা পূর্ব-তুর্কিস্তানের উইঘুর জাতীর ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

এরপরও তথাকথিত সুশীল ও মানবাধিকার সংস্থা বা জাতিসংঘ এ ঘটনায় চুপ। যদিও কথিত জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে সবারই জানা। তবু এখনও কিছু কিছু মুসলিম জাতিসংঘের সমাধানের উপর নির্ভর করে বসে আছে; তাদেরকে দিবাস্বপ্ন ছেড়ে নিজেদের রক্ষায় প্রস্তুত হতে বলেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Haridwar: Eight Arrested for Offering ‘Namaz’ in Public- - https://tinyurl.com/2p9bxemc

---

২৩শে জুলাই, ২০২২

মহিউদ্দিন রনির ৬ দফা, বিদ্যুৎ সমস্যা ও রিজার্ভ ঘাটতি : সমাধান কোন পথে?

বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি দূর করা, সহজে টিকেট পাওয়া আর সেবা বৃদ্ধির দাবিতে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করে আসছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রনি। কমলাপুরে রেল স্টেশনে অবস্থান নিয়ে তিনি এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছেন।

রেলের টিকিট কিনে নিজে বিড়ম্বনায় পরার পর এ সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তিনি মনে করেন শুধু তিনিই নয় অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়তই পোহাতে হচ্ছে এ সমস্যা। তিনি জানান, রেল আমাদের জাতীয় সম্পদ। প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা সেখানে ভর্তুকি দেয়া হয়। কিন্তু মানুষ রেলে ভ্রমণ করতে গিয়ে সেবা তো দূরের কথা, নানারকম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এজন্যই তিনি ছয় দফা দাবি তুলে ধরেছেন:

১। টিকেট ব্যবস্থাপনায় হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, হয়রানির ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে টিকেটের কালোবাজারি বন্ধ করতে হবো।

৩। অনলাইন কোটায় টিকেট ব্লক করা বা বুক করা বন্ধ করতে হবে। অনলাইন বা অফলাইনে সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৪। যাত্রী চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রেলের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে হবে।

৫। রেলের টিকেট পরীক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কসহ দায়িত্বশীলদের সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে আনতে হবে এবং রেলের সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। রেলে ন্যায্য দামে খাবার বিক্রি, বিনামূল্যে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

এ দায়িত্ব পালন কিন্তু তার পক্ষে খুব সহজসাধ্য বিষয়ের মধ্যে নেই। পুলিশ তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্টেশন থেকে বিতাড়িত করেছে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এমনকি আজকে তাকে একদল সন্ত্রাসী বিভিন্নভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি করে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। দীর্ঘ ১৪ দিন ধরে তিনি রেল স্টেশনে গণমানুষের দাবি আদায়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। এরপরও সরকার তার দাবি পূরণ করছে না। এমনকি দাবি পূরণের ইঙ্গিত পর্যন্ত দিচ্ছে না। সরকার যদি তার দাবি আদায়ের কথা স্বীকার করেও নেয়। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, কথিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দাবি পূরণ করা কী সম্ভব?

লোডশেডিং নিয়ে ব্যাপক কথা হচ্ছে দেশে। দেশের বিদ্যুৎ বিভাগে দুর্নীতির কথা সবারই জানা। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হওয়া মন্ত্রণালয়ের একটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। কোটি কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ মেরে খাচ্ছেন এমপি-মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এ দেশের দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীর কথা সবারই জানা। খালেদা জিয়ার সরকার দূর্নীতিতে কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়। আর হাসিনা সরকারের দূর্নীতি বলাই বাহুল্য। চট্টগ্রামে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে উন্নয়ন প্রস্তাবনায় ৭৫০ টাকা মূল্যের প্রতিটি বালিশ ক্রয়ের ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছিল ২৭ হাজার ৭২০ টাকা। আর প্রতিটি বালিশের কভারের দাম ধরা হয়েছে ২৮ হাজার টাকা। রোগীকে আড়াল করতে একটি সেট পর্দার দাম ধরা হয়েছিল ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা!

রিজার্ভ নিয়ে কথা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা জানাচ্ছেন, বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিপদজনক মাত্রায় চলে গেছে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় দুই বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত ৪০ বিলিয়ন বা চার হাজার কোটি ডলারের নিচে নেমে এসেছে। দূর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে তাকা পাচার করতে করতে দেশকে আজ এ অবস্থায় এনেছে।

মানুষের অধিকার রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসে থাকে গণতান্ত্রিক দলগুলো। কিন্তু ক্ষমতায় এসে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কোন নজির স্থাপন করতে পারেনি গণতান্ত্রিক দলগুলো। এমনকি পৃথিবীর একটি দেশেও দূর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠণ করতে পারেনি কথিত এই গণতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দলগুলো বরাবরই বলে থাকে যে, ক্ষমতাসীন সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। আবার বিরোধী দল ক্ষমতায় আসলে ক্ষমতাসীন দল বলে থাকে এ সরকার ব্যর্থ। সরকার যতই পরিবর্তন হোক দুর্নীতি ও ঘুণে ধরা সিস্টেমের কোন পরিবর্তন হয়না। মূলত সরকার বা বিরোধী দল ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে ধোঁকাবাজির ধার করা পশ্চিমা গণতন্ত্র।

মুসলিম জাতির সাথে একবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় ধোঁকা হচ্ছে বস্তাপঁচা এই পশ্চিমা গণতন্ত্র। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যতদিন ইসলামি শাসনব্যবস্থা ছিল ততদিন পৃথিবীর মানুষ শান্তিতে ছিল। তখন দুর্নীতির কথা ঘুনাক্ষরেও চিন্তা করতো না সাধারণ মানুষ।

শুধুমাত্র বাংলাদেশই নয়, গোটা পৃথিবীই ভরে গেছে দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীতে। এখন সময় এসেছে এইসব গণতান্ত্রিক পথ পরিহার করে সুশীতল ইসলামি শরিয়াহ ব্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার। যা মানুষকে দিবে শান্তি-সমৃদ্ধি ও নিরাপদ জীবনব্যবস্থা।

লেখক : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র :

১। মহিউদ্দিন রনির দাবি নিয়ে কী ভাবছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ?- - https://tinyurl.com/2p8mc28c

২। সরকারি কেনাকাটায় শুধুই অনিয়ম- - https://tinyurl.com/3n5apesf

৩। রিজার্ভ নিয়ে কতটা সংকটে বাংলাদেশ, পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে?- - https://tinyurl.com/4uchfp5f

---

সীমান্তে খুন হওয়া বাংলাদেশিদের সবাইকে অপরাধী বলে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ মহাপরিচালকের ধৃষ্টতা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী বাহিনী অসংখ্য বাংলাদেশী মুসলিমদেরকে গুলি করে খুন করছে। সীমান্তে সংযত আচরণে হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশিদের খুন করা ঘটনা বেড়েই চলেছে। যুদ্ধাবস্থা ছাড়া কথিত বন্ধু দাবি করা দুই দেশের সীমান্তে এরকম প্রাণহানি অস্বাভাবিক, অমানবিক। অথচ, বাংলাদেশের গাদ্দার প্রশাসন এব্যাপারে হিন্দুত্ববাদী ভারতকে কোন চাপ দিতে পারেনি।

গত ২১ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে পিলখানাস্থ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদর দপ্তরে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলনের পরে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে বিএসএফ মহাপরিচালক(ডিজি) হিন্দুত্ববাদী পঙ্কজ কুমার সিং বলেছে, গুলিতে নিহত বাংলাদেশিদের সবাই অপরাধী। আর তাদের কথিত জুডিশিয়াল সিস্টেমে কোনো অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলতে পারে না- এ কথা সে নিজে স্বীকার করেছে।

তাহলে সীমান্তে গুলিতে নিহত বাংলাদেশিরা সবাই অপরাধী কি ভাবে বললো? একটা দেশে এসে সে দেশের মানুষকে অপরাধী বলা কুটনীতির কোন পর্যায়ে পড়ে? দেশের পররাষ্ট্রনীতি কতটা নতজানু হলে বাংলাদেশে বসেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী'র প্রধান খুনের পক্ষে সাফাই গাওয়ার সাহস পায়! অথচ,অপরাধী ধরে নিলেও তো গুলি করে খুন করার অধিকার নেই।

দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এ সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোনো দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কথা এবং সেই মোতাবেক ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের নিয়ম। গুলি করে নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করা কেন?

সীমান্তে যে কোনো অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে অপরাধীদের কথিত বিদ্যমান আইনে বিচার হবে এবং এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত। ভারত বারবার বলেছে, তারা সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করছে না। কিন্তু পরিস্থিতি যা দেখা যাচ্ছে, তাতে তাদের এই বক্তব্য অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে।

গত ১৭ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ঢাকার পিলখানায় বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে ৫২তম সীমান্ত সম্মেলনে যৌথ আলোচনার দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আবারো সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নিয়ে আসার আশ্বাস দিয়েছে দুদেশের সীমান্ত বাহিনী। প্রতি বছর সীমান্ত সম্মেলনে হত্যার বিষয়টি আলোচিত হলেও কার্যকর কোনো ভূমিকা দেখা যায় না।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবির তথ্য বলছে, ২০১৫ থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত সীমান্তে ২০২ বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৪৩৮ জন। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সীমান্তে মারা গেছেন পাঁচজন। ২০২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১২ জন। ২০২০ সালে ছিল ৪৯ জন। ২০১৯ সালে সীমান্তে নিহত হয় ৩৫ বাংলাদেশি। ২০১৮ সালে নিহতের সংখ্যা ছিল তিনজন। ২০১৭ সালে ২২ জন। ২০১৬ সালে ৩১ ও ২০১৫ সালে ৪৫ জন নিহত হয়। এই পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত এক দশকের মধ্যে কেবল ২০১৮ সালে সীমান্তে হত্যার ঘটনা দুই অঙ্কের নিচে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। ওই বছর সরকারি হিসাবে তিনজন হত্যার শিকার হন। ওই সময়ে সীমান্তের পরিবেশও ছিল স্বস্তিদায়ক। অথচ পরের বছরই তা এক লাফে ১৩ গুণ বেড়ে যায়। অথচ বিভিন্ন সময় ভারতীয় শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে, সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার নীতিতে কাজ করা হবে। সীমান্ত হত্যা রোধে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফের হাতে প্রাণঘাতী অস্ত্র দেয়া হবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নেই।

'সীমান্তে হত্যার শিকার ব্যক্তিদের কিসের ভিত্তিতে অপরাধী বলছে বা তাঁদের শরীরের ওপরের অংশে গুলি লাগার পরও কেন এটা টার্গেটেড কিলিং হিসেবে গন্ন হবে না- এমন প্রশ্নের জবাবে বিএসএফ মহাপরিচালক সঠিক কোন উত্তর দিতে পারে নি।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে বিএসএফ আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করে। কিন্তু, বাস্তবতা তা বলে না।

বেশ কয়েক বছর আগে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) 'ট্রিগার হ্যাপি' নামে একটি প্রতিবেদনে এ ধরনের বেশ কয়েকটি মামলার উল্লেখ করেছে। যাতে বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেছেন যে বিএসএফ তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা না করে বা সতর্ক না করেই নির্বিচারে গুলি চালায়। বিএসএফ আরও দাবি করেছে যে দুর্বৃত্তরা গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টা করলে তাদের সদস্যরা গুলি চালায়। তবে কোনও অপরাধের সন্দেহে প্রাণঘাতি অস্ত্রের ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হয় না।

এইচআরডাব্লিউ, অধিকার ও এএসকের প্রতিবেদন এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, অপরাধী হিসেবে সীমান্তে হত্যার শিকার ব্যক্তিরা হয় নিরস্ত্র থাকে অথবা তাদের কাছে বড়জোর কাস্তে, লাঠি বা ছুরি থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীদের পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে পিঠে গুলি করা হয়েছিল।

এইচআরডাব্লিউ আরও উল্লেখ করেছে, তদন্ত করা মামলার কোনোটিতেই বিএসএফ প্রমাণ করতে পারেনি যে হত্যার শিকার ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাণঘাতী অস্ত্র বা বিস্ফোরক পাওয়া গেছে; যার দ্বারা তাদের প্রাণ সংশয় বা গুরুতর আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

সুতরাং, বিএসএফের মেরে ফেলার জন্য গুলি চালানোর দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ও কথিত আন্তর্জাতিক আইনেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আর এই মুসলিমবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মাত্র মারাঠা বর্গিদের সাথেই মিলে। মারাঠা বর্গিদের এই উত্তরসূরিরা ২০১৮ সালে যেখানে সীমান্তে হত্যা করেছে ১১ জন মুসলিমকে, সেখানে ২ বছরের ব্যবধানে ২০২০ সালেই তা চারগুণ বেড়েছে। মোটকথা খুনের পরিমান দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ঐ তথ্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের সবুজ সংকেত ছাড়া এভাবে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার কথা নয়।

সীমান্ত হত্যা নিয়ে সাবেক BDR মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এএলএম ফজলুর রহমান বলেছেন, "ভারত মনে করে যে বাংলাদেশের কোন নাগরিককে সীমান্তে হত্যা করলে তাদের কিছু হবে না।... কাশ্মীর সীমান্তে যে BSF সদস্যরা থাকে, তাদেরকেই সরাসরি নিয়ে এসে বাংলাদেশ সীমান্তে এনে দেওয়া হয়।"

সারা দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা এ প্রশ্নে তাই একমত যে, বন্ধু রাষ্ট্রের গালগল্প ভুলে কেবল ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বাংলাদেশের সরকার বাধ্য করতে পারলেই সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা সম্ভব হবে। কিন্তু তা কি আদৌ সম্ভম! কারণ এদেশের রাজনৈতিক নেতারা তো হিন্দুত্ববাদীদের দালাল হিসেবেই কাজ করছে।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

১. সীমান্তে গুলিতে নিহত বাংলাদেশিরা সবাই অপরাধী: বিএসএফ মহাপরিচালক - https://tinyurl.com/2p88k4k3

২. '২০২১ সালে বাংলাদেশ সীমান্তে ২৪৪ বার গুলি চালিয়েছে বিএসএফ'

৩. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যা - https://tinyurl.com/4zyj437c

৪. সীমান্তে হত্যা বেড়েই চলছে—আবারও বিএসএফের গুলিতে নিহত দুই বাংলাদেশি যুবক - https://tinyurl.com/3fb4py2z

---

২২শে জুলাই, ২০২২

ইসলামের শত্রু ইথিওপিয়ার আকাশে যেন দুশ্চিন্তার বলিরেখা : শাবাবের বজ্রাঘাতে নিহত দুই শতাধিক

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ-শাবাব। দলটি সোমালিয়া ও ইথিওপিয়া সীমান্ত লাইনে ইথিওপিয়ান সেনাদের বিরুদ্ধে একযোগে ভারী আঘাত হানতে শুরু করেছে। এতে এখন পর্যন্ত ইথিওপীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি বড় শহর বিজয় করে নিয়েছেন আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা।

আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা আশ-শাবাব সোমালিয়াতে তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছেন। আশ-শাবাবের দৃষ্টি এখন সীমান্তবর্তী দখলদার দেশগুলোর উপরেও। এরমধ্যে রয়েছে খৃষ্টান প্রধান দেশ ইথিওপিয়া এবং কেনিয়া।

সেই সূত্র ধরেই গত ২০ জুলাই দুপুরের কিছুক্ষণ পর থেকে ইথিওপিয়া সীমান্তের বাকুল প্রদেশে হামলা চালাতে শুরু করেছে আশ-শাবাব। প্রদেশটি ইথিওপিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন মুসলিম সোমালি অধ্যুষিত অঞ্চল।

স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে যে, সীমান্ত লাইনে ইথিওপিয়ান প্রশাসন দ্বারা সমর্থিত 'লিউ' বাহিনীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে একযোগে এই আক্রমণ শুরু করে আশ-শাবাব। যেখানে আশ-শাবাবের শত শত যোদ্ধা ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। আশ-শাবাব যোদ্ধারা এতটাই প্রবল বেগে হামলা চালিয়েছেন যে, মাত্র কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ে দখলদার ইথিওপিয় বাহিনীর শত শত সেনা নিহত এবং আহত হয়। সেই সাথে ইয়াদ, আটো এবং আয়াশাকু শহর বিজয়ের পাশাপাশি অর্ধডজনেরও বেশি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন শাবাবের বীর প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র জানিয়েছে যে, আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এই সফল অভিযানে এখন পর্যন্ত ইথিওপিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২০০ সদস্য নিহত হয়েছে। বাকিরা পালিয়ে গেলেও আহত হয়েছে আরও কয়েক শতাধিক দখলদার সৈন্য। হতাহতের মাঝে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও কর্নেলও রয়েছে বলে জানা গেছে।

আশ-শাবাবের হামলার শিকার ইথিওপিয়ান সরকারের অধীনে 'লিউ' বাহিনী বেসামরিকদের বিরুদ্ধে জুলুম ও সামরিক শক্তির অপব্যবহারের জন্য পরিচিত।

সূত্র মতে, সীমান্ত অঞ্চলটি জুড়ে আজকেও ভারি অভিযান চালাচ্ছে আশ-শাবাব। বর্তমানে আশ-শাবাব বীর যোদ্ধারা ইথিওপিয়া নিয়ন্ত্রিত ওগাদিনীও শহরে প্রবেশ করেছেন, যেখানে লড়াই এখন তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হচ্ছে।

অপরদিকে আশ-শাবাব মুজাহিদিন ইয়াদ আটো এবং ইয়াশাকু শহরের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পর, এখন সোমালিয়ার আল-জাইর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অর্থাৎ সীমান্ত অঞ্চলটির দু'টি ফ্রন্টে একযোগে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয়ায় কার্যক্রম ছাড়াও, আশ-শাবাবের লক্ষ্য কেনিয়া এবং ইথিওপিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা। যেখানে মুসলমানরা এই অমুসলিম দেশগুলোর দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়ে আসছেন।

বিশ্লেষকরা মনে করেন যে, আশ-শাবাব কর্তৃক পরিচালিত এই আক্রমণের পর ইথিওপিয়ান বাহিনী একটি বড় ধরনের এবং গুরুতর আঘাত পেয়েছে। যা এই অঞ্চলে ইথিওপিয়ার প্রভাবকেও প্রভাবিত করবে।

সোমালিয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি:

সরকারি হিসাব মতে, কেন্দ্রীয় সোমালিয়ার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের ৭০ শতাংশ অঞ্চলে আশ-শাবাবের আধিপত্য রয়েছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের ৯০ শতাংশ এলাকাই নিয়ন্ত্রণ করছে আশ-শাবাব। অপরদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত সোমালিল্যান্ড এবং পুন্টল্যান্ডেরও বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে আশ-শাবাব। বিশেষ করে সোমালিল্যান্ডের প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ এলাকাই নিয়ন্ত্রণ করছে আশ-শাবাব। একই সাথে প্রতিবেশি দেশ কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে দলটি।

সব মিলিয়ে পশ্চিমা-সমর্থিত মোগাদিশু প্রশাসনের উপস্থিতি দেশের প্রায় ৩০ শতাংশে রয়েছে। যেখানে রীতিমতো আশ-শাবাবের হামলার শিকার হচ্ছে সোমালি বাহিনী। আর জনগণ তাদের প্রয়োজনে আশ-শাবাব প্রশাসনের কাছেই যায়।

কেন্দ্রীয় সোমালিয়ার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার ম্যাপ। যেখানে সবুজ চিহ্নিত অংশ নিয়ন্ত্রণ করছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন এবং লাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে গাদ্দার সোমালি সরকার।
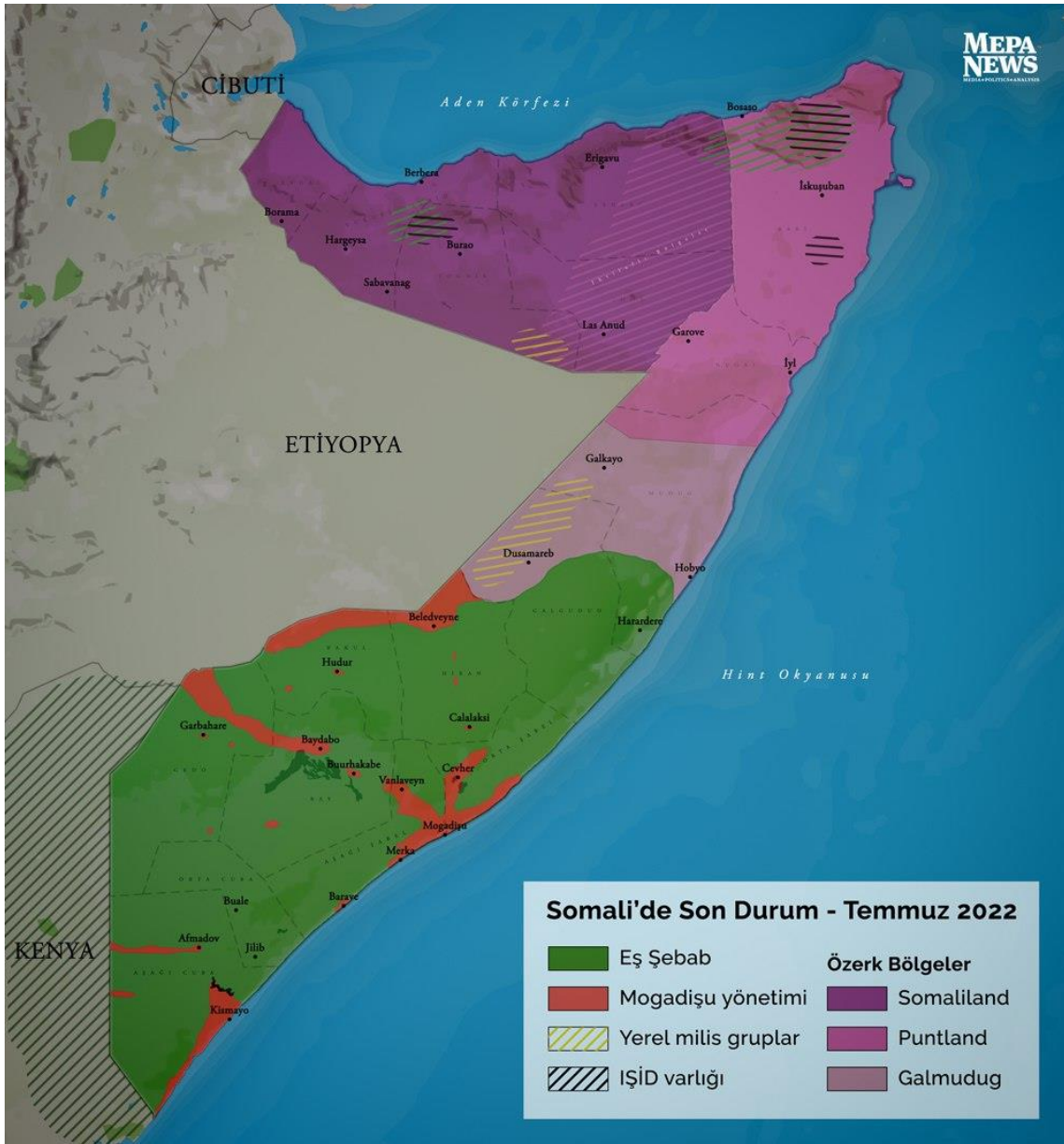
উল্লেখ্য, এই ম্যাপে সোমালিয়ার উত্তরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত সোমালিল্যান্ড এবং পুন্টল্যান্ডে আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল যুক্ত করা হয়নি। এতে শুধু দেশের কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলে আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকায় আশ-শাবাব যে ক্ষিপ্র গতিতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তাতে করে ইসলামি বিশ্লেষকগন আশা প্রকাশ করে বলেছেন যে, এই অঞ্চলেও অচিরেই আফগানিস্তানের মত শক্তিশালী ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। তবে আফগানিস্তানে পশ্চিমা ক্রুসেডার জোট চুক্তি করে অনেকটা নিরাপদে আফগানিস্তান ত্যাগ করার সুযোগ পেলেও, সোমালিয়া তথা পূর্ব-আফ্রিকায় যে সেই সুযোগ তাদেরকে দিবে না আশ-শাবাব, সেটা অনেকটা নিশ্চিত করেই বলছেন তাঁরা।

লেখক : ত্বহা আলী আদনান

কর্ণাটকে সন্ত্রাসী বজরং দলের হামলায় ১৮ বছর বয়সী মুসলিম যুবক খুন

ভারতের কর্ণাটকের বেল্লারে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বজরং দলের সদস্যদের হামলায় গুরুতর আহত একজন ১৮ বছর বয়সী মুসলিম যুবক গত ২১ জুলাই বৃহস্পতিবার হাসপাতালে মারা যায়। নিহত মুসলিম যুবকের নাম মাসুদ।

১৯ জুলাই রাতে কালাঞ্জা গ্রামের বিষ্ণুনগরে আট হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের একটি দল মাসুদের ওপর হামলা চালায়। হিন্দু সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত মুসলিম কেরালার কাসারগোডের মোগরাল পুত্থুর বাসিন্দা। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা তাকে মারধরের এক পর্যায়ে সোডার বোতল দিয়ে মাথায় আঘাত করে। হামলার পরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে যায়। হামলাকারী সেই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা হল সুনীল, সুধীর, শিব, সাধাশিব, রঞ্জিত, অভিলাষ, জিম রঞ্জিত ও ভাস্কর।

ঘটনার সূত্রপাত হয়, মাসখানেক আগে সুলিয়ার কালাঞ্জায় নানার বাড়িতে আসা মাসুদ (১৮) দিনমজুরের কাজ করত। তিনি একদিন রাস্তায় একটি দোকানে যান, ঘটনাক্রমে সেখানে একে অপরের সাথে ধাক্কা খাওয়ার তুচ্ছ কারণে হিন্দু সুধীর ও মাসুদের মাঝে ঝগড়া হয়।

সেই সামান্য ঝগড়ার কারণে ১৯ শে জুলাই রাতে হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের আট সন্ত্রাসী- সুনীল, সুধীর, শিব, সাধাশিব, রঞ্জিত, অভিলাষ, জিম রঞ্জিত এবং ভাস্কর-মাসুদকে নির্মমভাবে মারধর করে। শেষে মৃত্যু নিশ্চিত করতে পাষাণ্ড অভিলাষ সোডার বোতল দিয়ে মাসুদের মাথায় আঘাত করে। পরে মৃত ভেবে একটি কূপের কাছে অচেতন অবস্থায় ফেলে যায়।

স্থানীয় মুসলিমরা মাসুদকে ম্যাঙ্গালুরুর একটি বেসরকারী হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে চিকিৎসা করা জন্য ভর্তি করে কিন্তু আঘাতের তীব্রতার কারণে সে মারা যায়।

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের জান মালের কোন নিরাপত্তা নেই। হিন্দুত্ববাদীরা সামান্য অজুহাতেই মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে, খুন করছে। এ অবস্থায় নিজেদের জান মাল রক্ষায় মুসলিমদেরকে দলাদলি ভুলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্লেষক উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. 18-year-old Muslim youth dies in Bajrang Dal attack in Karnataka - http://lnnk.in/dJgp

---

ইদলিবে রাশিয়ার হৃদয়বিদারক হামলায় ৫ শিশুসহ নিহত ৭, আহত ১৪ মুসলিম

দখলদার রুশ বাহিনী সিরিয়ায় বেসামরিকদের বিরুদ্ধে ফের হৃদয়বিদারক গণহত্যা চালানো শুরু করেছে। গতকালের একটি হামলায় একই পরিবারের ৪ ভাইবোন সহ অন্তত ২১ জন হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

দখলদার রাশিয়া উত্তর সিরিয়ার এখনো বেসামরিক গণহত্যার নীতি অব্যাহত রেখেছে। সেই সূত্র ধরেই রুশ বাহিনী উত্তর সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে গতকাল ২১ জুলাই সকালে বেসামরিক এলাকায় কয়েক দফায় বোমাবর্ষণ করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জিসর আশ-শুগুরের কাছে ইয়াকুবিয়ে এবং সিডিডে গ্রামে হামলাগুলো চালানো হয়। যেখানে রুশ বিমানগুলো ৪ বার পৃথক বোমা হামলা চালিয়েছে। ফলশ্রুতিতে অনেক বেসামরিক বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। যার ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নিহত এবং আহত হয়েছেন অনেক বেসামরিক লোক।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে যে, রুশ হামলায় পর এখন পর্যন্ত ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে ৫ শিশু সহ অন্তত ৭ জন বেসামরিক লোকের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ৫ শিশুর বয়স ১০ বছরের নিচে বলে জানা গেছে। সেই সাথে আরও ১৪ বেসামরিক ব্যক্তিকেও গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

সিরিয়া যুদ্ধ আজ ১২ তম বছর পার করছে। যেখানে সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ছাড়াই বেসামরিক লোকদের হত্যা করে চলছে রাশিয়া, ইরান ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরি বাহিনী; একই কাজ করছে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা। একজন সম্মানিত আলেম তাই আক্ষেপ করে বলেছেন যে - পৃথিবী আজ শামকে ভুলে গেছে, কিন্তু তারা জানে না যে শাম পৃথিবীর মাথা, আর শাম ভাল থাকলেই পৃথিবী ভাল থাকবে, নতুবা নয়।

২১শে জুলাই, ২০২২

হিজাব পরায় মুসলিম ছাত্রীদের পরীক্ষার হলে প্রবেশে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের বাধা

হিন্দুত্ববাদী ভারতের কথিত গণতন্ত্রের মুখোশধারীরা এখনো ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা বললেও, মুসলিমদের ক্ষেত্রে তারা প্রতিটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। ইসলামের অন্যান্য বিধানের মত হিজাবের ক্ষেত্রে তাদের বিদ্বেষ চোখে পরার মত। এবার মুসলিম মেয়েরা হিজাব পরার কারণে কোটা, ওয়াশিমের (NEET) এনইইটি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

গত ১৬ জুলাই রবিবার রাজস্থানের কোটা এবং মহারাষ্ট্রের ওয়াশিমে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (এনইইটি) ২০২২ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাওয়া বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী হিজাব পরার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কোটায় মুসলিম ছাত্রীদের মোদি কলেজের প্রবেশপথে থামিয়ে তাদের হিজাব খুলে ফেলতে বলা হয়। এতে কেন্দ্রের বাইরে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে। পুলিশ সেখান থেকেও ধাওয়া করতে থাকে।

এক পর্যায়ে পর্যবেক্ষককে ডাকা হয় এবং শিক্ষার্থীদের একটি লিখিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করার হয়রানির পর প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

এদিকে, ওয়াশিমের বেশ কয়েকজন মুসলিম শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেওয়ার আগে তাদের হিজাব খুলে ফেলতে বাধ্য করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। ইরাম মোহাম্মদ জাকির এবং আরিবা সামান আজহার হুসেন সহ প্রায় ছয়জন শিক্ষার্থী প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার এবং তাদের হিজাব খুলে ফেলতে বাধ্য করার কথা জানিয়েছেন। মাতোশ্রী শান্তাবাই গোটে কলেজ মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার হল থেকে শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে জোর করে তাদের হিজাব খুলে ফেলা হয়।

এ ঘটনায় স্থানীয় মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হয় এবং ক্যাম্পাসের বাইরে বিশাল জনতা জড়ো হয়। তাদের সরাতে কলেজের বাইরে বিশাল ফোর্স নিয়োগ করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সুপার।

(NEET)এনইইটির ড্রেস কোড

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির অফিসিয়াল নির্দেশিকা অনুসারে, প্রার্থীদের নৈমিত্তিক এবং আবহাওয়া-উপযুক্ত পোশাক পরতে পরামর্শ দেওয়া হয়। পেষাকের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তারা শুধু ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের কারণের হয়রানি করেছে। হিন্দুত্ববাদীদের এমন বিদ্বেষের কারণেই অনেক মুসলিম শিক্ষার্থী লেখাপড়া এবং পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এক্ষেত্রে কথিত সুশীলরা, মিডিয়া কিংবা নারীবাদীরা কোন কথা বলে না। তারা পড়ে আছে আফগান নারীদের নিয়ে যে, তারা স্বাধীনভাবে চলতে পারে না কিংবা পোষাক পরিধান করতে পারে না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য

নারীদের কল্যাণকামিতা নয় বরং অমুসলিমদের মত মুসলিম নারীদেরও হায়া নষ্ট করে দেওয়া। উলামাগন তাই এসব অনাচারের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ আন্দলন গড়ে তুলতে বলেছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim girls face trouble at NEET examination centres in Kota, Washim for wearing hijabs

- https://tinyurl.com/mr3kt2yn

পবিত্র মক্কা ভূমিতে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে অভিশপ্ত ইহুদি!

মুসলিমদের প্রিয় নবী রাসূল সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান ও পবিত্র ভূমি মক্কাতে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে অপবিত্র এবং মানবতার ও বিশেষ করে মুসলিমদের চরম শত্রু ইহুদীরা।

সম্প্রতি মক্কায় একজন ইহুদী সাংবাদিকের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে সেই ইহুদি সাংবাদিক বলছে "দ্যা ড্রিম কেম ট্রু" অর্থাৎ "স্বপ্ন সত্যি হলো।" এমনকি সেই সাংবাদিকের মুসলিমদের হজ চলাকালীন আরাফার পাহাড়ে ঘোরার ক্লিপ্‌সও দেখা যায়।

সৌদি প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমানের পুরো সৌদি আরবকে ইউরোপীয় নোংরা সভ্যতার আলোকে গড়ে তোলার সময়ই ঘটল এমন ঘটনা। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে এখন চলছে নিন্দার ঝড়।

এমনিতেও সৌদিতে বর্তমানে একের পর এক হকপন্থী আলেমদের গ্রেপ্তার, গুম, শারীরিক-মানসিক নির্যাতনে মেতে আছে পশ্চিমাদের দালাল সরকার। যেখানে খোদ দেশেরই আলেম-উলামাগণ মুক্তভাবে চলতে পারছেন না, সেখানে মুসলিমদের চরম শত্রু ইহুদীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের ঘোরার ভিডিও করে সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্টও করছে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন আসছে, তাহলে কি পশ্চিমাদের দালাল সৌদি প্রিন্স কি এখন ইসরাইলের সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে' যাচ্ছে? যদি এমনই হয় তাহলে হয়তো সামনে মুসলিমদের তাদের পবিত্র মক্কা ও মদীনার ভূমিতে ইহুদিদেরকে দেখতে হবে।

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, এই ধরণের কর্মকান্ড দিয়ে আসলে ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের পরীক্ষা করে দেখছেন যে, এতে তারা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়। তাই তাদের মতে এখন মুসলিমদের উচিত এর বিপরীতে শক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো। যাতে করে ইসলাম ও মানবতার চরম শত্রু ইহুদীরা দ্বিতীয়বার ভুলেও এই ধরণের কাজ করার দুঃসাহস না দেখায়।

সেই সাথে উলামাদের প্রতি বিশেষজ্ঞগণ সৌদির দালাল সরকার এবং তাদের চাটুকারদের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান পুনঃমূল্যায়ন করার আহ্বান জানান। কারণ এটা এখন স্পষ্ট যে, কোন ইহুদী সাংবাদিকের এভাবে মুসলিমদের পবিত্র ভূমিতে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানো প্রশাসনের কারও হাত ছাড়া কখনওই সম্ভব না।

তথ্যসূত্র :

----

1. মক্কায় নির্বিঘ্নে ঘুরছেন ইহুদি সাংবাদিক! কীভাবে ঢুকলেন সেখানে? | Israel Journalist Mecca - https://tinyurl.com/6z9azvv4

২০শে জুলাই, ২০২২

ভারতের লুলু মলে নামাজ পড়ায় চার মুসলিম যুবককে আটক করলো হিন্দুত্ববাদী পুলিশ

ভারতের লখনউ হিন্দুত্ববাদী পুলিশ গতকাল ১৯-০৭-২২ মঙ্গলবার চারজন মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের অপরাধ শুধু একটাই- তারা মুসলিম ব্যক্তির মালিকানাধীন নতুন খোলা লুলু মলে নামাজ পড়েছিল।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মোহাম্মদ রেহান, মোহাম্মদ আতিফ খান, মোহাম্মদ লোকমান ও মোহাম্মদ নোমান। লখনউ পুলিশ কমিশনারেট বলেছে, যে তারা মল থেকে নজরদারি ফুটেজ পরীক্ষা করে ৪ জন মুসলিমকে সনাক্ত করেছে।

১২ জুলাই হিন্দুত্ববাদী টুইটার হ্যান্ডলগুলি এবং আরএসএস মুখপাত্র সংগঠক সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ব্যক্তির মলে নামাজ পড়ার একটি ভিডিও শেয়ার করেছে। পরে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি এ নিয়ে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মুসলিমদের ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা বন্ধ করার পরিবর্তে ১৪ জুলাই অজ্ঞাত মুসলিম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 153A(1) (গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা প্রচার করা), 295A (ধর্মীয় অনুভূতিকে ক্ষুব্ধ করার উদ্দেশ্যে কাজ), 341 (অন্যায়) এর অধীনে একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দাখিল করে।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সদস্যরা ১৪ জুলাই মলের গেটের বাইরে বিক্ষোভ করতে থাকে। তারা কর্তৃপক্ষের কাছে মলের কাছে হনুমান চালিসা পাঠ করার অনুমতি চেয়েছে। এবং সমস্ত হিন্দুদের ওই শপিং মল বয়কট করার ডাক দিয়েছে।

ভারত এখন মুসলিমদের জন্য এতোটাই সঙ্কুচিত হয়ে পরেছে যে, নিজ ধর্মীয় বিধান পালন করাও অন্যায়। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের নামাজ, কোরবানি সহ মৌলিক বিধান পালন করতে বাধা দিচ্ছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দিয়ে মুসলিমদের গণহারে হত্যার চক বাস্তবায়ন করেছে।

এ অবস্থায় মুসলিমদের পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করে নিজ পরিবার ও জাতিকে রক্ষায় নববী মানহাজের অনুসরণ করে নিজেদের প্রতিরক্ষা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদ হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Namaz at UP Lulu Mall: Four Muslim men sent to jail - https://tinyurl.com/4ct8nar9

2. UP Police file FIR against Muslims who offered namaz at Lulu Mall– https://tinyurl.com/5xubktpu

3. https://tinyurl.com/2p9bbhmh

ইথিওপিয় বাহিনীকে হটিয়ে ২টি জেলা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আশ-শাবাব

দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। ফলে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে দখলদার সৈন্যরা।

শাহাদাহ এজেন্সির বিবরণ অনুযায়ী, আজ ২০ জুলাই বুধবার বিকালে সোমালিয়ায় ২টি বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। হামলা ২টি ইথিওপিয়ার সীমান্তবর্তী ২টি জেলা শহরে চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন শহরগুলোতে দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর ২টি ঘাঁটি লক্ষ্য করে প্রথমে এই অভিযান শুরু করেন। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অতর্কিত এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন বলে জানা গেছে। ফলে দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনী দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং যে যার মতো ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

দখলদার সেনাদের পলায়নের পর মুজাহিদগণ ঘাঁটিগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে আশেপাশের এলাকাগুলোতে চিরুনী অভিযান চালিয়ে ২টি জেলা শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা গাদ্দার বাহিনীকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন।

এরমধ্যে দিয়ে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন অল্প সময়ের মধ্যেই বৃহৎ ২টি জেলা শহর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন। জেলাগুলো হলো সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে কৃত্রিম সীমান্তে অবস্থিত "ইয়াদ" এবং "আটো" শহর। যেগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে দখলদারত্ব বজায় রেখেছিল ইথিওপিয়ান বাহিনী।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে "কঠিন এবং ব্যাপক লড়াইয়ের" হুমকি দেওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই এই অভিযানটি চালিয়েছে আশ-শাবাব। যার দ্বারা মূলত আশ-শাবাব সোমালি গাদ্দার সরকার ও দখলদার জোট বাহিনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছেন বলে মত প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকরা।

ভারতে মুসলিম পরিচয়ে ফেসবুকে হিন্দুত্ববাদী যুবকের আপত্তিকর পোস্ট

ভারতে উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের উপর গণহত্যায় সব শ্রেণীর হিন্দুদের শামিল করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। যার অন্যতম একটি হল মুসলিমদের পরিচয় ও বেশ ধারণ করে অপরাধমূলক কাজ করা। তারই অংশ হিসেবে এবার ভারতের কর্ণাটকে এক উগ্র হিন্দু যুবক মুসলিম ব্যক্তির নামে একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ফেসবুকে আপত্তিকর ও অশালীন কথা বার্তা পোস্ট করতে থাকে। যেন তা দেখে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

সেই উগ্র হিন্দু যুবকের নাম দিভিন দেবাইয়া। সে কর্ণাটকের কোডাগু জেলার ভিরাজপেট তালুকের কেদামুল্লুর বাসিন্দা। সে তার ভুয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হিন্দুদের দেবী কাবেরীকে মানহানিকর এবং অবমাননাকর বার্তা পোস্ট করে, যাকে স্থানীয় কোদাভা হিন্দু সম্প্রদায় তাদের দেবতা হিসাবে পূজা করে। হিন্দু যুবকটি মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিয়ে কোডাভা সম্প্রদায়ের মহিলাদের লক্ষ্য করে অবমাননাকর ও অশ্লীল বার্তাও পোস্ট করেছিল।

কোডাগু বিজেপির একটি শক্ত ঘাঁটি এবং এই জেলায় বেশ কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। এটি একটি সংবেদনশীল অঞ্চল হিসাবেও পরিচিত। ফলে সহজেই তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে মুসলিমদের উপর হামলা করানো যাবে। হিন্দু যুবকদের অস্বস্তিকর পোস্টগুলি মুসলিম গণহত্যার মোড় নেয়। কারণ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন পোস্টগুলির তীব্র নিন্দা জানিয়ে 'বন্ধ' ডাক দিয়েছে। মুসলিমদের উপর হামলার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল।

কোডাভা সম্প্রদায়ের ফেডারেশনের সদস্যরা যারা (FB) এফবিতে-তে আপত্তিকর পোস্টের কারণে মুসলিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। তারা অপরাধী মুসলিম নন তা জানার পর বলেছে যে, "এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যা ঘটা উচিত হয়নি।" ঘটনার আসল ব্যাপার না জানা গেছে নিশ্চই এটি মুসলিম গণহত্যায় রুপ নিত।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও বহু জায়গায় মুসলিম সেজে অপরাধ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আর ধরা না পড়লেই সব দোষ মুসলিমদের। আর বাংলাদেশে তো এসব ঘটনা অহরহ ঘটছে, যদিও এখানে প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindu youth arrested for posing as Muslim and posting objectionable posts on Facebook

- https://tinyurl.com/3ay73mw5

আশ-শাবাবাকে রুখতে কেনিয়ান সেনাদের প্রশিক্ষণ ও সজ্জিত করছে সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র

সোমালিয়া ও কেনিয়ার আশেপাশে দুর্বার গতিতে চলছে আশ-শাবাবের বিজয় অভিযান। মুজাহিদদের এই বিজয় যাত্রা রুখতে উঠে পড়ে লেগেছে অমুসলিম বিশ্ব।

সেই লক্ষ্যেই কিছুদিন পূর্বে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে কেনিয়াতে সৈন্য পাঠিয়েছে। সম্প্রতি দেশটিতে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কেননা সেখানে কেনিয়ান সেনাদের প্রশিক্ষণ ও সামরিকভাবে সজ্জিত করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২০২১ সালে কংগ্রেসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পাঠানো একটি চিঠিতে বলা হয়েছে যে, আল-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেনিয়ার সেনাবাহিনীকে সমর্থন দিবে পেন্টাগন। এই লক্ষ্যে পেন্টাগনের বিশেষ অ্যাকশন ইউনিট কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে।

তাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর স্পেশাল অপারেশন কমান্ডোরাও যোগ দিয়েছে। ইউএস মেরিনরা বর্তমানে কেনিয়ার ইসিওলো শহরে কেনিয়ান সেনা বাহিনীর সাথে যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন করছে। যার কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন প্রধানত উত্তর কেনিয়ায় সবচাইতে বেশি সক্রিয়।

গত বছর কেনিয়ার একজন গভর্নর জানান যে, আশ-শাবাব কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে। দলটি বিশেষ করে কেনিয়ার লামু, গারিসা, ওয়াজির এবং মান্দেরা অঞ্চলে সক্রিয়। যার সিংহভাগ অঞ্চলই পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে আশ-শাবাব।

বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত উল্লেখ করে বিদেশ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে হিন্দুত্ববাদী শুভেন্দুর চিঠি

বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের দালাল এশীয় হিন্দুরা আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। তারা ভারতের মত বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর আগ্রাসন চালানোর মাঠ প্রস্তুত করছে। সে লক্ষ্যে কিছুদিন পরপর তারা প্রাণপ্রিয় নবী ও ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে তাওহিদী মুসলিমদের ক্ষিপ্ত করে জল ঘোলা করা চেষ্টা করে যাচ্ছে। নিজেরাই মূর্তি ভেঙ্গে, পুরনো বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে মুসলিমদেরকে তাদের উপর হামলাকারী হিসেবে তুলে ধরছে। আর কথিত সাজানো সংখ্যালঘু নির্যাতন কে পুঁজি করে বাংলাদেশের উপর হস্তক্ষেপ করার মোক্ষম সুযোগ তৈরির পাঁয়তারা করছে হিন্দুত্ববাদী ভারত।

বিগত বেশ কয়েক বছরে একাধিকবার বাংলাদেশে কথিত হিন্দু-নিপীড়নের নাটক সাজানো হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী ভারতের সরকারী দল বিজেপি'র কট্টর মুসলিমবিদ্বেষী নেতা সুব্রামানিয়াম স্বামী কয়েক বছর আগে বলেছিল যে, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ না হলে ভারতের উচিৎ বাংলাদেশে আক্রমণ করা।

এবার এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গত ১৮-০৭-২২ সোমবার রাতে বিদেশ মন্ত্রণালয়কে চিঠি লিখেছে হিন্দুত্ববাদী শুভেন্দু অধিকারী। তাতে তার বক্তব্য, বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর লাগাতার সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় বিদেশমন্ত্রক যেন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে।

অথচ ভারতে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করা হলে কিংবা কাশ্মীরে মুসলিম মা-বোনরা নির্যাতিত হলে এদেশের হিন্দুত্বাদীদের দালালরা বলে যে, এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কেউ আমাদের দেশের জল ঘোলা করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে! আর এদেশে কিছু হলেই তদন্ত ছাড়াই ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা বাংলাদেশে হামলা করার হুমকি দেয়।

তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত ও বাংলাদেশে বাড়তে থাকা হিন্দুত্ববাদের প্রভাব ও মুসলিমবিদ্বেষ অত্র অঞ্চলের মুসলিমদের দিকে ধেয়ে আসা কোন ভয়াল ঝড়েরই পূর্বাভাস দিচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলিমদের তাই এটা ভেবে বসে থাকে উচিৎ নয় যে, ভারত-কাশ্মীরের কিংবা আসামের মুসলিমদের সমস্যা শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে; বরং তা অচিরেই এদেশেও এসে আছড়ে পরবে। তাই সেই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী ঝড় মোকাবেলায় আগে থেকেই মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

১. বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ধারাবাহিক হামলা, বিদেশমন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি শুভেন্দুর - https://tinyurl.com/8dr3sdp9

- https://tinyurl.com/hs2ap5h4

- https://tinyurl.com/4h5mxvvx

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুলাই ২য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/07/20/58087/

১৯শে জুলাই, ২০২২

হালাল বিয়েতে দালাল প্রশাসনের বাধা, বরের পলায়ন, মায়ের জরিমান

নামধারী মুসলিম হলেও দালাল প্রশাসন মুসলিমদের অনেক জায়েজ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে চলেছে। বিশেষ করে বাল্য বিয়ের নামে অনেক হালাল বিয়েকে ভেঙ্গে দিচ্ছে প্রশাসন। শুধু বাধা দিয়েই শেষ নয়। দেওয়া হচ্ছে অর্থণ্ডের পাশাপাশি কারাদণ্ড।

এবার নোয়াখালীর চাটখিলে বৈধ বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও দালাল প্রশাসনের ভয়ে গভীর রাতে বিয়ে পড়ানোর আয়োজন করে আত্মীয়স্বজন। সেখানেও গাদ্দার প্রশাসনের লোকেরা বিয়ের আসরে অভিযান চালায়। বৈধভাবে বিয়ে করতে গিয়েও গাদ্দার প্রশাসনের হয়রানির ভয়ে পালিয়ে যান বর। বাল্য বিয়ের অভিযোগ তুলে কনের মাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জালেম প্রশাসন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল ১৮ জুলাই সোমবার রাতে। বদলকোট ইউনিয়নের সপ্তগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন করা হয়। পরে রাতেই প্রশাসনের অভিযানের খবর পেয়ে ঢাকা থেকে আগত বর ও তার লোকজন পালিয়ে যান।

বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া ও জরিমানার কারণ হিসেবে তারা বলে মেয়ের এখনো ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি। অথচ, শরীয়তের বিধান হল কোন মেয়ে বালেগা হলেই বিয়ে দেওয়া যাবে। গাদ্দার প্রশাসন বাল্য বিয়ে নামকরণ করে হালাল বিয়েগুলো ভেঙ্গে দিলেও, বাল্য প্রেম বা অবৈধ সম্পর্ক রোধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। এ মেয়েটি যখন প্রেমিকের সাথে পার্কে যাবে, বা ডেটিংয়ের নামে অবৈধ কাজে জড়াবে, তখন তারা আবার ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিবে। তাহলে আল্লাহর হালালকৃত বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের কথিত ব্যক্তি স্বাধীনতা কোথায়।

আসলে দালাল সরকার, হলুদ মিডিয়া ও দালাল বুদ্ধিজীবী মহল চায় দেশে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক। তাই তারা হালাল বিয়েকে কঠিন করে যিনার পথকে সহজ করে দিয়েছে। যার বিষাক্ত ফলাফল আজ চোখের সামনে। রাস্তার পাশে, ডাস্টাবিনে অবৈধ বাচ্ছাদের ফেলে যাচ্ছে। কাক-কুকুর সে সমস্ত নিষ্পাপ বাচ্চাদের দেহ টেনে ছিচড়ে খাচ্ছে। আর অবৈধ ভ্রুন হত্যা, গর্ভপাতের তো কোন সীমা নেই।

উলামাগন তাই অনেকদিন থেকেই এসব অবৈধ কাজকর্মের বিরুদ্ধে এবং সরকার ও প্রশাসনের এমন ইসলামবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহব্বান জানিয়ে আসছেন।

তথ্যসূত্র:

১.পালালেন বর, জরিমানা গুনলেন কনের মা - https://tinyurl.com/uan22ewr

শ্রাবণ মেলায় মুসলিমদের দোকান বসানোতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ট্রাস্ট

উত্তরপ্রদেশের আগ্রার শামশাবাদ রোডে অবস্থিত প্রাচীন স্থানের হিন্দুত্ববাদী ট্রাস্ট এক মুসলিম বিদ্বেষী ঘোষণা দিয়েছে। চলতি বছরের ১৮ জুলাই প্রাচীন রাজেশ্বরের দর্শনীয়স্থানে বিশাল মেলার আয়োজন করা হবে।

ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মেলাতে হিন্দুরা ছাড়া কোন মুসলিম ব্যবসায়ী দোকান দিতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম ব্যবসায়ীদের চাপে ফেলতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

তাদের দাবি শ্রাবণ মাসে মেলা চত্বরে কোনও মুসলিম দোকান তৈরি করতে পারবে না। এই ঘোষণা দিয়েছে মন্দিরের ট্রাস্টের সদস্য ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তা হিন্দুত্ববাদী জিতেন্দ্র দাইপুরিয়া। সে বলেছে এই উৎসবে মুসলিদের থেকে কেন হিন্দুরা ফল, ফুল ও অন্যান্য সামগ্রী কিনবে? মুসলিমরা দোকান করেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের কাছ থেকে এসব সামগ্রী কেনে। এই বছর এই নিয়ম বন্ধ করা হচ্ছে। সে আরো বলেছে, শ্রাবণ মাসে লক্ষাধিক টাকা রোজগারের পরও মুসলিমরা হিন্দু ধর্মকে কলুষিত করার চেষ্টা করে, সুতরাং তা বরদাস্ত করা হবে না।

ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আরও বলেছে, "যারা তালেবানী চিন্তাভাবনা করে, তাদের আমরা কীভাবে শ্রাবণ মাসে ব্যবসা করতে দেব। তাই আমরা শুধু রাজেশ্বর নয়, আগ্রার সমস্ত জায়গার ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি যে শ্রাবন মাসে কোনও মুসলিম ধর্মের লোকদের দোকান বসাতে দেওয়া উচিত নয়।"

মুসলিম বিদ্বেষী এই ঘোষণায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নগর এ কে সিং তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো বলেছে যে, "রাজেশ্বর একটি অতি প্রাচীন স্থান। প্রতিটি স্থানের নিজস্ব রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য রয়েছে। এমতাবস্থায় তারা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন। সেখানে প্রশাসনের কিছু করার নেই।"

হিন্দুত্ববাদী নেতারা সবসময় চায় কিভাবে মুসলিমদের চাপে ফেলে দুর্বল বানাবে। তাই উলামায়ে কেরাম সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

১. হিন্দু না হলে শ্রাবণ মেলায় দোকান দেওয়া যাবে না - https://tinyurl.com/33kkchj2

ফটো রিপোর্ট || আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে উৎসবমুখর ঈদের দিনগুলো-২

পবিত্র ঈদুল আযহাকে ঘিরে ইবাদতের পাশাপাশি নানারকম উৎসবময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈদের দিনগুলো পার করেছেন আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোর মুসলিমরা।

ঈদের দিনগুলোকে উৎসবমুখর করতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আশ-শাবাব। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াত, নাশিদ ও কবিতা আবৃতি, কৌতুক এবং নানারকম খেলা। এছাড়াও রয়েছে আশ-শাবাব যোদ্ধাদের সামরিক কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন খেলা এবং দর্শনীয় পারফরম্যান্স।

যাতে সাধারণ মানুষ সতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করেন।

উৎসবমুখর ঈদের দিনগুলোর কিছু চিত্র দেখুন…

https://alfirdaws.org/2022/07/19/58073/

১৮ই জুলাই, ২০২২

শহীদ বুরহান ওয়ানি : কাশ্মীর প্রতিরোধ যুদ্ধের অন্যতম বীর প্রতীক

প্রারম্ভিকা :

বুরহান ওয়ানি (১৯৯৪-২০১৬) হিন্দুত্ববাদী ভারতের জবরদখল থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়ী টগবগে এক যুবক। তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সেই কাশ্মীরি মুসলিমদের চোখে প্রতিরোধ যুদ্ধের অন্যতম প্রতীক, একজন দুর্ধর্ষ কমান্ডার এবং সফল গেরিলা নেতা হয়ে উঠেছিলেন। আর ভারতীয় দখলদার বাহিনীর কাছে হয়ে উঠেন মূর্তিমান আতংক ।

জন্ম ও শিক্ষা :

বুরহান ওয়ানি ১৯৯৪ সালে ভারত-অধিকৃত জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার দাদাসারা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুজাফফর আহমেদ ওয়ানী, যিনি ছিলেন এই অঞ্চলের একটি

স্কুলের অধ্যক্ষ। তাঁর সম্মানিতা মা আনিসা মাইমুন মুজাফফর। তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর এই অঞ্চলের শিশুদের কুরআনের পাঠ দিতেন।

বুরহান ওয়ানি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মমতাময়ী মায়ের কাছে গ্রহণ করেন। এরপর এলাকারই একটি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যান। তিনি তাঁর ক্লাসে খুব সফল ছাত্র ছিলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাতেও খুব ভালো ফলাফল করেন। পড়া লেখার বাইরে তিনি ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসতেন। হাসিখুশি স্বভাবের ওয়ানির একমাত্র নেশা বলতে এটাই ছিল।

ওয়ানী পেশায় একজন চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে অন্য কিছুই লিপিবদ্ধ ছিলো। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে ভারতীয় দখলদারিত্ব এবং ক্রমবর্ধমান জুলুম তাঁকে ভিন্ন ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়।

প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগদান :

ছোটবেলা থেকেই বুরহান ওয়ানি এমন এক ভূখণ্ডে বড় হতে থাকেন, যেখানে সর্বত্রই হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদারিত্বের প্রভাব বিদ্যমান। মুসলিমরা চরমভাবে দখলদার ভারতীয়দের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়নের শিকার। মুসলিমদের এই করুণ অবস্থা ধীরে ধীরে বুরহান ওয়ানিকে প্রভাবিত করতে থাকে। অবশেষে ১৫ বছরের টগবগে বুরহান ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন।

সময়টা তখন অক্টোবর, ২০১০ সাল। ভারতীয় দখলদার বাহিনী কর্তৃক কাশ্মীরে দমন-পীড়ন অতিমাত্রায় বাড়তে থাকে- যা তাকে কঠিনভাবে প্রভাবিত করে। ফলে বুরহান ওয়ানি তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি টানতে বাধ্য হন এবং এই অঞ্চলের অন্যতম প্রতিরোধ বাহিনী হিজবুল মুজাহিদিনে যোগ দেন।

হিজবুল মুজাহিদিনে যোগ দেবার কিছুদিনের মধ্যেই সকলের নজর কাড়েন ওয়ানি। শিক্ষিত পরিবারের হওয়ায় স্যোশাল মিডিয়াকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তা ভালো করেই জানতেন তিনি। ফলে ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন স্যোশাল মিডিয়াকে দাওয়াতের বড় একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন তিনি। এর মাধ্যমে তিনি কাশ্মীরের যুবসমাজকে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। অল্প সময়েই তিনি এই অঞ্চলে একটি সুপরিচিত নাম হয়ে উঠেন।

দখলদার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য কাশ্মীরি জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন ওয়ানি। যা তাকে কাশ্মীর প্রতিরোধ যুদ্ধে আরও সুপরিচিত মুখ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। এসময় তাঁর দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দিতে থাকেন।

বুরহান ওয়ানিকে ধরতে মরিয়া দিল্লি :

এই প্রক্রিয়ায় যুবক বুরহান ওয়ানি ভারতীয় দখলদার বাহিনীর কাছে মূর্তমান এক আতংকের নাম হয়ে উঠেন। হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারতীয় প্রশাসন কোনো ভাবেই তাকে গ্রেফতার করতে পারছিল না। ফলে ওয়ানির ভাই এবং তার কয়েকজন আত্মীয়কে খুন করে ভারতীয় দখলদার বাহিনী। এসব কোন কিছুই বুরহান ওয়ানিকে প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বরং তিনি আগের চেয়ে আরও ক্ষিপ্র হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে থাকেন এবং কাশ্মীরের জনগণকে প্রতিরোধ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাতে থাকেন।

বুরহান ওয়ানির এই প্রতিরোধ যুদ্ধের আহ্বান যখন কাশ্মীরের অলি-গলিতে গুঞ্জন উঠাতে শুরু করে, তখন হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার তাকে ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করে। সেই সূত্র ধরেই ২০১৫ সালের আগস্টে বুরহান ওয়ানির মাথার মূল্য ১ মিলিয়ন (১০ লাখ) রুপি ঘোষণা করে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার।

এই সময়টাতে বুরহান ওয়ানি তাঁর বিশ্বস্ত কিছু সাথীদের নিয়ে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি এই অঞ্চলে একটি স্বাধীন ইসলামি প্রতিরোধ (জিহাদি) বাহিনী গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করেন। সেই সাথে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এবং কাশ্মীরি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে এক করতে যুদ্ধের ময়দানকে বিদেশি (গাদ্দার পাকিস্তান) প্রভাব থেকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই প্রক্রিয়ায়, তিনি হিজবুল মুজাহিদিনের নেতৃত্বের সাথে মতানৈক্যের সম্মুখীন হন। (যদিও তিনি তখন হিজবুল মুজাহিদিনের সর্বোচ্চ নেতা)। কেননা দলটির কলকাঠি নাড়তো গাদ্দার পাকিস্তান। দলের অধিকাংশ কমান্ডার পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের সাথে সংযোগ রেখে কাজ করে আসছিল।

এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যেই বুরহান ওয়ানি নতুন একটি বক্তব্য প্রচার করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, শুধুমাত্র কাশ্মীরে নয়, সারা বিশ্বে একটি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রাম চলবে। মূলত বুরহান ওয়ানির এই বক্তব্যের পর পরই তাঁকে অঘোষিতভাবে হিজবুল মুজাহিদীন থেকে একঘরে করে রাখা হয়। ফলে বুরহান ওয়ানিও তাঁর অধীনস্থদের নিয়ে একটি নতুন এবং স্বাধীন প্রতিরোধ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। (যেটি পরবর্তীতে জাকির মুসার হাত ধরে পূর্ণতা লাভ করে।) নতুন প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবার ১০ দিন পূর্বেই বুরহান ওয়ানিকে শহীদ করা হয়। তাঁর শাহাদাতের পিছনে পাকিস্তান এবং হিজবুল মুজাহিদীনের কিছু কমান্ডারের ভূমিকা ছিলো বলেও অভিযোগ উঠে।

বুরহান ওয়ানি তাঁর সর্বশেষ ভিডিও, নিবন্ধ এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুতে বার বার জনগণকে ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি শরিয়ত ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি এও বলেন যে, ভারত কাশ্মীরে ইসরাইলের নীতি অবলম্বন করছে। [১]

বুরহান ওয়ানির শাহাদাত ও কাশ্মীর জিহাদের নতুন অধ্যায় :

অবশেষে ৮ জুলাই ২০১৬-এ বুরহান ওয়ানির অবস্থান খুঁজে পায় ভারতীয় বাহিনী। কাশ্মীরের কোকেরনাগ জেলার বুমডোরা গ্রামে তাঁর খোঁজে অভিযান চালায় দখলদার বাহিনী। অভিযান ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন বুরহান ওয়ানি ও তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সাথী।

বুরহান ওয়ানির শাহাদাতের পর কাশ্মীরের সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে দখলদার ভারতীয় প্রশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বুরহান ওয়ানির জানাজায় প্রায় ২ লাখ মানুষ অংশ নেন। তাঁর শাহাদাতের পর কয়েক মাস ধরে চলে কাশ্মীর জুড়ে তীব্র সংঘর্ষ। এতে বহু মানুষ প্রাণ হারান, অনেকেই আহত হন।

তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর প্রতিরোধ যুদ্ধে শুরু হয় নতুন এক বিপ্লব। যা ভারতকে চিন্তিত করে তুলে। কেননা ভারত ভেবেছিল বুরহান ওয়ানির শাহাদাতের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর প্রতিরোধ যুদ্ধ অস্তমিত হয়ে যাবে। কিন্তু

বাস্তবে ঘটে তার সম্পূর্ণই বিপরীত ঘটনা। বিভিন্ন সূত্র মতে বুরহান ওয়ানির শাহাদাতের বছরই সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবক প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এই নতুন যুবকের দল আর বুরহান ওয়ানির ঘনিষ্ঠ সাথীরা কাশ্মীর প্রদিরোধ যুদ্ধে নতুন এক মাত্রা যুক্ত করেন। তাঁরা বুরহান ওয়ানির অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। কয়েক মাসের ব্যবধানে তাঁরা হিজবুল মুজাহিদীনের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা কমান্ডার জাকির মুসার নেতৃত্বে নতুন পথ চলা শুরু করেন। তাঁরা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার গোলামী ছেড়ে ঘোষণা করেন আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ নামে নতুন এক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর।

প্রতিরোধ যুদ্ধের এই প্রক্রিয়ায় যুবকরা কাশ্মীর যুদ্ধের স্লোগানই পরিবর্তন করে ফেলেন। 'কাশ্মীর বনেগা পাকিস্তান' স্লোগানের পরিবর্তে তাঁরা আওয়াজ তুলেন 'কাশ্মীর বনেগা দারুল ইসলাম'। যেই স্লোগানে সাড়া দিতে থাকেন তাওহিদপ্রেমী প্রতিটি কাশ্মীরি। যুবকরা কাশ্মীর আযাদের স্বপ্ন বুকে ধীরে ধীরে নতুন এই প্রতিরোধ বাহিনীতে যুক্ত হতে থাকেন।

এই বাহিনীতে যুক্ত হন বোরহান ওয়ানী রহিমাহুল্লাহ'র আপন ভাই **'ইমতিয়ায শাহ'**। যিনি আনসার গাযওয়াতুল হিন্দের একজন ডিপুটি ছিলেন। ২০২১ সালের ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে তিনি সহ আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মোট ৫ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। যারা দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা ধরে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার বাহিনীর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পানে ধন্য হন। এবং কাশ্মীরে শরিয়াহ্ ও শাহাদাতের আওয়াজকে বুলন্দ কারেন। যার ধরা আজও কাশ্মীরের উপত্যকায় চলমান রয়েছে।

বুরহান ওয়ানি মরেননি। বুরহান ওয়ানিরা মরেন না। তিনি যুগ যুগ ধরে কাশ্মীর প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন।

টীকা :

[১] বুরহান ওয়ানির এধরণের কিছু বক্তব্য ও চিন্তাধারা পরবর্তীতে 'আল-হুর' মিডিয়ায় এবং জাকির মুসা সহ ওয়ানির একাধিক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী প্রকাশ করেন।

লেখক : ত্বহা আলী আদনান

তথ্যসূত্র :

1) https://starsunfolded.com/burhan-wani/

2) https://bengali.oneindia.com/news/features/who-burhan-wani-hizbul-mujahideen-terrorist-killed-by-kashmir-police-009362.html

3) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Burhan_Wani

মালির রাজধানীতে হামলা প্রসারিত করেছে আল-কায়েদা: অফিসার সহ ৬ সেনা নিহত

২০১১ সাল থেকে শরিয়াহ্ ও শাহাদাতের লক্ষ্য নিয়ে মালিতে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যা আজও দেশটিতে অব্যাহত রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত বহু গাদ্দার ও দখলদার সেনা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে নিহত হচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই সম্প্রতি মালির রাজধানী বামাকোতে অভিযান বিস্তৃত করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

গত ১৪ জুলাই বামাকোতে বীরত্বপূর্ণ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যা গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি টার্গেট করে চালানো হয়েছে। বরকতময় এই হামলায় অন্তত ৬ সেনা নিহত হয়, যাদের মধ্যে ৪ জনই উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার। সেই সাথে আরও বহু সংখ্যক সৈন্য আহত হয়। এই অভিযানের ফলে দখলদার ক্রুসেডার বাহিনী এবং তাদের সাথে কাজ করা গাদ্দার বাহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

মালিয়ান কর্তৃপক্ষের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, গত বৃহস্পতিবার রাতে ভারী অস্ত্রধারীরা সেনাদের উপর একটি অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। যা রাজধানী বোমাকোর খুব কাছে অবস্থিত জনতাগিলা জেলার সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়। এতে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) মালির মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে খুবই সক্রিয়। সাম্প্রতিক সময়ে দলটি তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছে। তাঁরা এখন রাজধানীতেও আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে।

উল্লেখ্য যে, জেএনআইএম সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মালির বাহিরে বিভিন্ন দেশে তাদের আক্রমণ স্থানান্তরিত করেছে। তাঁরা আইভরি কোস্ট, পশ্চিম ও দক্ষিণ মালি, দক্ষিণ বুর্কিনা ফাসো, বেনিন এবং টোগোর মতো অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

কাশ্মীরে গ্রেনেড বিস্ফোরণে হিন্দুত্ববাদী ভারতের ২ সেনা অফিসার নিহত, আহত ৪

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের পুঞ্চ অঞ্চলে একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার বাহিনী। এতে অফিসার সহ ৬ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গতকাল ১৭ জুলাই মাঝরাতে পুঞ্চ জেলার মেনধার সেক্টরের সীমান্তবর্তী এলাকায় উক্ত গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। যেখানে দখলদার ভারতীয় সেনারা টহল দিচ্ছিল।

হঠাৎই এই গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনায় অফিসার সহ ৬ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়। পরে আহত সেনাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়ার পথেই ২ অফিসার মারা যায়। বাকিদের অবস্থা এখনো আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য যে, কাশ্মীরে শুধু প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায়ই নয়, বরং বিভিন্ন দূর্ঘটনা ও অপঘাতে প্রায়ই মারা যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনা সদস্যরা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Army officer, JCO killed, four others injured in accidental grenade blast at LoC in Mendhar

-

পার্বত্য অঞ্চলে সশস্ত্র গ্রুপের ছড়াছড়ি, বাড়ছে অস্থিরতা ও লাশের সংখ্যা

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে অস্থিরতা দীর্ঘদিনের। তবে বর্তমানে পাহাড়ি এ অঞ্চলটিতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এই অস্থিরতা। দিনকে দিন অঞ্চলটিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে অবৈধ সশস্ত্র সংগঠনের ততপরতা। যারা রুটিন মাফিক চাঁদাবাজিসহ হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে। প্রায়ই গ্রুপেগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে গুলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

আজ (১৮ জুলাই) ভোরে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছে। খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় পাহাড়ের সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফের দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলিতে একজন নিহত হয়েছে।

জানা যায়, ভোর সোয়া ৫টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নের দুর্গম সুকুমার কার্বারী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম অদুত ত্রিপুরা ওরফে উত্তম ত্রিপুরা। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে আহতের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ২৩ বিজিবির যামিনী পাড়া ক্যাম্পের অধিনায়ক লে. কর্নেল জাহিদুল করিম জানান, ভোর ৫টা থেকে সোয়া ৫টার মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এমন সংবাদের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তারা। এ সময় একজনের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে ১টি একে ২২ রাইফেল, ২টি ম্যাগাজিন, ৩ রাউন্ড গুলি, ৩১ রাউন্ড গুলির খোসা, ১টি ডেমো রাইফেল, চাঁদা আদায়ের রশিদ, তালিকাসহ হিল উইমেনস ফেডারেশনের একটি ব্যানার পাওয়া যায়। সাংগঠনিক কাগজপত্র ও নিহত ব্যক্তি ইউপিডিএফ মূল দলের বলে ধারণা করা হচ্ছে বলেও জানায় বিজিবি।

এছাড়াও, গত ১৫ জুলাই বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার ৬নং জামছড়ি ইউনিয়নে একদল সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক শৈসিংমং মারমা, পীং-খ্যিদুং মারমা নামে দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

আনুমানিক রাত ২:৩০ টার দিকে জামছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বাঘমারা হেডম্যান পাড়ায় ভিকটিমের নিজ বাড়িতে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

নিহত শৈসিংমং মারমার স্ত্রী উম্যানু মারমা (৩৬) জানান, 'কয়েকজন মুখোশধারী লোক গভীর রাতে ঘরে ঢুকে তার স্বামীকে গলাকেটে হত্যা করে।' বাড়িতে শৈসিংমং মারমা, তার স্ত্রী ও তাদের দুই কন্যা সন্তান থাকত বলে জানা গেছে। ঘটনার পরপরই উম্যানু মারমা ভয়ে তার দুই সন্তান নিয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেয় বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, যে গ্রামে শৈসিংমং মারমা হত্যার শিকার হয়েছেন সশস্ত্র গ্রুপ ইউপিডিএফ দলের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি হেডম্যান মংপু মারমার বাড়িও সেই গ্রামে। ধারণা করা হয় যারাই এসব গ্রুপের নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদেরকেই টার্গেট করে হত্যা করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সাম্প্রতিক এই উপজাতি সশস্ত্র গ্রুপগুলর মধ্যে যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই চলছে, সেটা মূলত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর জুম্মল্যান্ড আন্দোলন থেকে ব্যাপক ভিত্তিক খ্রিস্টান রাষ্ট্র কায়েমের দিকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। আর যেহেতু এই অঞ্চলের মুসলিমদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পরেও এদেশের দালাল সরকার কোন পদেক্ষেপ নিচ্ছে না, তাই মুসলিমদেরকেই এসব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহব্বান জানিয়েছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফের দুই পক্ষের গোলাগুলিতে নিহত ১: অস্ত্র, গুলি উদ্ধার- https://tinyurl.com/y25rmeb5

২। বান্দরবানে দুর্বৃত্ত কর্তৃক এক মারমা গ্রামবাসীকে গলাকেটে হত্যা- - https://tinyurl.com/mrynhfev

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ: জার্মানিতে হিজাবি মহিলাকে হেনস্থা

জার্মানিতে পথে-ঘাটে হেনস্থার শিকার হয়ে চলেছেন মুসলিম নারীরা। সর্বশেষ দেশটির রাজাধানী বার্লিনে একজন মুসলিম নারীর মাথার হিজাব ছিঁড়ে তাকে মারধর করা হয়েছে।

মুসলিম বিদ্বেষী হামলাকারী ছিল ৩৭ বছর বয়সি। সে জনসমক্ষে একজন ৩৯ বছর বয়সি মুসলিম নারীর মাথার স্কার্ফ ছিঁড়ে তার মাথায় এবং শরীরে আঘাত করে। আক্রমণটি ভিসেনজা এলাকার একটি রেস্তরাঁয় হয়েছে।

গত ১৫ জুলাই শুক্রবার বার্লিনের প্রেনজলাউয়ারবার্গ এলাকায় আরেকটি মুসলিম বিদ্বেষী হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে এক ৫২ বছর বয়সি ব্যক্তি দু'জন মুসলিম নারীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এতা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণেই তাদেরকে এমন হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে।

কথিত এসব উন্নত দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সব করা যাবে, কিন্তু মুসলিমরা হিজাব পড়তে পারবে না। সকলের নিরাপত্তার অধিকার থাকলেও মুসলিমদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই। তাদেরকে হয়রানি করলেও কোন বিচার করা হয় না। এব্যাপারে মিডিয়া কিংবা মানবাধিকার সংস্থাগুলো কথা বলবে না। এর কারণ একটাই তারা মুসলিম।

বিশ্লেষকরা বলছেন, পশ্চিমারা চায় সম্মানিত মুসলিম নারীরাও তাদের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেরাক; কারণ তাঁরা তো ইতিমধ্যে তাদের নারীদেরকে ভোগ্যপণ্যের স্তরে নামিয়ে এনেছে।

তথ্যসূত্র:

----

১. জার্মানিতে হিজাবি মহিলাকে হেনস্থা - https://tinyurl.com/4vxn96h3

উত্তরপ্রদেশের মন্দিরে গোস্ত ফেলে ষড়যন্ত্র, মুসলিমদের মাংসের দোকানে আগুন

গত শনিবার উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণে কে বা কারা গোস্তের টুকরো ছুড়ে ফেলে। একাজগুলো হিন্দুদেরকে মুসলিমদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে উগ্র হিন্দুরাই পরিকল্পনামাফিক করে থাকে। যা ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আর যেগুলোতে ধরা পড়ে না, সেগুলোর দোষ চাপানো হয় মুসলিমদের উপর।

ঘটনাটি ঘটেছে তালগ্রাম থানার সীমানার মধ্যে অবস্থিত রসুলাবাদ গ্রামে। ভোর ৪টার দিকে মন্দিরের পুরোহিত জগদীশ জাটভ মন্দিরের ভেতরে মাংসের টুকরো দেখতে পায়।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ উগ্র হিন্দুত্ব জনতা মন্দির থেকে অল্প দূরে অবস্থিত মুসলিম ব্যক্তিদের মালিকানাধীন তিনটি মাংসের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে স্থানীয় হিন্দুরা পুলিশকে খবর দেয়।

স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মুসলিম ব্যক্তিদের আগুন লাগিয়ে দেওয়া দোকানের কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তারা মন্দির চত্বর থেকে মাংসের টুকরোগুলি সরানো এবং কম্পাউন্ডটি পরিষ্কারের কাজ করে।

তদন্ত ছাড়া দোকানে আগুন দেওয়ার পরেও উল্টো স্থানীয় হিন্দু গোষ্ঠীর সদস্যরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে এবং তালগ্রাম-ইন্দরগড় সড়ক অবরোধ করে।

সে দিন বিকেলে উত্তেজিত হিন্দু জনতা আরো তিনটি মাংসের দোকানে আগুন ধরিয়ে দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আতঙ্কিত মুসলিমরা দোকানপাট, বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এভাবেই একেরপর এক ষড়যন্ত্র করে ভারতে মুসলিমদের বসবাস কঠিন থেকে কঠিন করে তোলা হচ্ছে। আকাঁ হচ্ছে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়ে অখণ্ড রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার মানচিত্র। এমতাবস্থায় এখনি নববী মানহাজের অনুসরণ করে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেওয়ার জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদ হক্বানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Meat Thrown Into Uttar Pradesh Temple, Meat Shops Set On Fire: Police - https://tinyurl.com/mseybu6c

---

১৭ই জুলাই, ২০২২

ফটো রিপোর্ট || আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে উৎসবমুখর ঈদের দিনগুলো-১

পবিত্র ঈদুল আযহাকে ঘিরে ইবাদতের পাশাপাশি নানারকম উৎসবময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈদের দিনগুলো পার করেছেন আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোর মুসলিমরা।

ঈদের দিনগুলোকে উৎসবমুখর করতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আশ-শাবাব। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াত, নাশিদ ও কবিতা আবৃতি, কৌতুক এবং নানারকম খেলা। এছাড়াও রয়েছে আশ-শাবাব যোদ্ধাদের সামরিক কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন খেলা এবং দর্শনীয় পারফরম্যান্স।

যাতে সাধারণ মানুষ সতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করেন।

উৎসবমুখর ঈদের দিনগুলোর কিছু চিত্র দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/07/17/58046/

কাশ্মীরে আবারো স্বাধীনতাকামীদের হামলা : নিহত এক ভারতীয় সেনা

কাশ্মীরে দখলদার ভারতীয় বাহিনীকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা। এতে দখলদার ভারতের এক সিআরপিএফ সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

কাশ্মীরভিত্তিক নিউজ পোর্টাল 'দা কাশ্মীরিয়াত' এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পুলওয়ামা জেলার অন্তর্গত গাংগু এলাকায় আজ রবিবার ১৭ জুলাই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে দখলদার ভারতীয় সিআরপিএফ এর একটি টহলরত দল স্বাধীনতাকামীদের হামলার শিকার হয়।

হামলায় ঘটনাস্থলেই বিনোদ কুমার নামের এএসআই র‍্যাংকধারী এক সিআরপিএফ সদস্য গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া যাওয়া হয়। আর সেখানেই হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় উক্ত দখলদার সেনা নিহত হয়।

হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক শত দমন-পীড়ন আর প্রতিকূলতাও দমাতে পারছেনা কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের। একের পর এক হিন্দুত্ববাদীদের অবস্থানে আঘাত হেনে যাচ্ছেন তাঁরা। যা দিন দিন আরও জোড়ালো হচ্ছে। দখলদার হিন্দুত্ববাদী এই সন্ত্রাসীদের উপর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার এই ঘটনাগুলোকে মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক এবং আশাপ্রদ বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র :

----

1. CRPF trooper injured in Pulwama attack succumbs - https://tinyurl.com/45n8y4us

---

মুসলিম মালিকানাধীন শপিং মলে নামাজ পড়ায় মুসল্লিদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের এফআইআর

উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে ভারতের অন্যতম বড় শপিং মল খুলছে একজন মুসলিম ধনকুবের ইউসুফ আলি। সেখানে মুসলিমরা নামাজ আদায় করায় হিন্দুত্ববাদীরা আন্দোলনে নেমেছে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মুসল্লিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে।

নামাজের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করার পর, হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সদস্যরা মলের গেটের বাইরে বিক্ষোভ করে। সংগঠনের সদস্যরা গত শুক্রবার মলে হিন্দুত্ববাদীদের হনুমান চালিসা পাঠ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা এ নিয়ে আপত্তি তুলেছে এবং সমস্ত হিন্দুদের ওই শপিং মল বয়কট করার ডাক দিয়েছে।

উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদীরা ইতিপূর্বেও মুসলিম ব্যবসায়ী ও তাদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বয়কটের ডাক দিয়েছে। তারা মুসলিমদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে দুর্বল বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারত এখন মুসলিমদের জন্য এতোটাই সঙ্কুচিত হয়ে পরেছে যে, নিজ ধর্মীয় বিধান পালন করাও অন্যায়। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের নামাজ, কোরবানি সহ মৌলিক বিধান পালন করতে বাধা দিচ্ছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দিয়ে মুসলিমদের গণহারে হত্যার চক বাস্তবায়ন করেছে।

এ অবস্থায় মুসলিমদের পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করে নিজ পরিবার ও জাতিকে রক্ষায় নববী মানহাজের অনুসরণ করে নিজেদের প্রতিরক্ষা জরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদ হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP Police file FIR against Muslims who offered namaz at Lulu Mall - https://tinyurl.com/5xubktpu

2. https://tinyurl.com/2p9bbhmh

আবারও গাজায় হামলা চালাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরাইল

জয়নাবাদী ইসরাইল ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার উপর নতুন করে আগ্রাসন চালিয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, তারা গত শনিবার দিনের প্রথমভাগে গাজায় হামাসের একটি ভূগর্ভস্থ স্থাপনার ওপর হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েল বলছে, ওই স্থাপনায় হামাস রকেট তৈরির কাজ করতো।

ফিলিস্তিনিরা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সকাল পাঁচটার পরপরই ইসরায়েল গাজা শহরের ওপর কয়েকটি আঘাত হানে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি এবং ভিডিওতে দেখা যায়- অজ্ঞাত কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলার পর আগুনের কুণ্ডলী উঠছে।

ফিলিস্তিনের আরবি ভাষার সংবাদ মাধ্যম 'প্যালেস্টাইন টুডে' জানিয়েছে, সন্ত্রাসী ইসরায়েলের কয়েকটি যুদ্ধবিমান থেকে হামাস আন্দোলনের একটি স্থাপনার ওপর আটটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়।

পত্রিকাটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তর গাজার ফিলিস্তিনি জেলেদের ওপরও ইসরায়েলি গানবোট থেকে গোলাবার্ষণ করা হয়। এছাড়া, আজ ভোরের দিকে ইসরায়েলি বিমান থেকে গাজার পশ্চিমে নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে বোমা বর্ষণ করে অবৈধ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের যুদ্ধবিমান।

এ হামলা এমন সময় চলছে, যখন গাদ্দার সৌদি আরব ইসরায়েলকে নিজেদের আকাশসীমা পূর্ণরূপে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ব সন্ত্রাসী মার্কিন প্রেসিডেন্ট মধ্যপ্রাচ্যে সফর করছে। এ হামলার ব্যাপারে আমেরিকা বা সৌদি কেউই টু শব্দটি করেনি। এর মধ্যদিয়ে এটাই প্রমাণ হয় বেপরোয়া ইসরায়েল আমেরিকা ও গাদ্দার আরব শাসকগোষ্ঠীর সমর্থন নিয়েই এসব হামলা চালাচ্ছে।

এজন্য উম্মাহ দরদী আলিমরা সবসময়ই বলে আসছেন যে, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরসহ বিশ্বের সকল প্রান্তের মাজলুম মুসলিমদের মুক্তির একমাত্র পথ নববী মানহাজ অনুসরণ করে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। নতুবা উম্মাহর লাঞ্ছনা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে সতর্ক করেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israel launches air raids on Gaza Strip, no casualties reported - https://tinyurl.com/yyawmkaw

---

১৬ই জুলাই, ২০২২

ব্রেকিং নিউজ || তাজিকিস্তান সীমান্তে তাজিক যোদ্ধাদেরই নিয়োগ দিল তালিবান: নাখোশ তাজিকিস্তান

সম্প্রতি তাজিকিস্তান সীমান্তে নতুন করে সেনা সদস্য বাড়িয়েছে আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাত প্রশাসন। এবার সীমান্তটির নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তালিবানের অন্তর্গত তাজিক যোদ্ধাদের। তবে এই পদক্ষেপে 'নাখোশ' হয়েছে তাজিকিস্তান।

তাজিকিস্তানের সরকারি কর্মকর্তারা বলেছে যে, তারা আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তান সীমান্তে স্থাপিত পর্যবেক্ষণ পয়েন্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন। ঐ কর্মকর্তারা দাবি করেছে যে, ইসলামি ইমারাত প্রশাসন দরওয়াজের সীমান্ত অঞ্চলের নদী ঘিরে উঁচু উঁচু ওয়াচ টাওয়ার (পর্যবেক্ষণ পোস্ট) নির্মাণ করেছে।

তাজিকিস্তানের পাহাড়ী বাদাখশান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের এক সীমান্তরক্ষী কর্মকর্তা ওই এলাকায় পর্যবেক্ষণ পোস্টের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছে।

তাজিকিস্তান প্রশাসন আরও দাবি করেছে যে, ইসলামি ইমারাত প্রশাসনের অন্তর্গত তাজিক সামরিক ইউনিটকে এই অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে। যারা তাজিকিস্তানের নাগরিক এবং তারা ইসলামি ইমারাত প্রশাসনের সাথে যুক্ত।

এদিকে আফগান সরকার দেশে তাজিক যোদ্ধাদের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত বা অস্বীকার কোনটিই করেননি। তবে তালিবান সংশ্লিষ্ট কিছু অ্যাকাউন্টের বরাতে জানা গেছে যে, কয়েকবার তাজিক প্রশাসনের সাথে বৈঠক ও

চুক্তি করার পরেও সীমান্ত সমস্যা দূর না হওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগান সরকার। ফলে তাজিক সীমান্ত অঞ্চলটি নিরাপদ রাখতে সেখানে প্রাক্তন "জুন্দুল্লাহ" এর যোদ্ধাদের নিয়োগ দিয়েছে তালিবান সরকার। যার নেতৃত্ব রয়েছেন মাহদি আরসালান। তিনি সহ এই ইউনিটের ২০০ যোদ্ধাই তাজিক নাগরিক। যারা ইমারাতে ইসলামিয়ার হয়ে এখানে বছরের পর বছর কুফফার জোট-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

অন্যদিকে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, নিরাপত্তা উদ্বেগের ক্ষেত্রে তাজিকিস্তানের উচিত ঝামেলা না করে সরাসরি কাবুলের সাথে যোগাযোগ করা।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরেই তাজিক ও আফগান প্রশাসনের মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়েই উত্তেজনা বিরাজ করছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আফগান সরকারি অস্ত্র, ট্যাংক ও বিমান আটকে রাখা। যা পূর্বেকার গোলাম সরকারি বাহিনী পালানোর সময় তাজিকিস্তান নিয়ে গিয়েছিল।

সাম্প্রতিক ঘটনায় আবারও বিষয়টি তুলছেন তালিবান সদস্যরা। তাদের মতে, আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাজিক সরকারের নাক গলানোর কোনই অধিকার নেই। "আমরা আমাদের সীমান্ত নিরাপদ রাখতে কাকে নিয়োগ দিবে সেটা আমাদের ব্যপার। অথচ তাজিকিস্তান বার বার আমাদের অভ্যন্তরিণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, কিন্তু আমরা বিষয়গুলো আলোচনা মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেছি। এখনো তাজিক সরকার আমাদের বিমান, ট্যাংক এবং অসংখ্য অস্ত্র আটকে রেখেছে। তাজিকিস্তানের উচিত আমাদের কোন বিষয়ে মন্তব্য করার আগে আমাদের সম্পাদ ফিরিয়ে দেওয়া।"

ইসরায়েলের জন্য উন্মুক্ত হল সৌদি আরবের আকাশপথ

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বেশ কিছু আরব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে হাঁটছে দখলদার ইসরায়েল। ইতোমধ্যেই অনেক গাদ্দার আরব দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের চুক্তিও হয়েছে। এবার তারই ধারাবাহিকতায় ইসরায়েলকে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরব। ফলে এখন থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ইসরায়েলের বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের বিমান সৌদির আকাশপথ ব্যবহার করতে পারবে।

ইসরায়েলের সঙ্গে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই সৌদি আরবের। তবে ইসরায়েলের সাথে রিয়াদের গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়, যে বিষয়টি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি সৌদি আরব। ২০২০ সালে তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে একটি গোপন বৈঠকের জন্য সৌদি আরবে এসেছিল। যদিও বিষয়টি গাদ্দার সৌদি প্রশাসন অস্বীকার করেছিল।

এত দিন দেশটির আকাশসীমা ব্যবহার করে ইসরায়েলে চলাচলের ক্ষেত্রে উড়োজাহাজগুলোর ওপর বিধিনিষেধ ছিল। এখন সেই বাধা আর রইল না। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সৌদি আরব সফরের আগমুহূর্তে এ ঘোষণা দিয়েছে পশ্চিমা ও জায়নবাদী দালাল সৌদি সরকার।

সন্ত্রাসি রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্য সৌদি আরবের আকাশসীমা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে সৌদি বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলে- এই সিদ্ধান্ত সৌদি আরবের সঙ্গে অনেক মাস ধরে প্রেসিডেন্টের অবিচল ও নীতিগত কূটনীতির ফল, যা আজ তার সফরে চূড়ান্ত পরিণতি পেল।

মধ্যপ্রাচ্য সফরের অংশ হিসেবে গতকাল দিনের শেষ দিকে এক ভ্রমণে সৌদি আরব এসেছে বাইডেন। মধ্যপ্রাচ্য সফরের অংশ হিসেবে গত বুধবার ইসরায়েল পৌঁছান বাইডেন। আরও আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে পদক্ষেপ নিতে পারে বলে এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিল ওয়াশিংটন।

ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংঘাতের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দাপ্তরিকভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপন না করার বিষয়ে দীর্ঘদিনের অবস্থান ছিল সৌদি আরবের। তবে এখন এ পদক্ষেপ দখলদার ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের আনুষ্ঠানিকতার শুরু হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আব্রাহাম অ্যাকর্ডের অধীন ২০২০ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে কুখ্যাত সংযুক্ত আরব আমিরাত শাসকগোষ্ঠী। একই পথ অনুসরণ করে বাহরাইন ও মরক্কো। আঞ্চলিক মিত্রদের এমন পদক্ষেপের কোন বিরোধিতা করেনি সৌদি আরব।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আরব দেশগুলো প্রধান তিনটি শর্ত দিয়েছিল। সেগুলো হলো, যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোর দখল করা জমি ছেড়ে দেওয়া, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন ও স্বীকৃতি এবং ফিলিস্তিনের দখল করা জমি হস্তান্তর। তবে সেই 'লক দেখানো' শর্তের কোনোটা পূরণ না হওয়ার পরও গাদ্দার আরব দেশগুলো অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

ইসরায়েলের সাথে একের পর আরব দেশের সম্পর্ক স্থাপনের প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠা বা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে বহু দূরেই ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। বৃহত্তর এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা ইসরায়েল–ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের বিষয়টি।

আরব বিশ্ব ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিনিময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে ছিল অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি করেছে ইসরায়েল। আর ফিলিস্তিনিরা এখনো পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে অধিকৃত অবস্থায় আছে, যা গাজার মতোই একটি উন্মুক্ত কারাগারের শামিল।

কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আরব রাষ্ট্র কেউই ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে যখন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা, তখন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের স্বাধীনতা অর্জনের দায়িত্ব মুসলিমদেরকে নিজেদের কাঁধেই তুলে নিতে হবে বলে দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন উম্মাহ দরদী আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Saudi Arabia opens airspace to Israeli flights - https://tinyurl.com/2p8ehshe

---

কাশ্মীরে গোলাগুলির ঘটনায় নিহত ৩ ভারতীয় দখলদার সেনা, আহত আরও ৫

কাশ্মীরের পুঞ্চ ও উধমপুরে ভারতীয় দখলদার বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে সহকর্মীদের গুলিতে অন্তত ৮ ভারতীয় দখলদার সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

দ্য কাশ্মীরিয়াত-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আজ ১৬ জুলাই শনিবার কাশ্মীরের উধমপুরে দখলদার ভারতীয় বাহিনীর একটি সেনা শিবিরে সংঘর্ষের ঐ ঘটনা ঘটে। সেখানে এক সেনা সদস্য তার সার্ভিস রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে এক আইটিবিপি সেনা সদস্যকে হত্যা করেছে।

এদিকে, সরকারী সূত্র জানিয়েছে যে, ভূপেন্দ্র সিং নামে এক সৈন্য তার সহকর্মীদের উপর গুলি চালিয়েছে। এতে ভারতীয় দখলদার বাহিনীর ৩ সদস্য আহত হয়েছে। এসময় ভুপেন্দ্রও গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত হয়েছে।

আহত অন্য তিন আইটিবিপি-র সদস্যকে (ডালে রাম, অখলীল মালিক, গোর রজনীকান্ত) চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতীয় সেনা শিবিরে এটি দ্বিতীয় সংঘর্ষের ঘটনা। এর আগে গত ১৫ জুলাই শুক্রবার শ্রীনগরের পুঞ্চ জেলার সুরনকোট এলাকায় একটি শিবিরে একই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটে। যেখানে ভারতীয় বাহিনীর নিজেদের মধ্যকার কামড়াকামড়ির ঘটনায় ২ সেনা সদস্য নিহত হয়। একই সাথে আরও ২ দখলদার সেনা সদস্য আহত হয়।

উক্ত ঘটনা দু'টিকে নির্যাতিত কাশ্মীরি মুসলিমদের জন্য হৃদয় শীতলকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ। দখলদার বাহিনীর সদস্যদের নিজেদের মধ্যে গোলাগুলিতে নিজেরা নিহতের এই ঘটনা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার মুখে শত্রুদের মানসিক পরাজয়েরই ইঙ্গিত বহন করে বলে মনে করেন তাঁরা।

মুসলিমদের বয়কট ও গুজরাটের মতো হত্যার আহ্বান হিন্দুত্ববাদী কয়েকটি সংগঠনের

ঈদের ঠিক এক সপ্তাহ আগে বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের অন্তত ৩০০ কর্মী দিল্লি শহরের নিকটতম এলাকা মানেসার মহাপঞ্চায়েতে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ থেকে তারা উদয়পুরে নিহত শাতিম কানাইয়া লাল হত্যার প্রতিবাদ জানায়।

পঞ্চায়েত-এর কয়েকদিন আগে থেকেই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বয়কট করার আহ্বান জানিয়ে আসছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। হিন্দুত্ববাদী নেতারা মুসলিমদের বয়কট করার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে মুসলিমদের গুজরাটের মতো হত্যা করার আহ্বান জানায়। যদিও এ ধরনের আহ্বান ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী দণ্ডবিধির ১৫৩ A এবং B ধারার প্রকাশ্য লঙ্ঘন।

গণমাধ্যম কর্মীরা মানেসার পঞ্চায়েত সংগঠিত করা ৩ জন আহ্বায়কের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। জানতে চেয়েছেন তাদের কি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতা। সোশ্যাল

মিডিয়ায় নিয়মিতই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে তারা। তারা নিজেদের ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সদস্য হিসেবে দাবি করে।

সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ

গণমাধ্যম কর্মী: কি কারণে আপনারা মুসলিমদের বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলেন? এমন পদক্ষেপের পেছনে উদ্দেশ্য কী? মুসলিম ব্যাবসায়ীদের কারণে আপনি কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

হিন্দুত্ববাদী নেতা: ২০২০ সালে যখন লকডাউন ছিল, তখন ৫০ হাজার রুপি উপার্জনকারী লোকেরাও তাদের পরিবারের কাছে চলে যেতে হয়েছিল। কারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে কারো জানা ছিল না। কেউ জানতো না কিভাবে তারা বাড়ি ভাড়া দেবে। আমাদের এলাকার অনেক মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছে। কিন্তু আপনি মুসলিম বস্তির দিকে তাকান। তারা সেখানে নামাজ আদায় করে। তাদের ভাষা আমাদের থেকে আলাদা। এদের বেশিরভাগই রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি। তারা তাদের বস্তিগুলোর ভাড়া দিয়েছে। সেই সময় যখন কাউকে ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি, তখন তারা খাওয়ার ব্যবস্থা করল কী করে? তাদের ভাড়া কে দিয়েছে? এটাই আমার উদ্বেগ!

আপনি এখানে কোন একটি জুস বিক্রেতার কাছে যান। তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করুন। সে বলবে 'রাজু'। আপনি তার আইডি চেক করলে দেখবেন তার নাম ভিন্ন। অনেক সময় আমরা দেখেছি যে আইডি হিন্দু নামে রয়েছে কিন্তু সে শুক্রবার নামাজ পড়ে। মুসলিমরা ভুয়া আইডি তৈরি করেছে। আমাদের এলাকায় এ ধরনের ঘটনা অনেক বাড়েছে। আমাদের হিন্দু ভাইদের থেকে আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের অভিযোগ পাই যে, 'আমার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে।' 'আমার বউ চলে গেছে।' এসব বিষয় বিবেচনা করে আমরা এমন অবস্থান নিয়েছি।

বাসস্ট্যান্ডের দিকে তাকালে দেখা যায় বিরিয়ানির দোকান। আমরা হিন্দুরা বিরিয়ানি খাই না। তারা চার্টে 'ভেজ/নন-ভেজ বিরিয়ানি' উল্লেখ করে ঠিকই। কিন্তু আমাদের সন্তানরা যদি কোনো দিন সেখানে গিয়ে নন-ভেজ খায়? মুসলিমরা তাদের খাবারে কী মিশায় কে জানে? যেকোন গলিতে যান, শুধু এই লোকগুলোরই দোকান। আমাদের লোকজনের কোন কাজ নেই, কেন? একজন হিন্দু যে কাজ ৫ রুপিতে কাজ করতে চাই, এই ছেলেরা ২ রুপিতে করে ফেলবে, কেন? কারণ তারা আপনার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার জন্য একটা কিছু তো করতে চাই। সুতরাং, আমাদের এলাকায় কোন খারাপ জিনিস জন্ম নিচ্ছে কি-না সেটি তো আমাদের পরীক্ষা করতে হবে। আগামী দিনে যদি তারা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে আমরা বা সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিনা? আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, একজন যদি নিজেকে হিন্দু বলে দাবি করে তবে সে আসলেই হিন্দু মুসলিম না।

শাহিনবাগ থেকে যখন রিলায়েন্সকে বয়কট করার ডাক দেয়া হয়, এজন্য যে রিলায়েন্সের টাকায় আরএসএস ও বিজেপি অস্ত্র ক্রয় করে। তাহলে আমরা কেন এমনটা করতে পারি না? হিন্দুদের ক্ষমতায়নে আমাদের কী কোন দায়িত্ব নেই? আমাদের সম্প্রদায়ের কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি কাজ করতে চায়, তাহলে কি তাকে ছোট ব্যবসা গড়ে তুলতে সাহায্য করা উচিত নয়? এই লোকেরা(মুসলিমরা) মসজিদ থেকে টাকা পায়। তাদের বাড়ির দিকে

তাকান, তারা বস্তিতে থাকে, কিন্তু তাদের দোকানগুলো ঘোচানো। আজ যদি আমরা হিন্দুরা না জাগি তবে কখন জাগব?

দিন দিন ভারত ভূমি মুসলিমদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের হত্যার আহ্বান জানালেও কোন প্রকার আইনের মুখোমুখি হতে হয় না তাদের। বিপরীতে মুসলিমদের ঠুনকো অযুহাত দেখিয়ে হত্যা ও গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের এখন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী সময়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা তাদেরকে হয় মৃত্যু না হয় ইসলাম ত্যাগ – এই দু'টির একটি বেছে নেওয়ার মতো অবস্থায় নামিয়ে আনছে। মুসলিমদেরকে তাই নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের প্রস্তুতি গ্রহণের আহব্বান জানিয়েছেন হক্কানী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. After 'Boycott Muslims' Call Comes VHP Threat of Killings, 'Will Repeat Gujarat if Situation Demands' - https://tinyurl.com/99z4y49h

---

নড়াইলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ(ﷺ) কে নিয়ে হিন্দুত্ববাদী যুবকের কটূক্তি

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া গ্রামের অশোক সাহার ছেলে আকাশ সাহা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)কে নিয়ে কটুক্তি করে। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে শুক্রবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসী এর প্রতিবাদে এবং আকাশ সাহার শাস্তির দাবীতে শুক্রবার সন্ধ্যায় মানববন্ধন করে।

কিন্তু লোহাগড়া থানা পুলিশ, ডিবি পুলিশ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদী মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয় মূলত প্রকাশ্যে ঐ অপরাধি হিন্দু যুবকের পক্ষ নেয়। দালাল পুলিশ তাওহিদী মুসলিমদের ছত্রভঙ্গ করতে হামলা চালায়। পরে রাত সাড়ে নয়টার দিকে র‍্যাব-৬ এর একটি দল এবং নড়াইলের পুলিশ সুপার প্রবীর রায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বর্তমানে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, কদিন পরপরই মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটূক্তি করে যাচ্ছে উগ্র হিন্দুরা। বর্তমান ভারতপন্থী দালাল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের উসকানীতে রাসুল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটভিত্তিক অবমাননা করে যাচ্ছে। এজন্য দেশের শীর্ষ ওলামা মাশায়েখগণ বার বার দাবি জানিয়ে বলেছেন, আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রাসুল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে বার বার রাসুল ((ﷺ) কে অবমাননাকর বক্তব্য দিতে কেউ সাহস করতো না।

কিন্তু এ সরকার গোস্তাখে রাসূলদের বিচারের ব্যবস্থা না করে উল্টো উলামায়ে কেরাম ও তাওহিদী জনতার উপর নানা রকম জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অনেক নবী প্রেমিককে গুলি করে হত্যাও করেছে। আর এতে এই সরকারের হিন্দুত্ববাদ তোষণের বিষয়টি দিনে দিনে আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করেন উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

১. লোহাগড়ায় মহানবী (সাঃ)কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে মানববন্ধন - https://tinyurl.com/6kvn3fw2

দখলকৃত কাশ্মীরে নিয়মতান্ত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ভারতীয় সেনারা

হিন্দুত্ববাদী ভারতের অবৈধভাবে অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা বলছেন, গুজরাটের কসাই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিবাদী ভারত সরকার ওই অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, যেখানে ভারতীয় সেনারা নিয়মতান্ত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা শ্রীনগরে তাদের সাক্ষাৎকার ও বিবৃতিতে বলেছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে প্রতিদিনই কাশ্মীরিরা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, হেফাজতে নির্যাতন এবং নির্বিচারে আটকের মুখোমুখি হচ্ছে।

তারা বলেছে, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট মোদি সরকার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার পর এবং এটিকে সামরিক অবরোধের আওতায় ফেলার পর থেকে দখলকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, 'ভারত নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে দাবি করলেও দখলকৃত কাশ্মীরের প্রতিটি মানবাধিকার নীতি নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করছে। বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক অধিকার গোষ্ঠী বার বার এই অঞ্চলে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

তারা বলেছে যে, কাশ্মীরে ক্রমবর্ধমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সচেতন হতে হবে। কাশ্মীরের মুসলিমদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরার জন্য সারা বিশ্বের বিবেকবান জনগণকে অবশ্যই নিরলসভাবে কাজ করতে হবে উল্লেখ করে তারা বলেন, কাশ্মীরিদের অবশ্যই তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতিসংঘের বিভিন্ন রেজোলিউশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

সম্প্রতি একটি সংবাদ সম্মেলনে কাশ্মীর নিয়ে তাদের উদ্বেগ এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের নীরবতা নিয়ে এভাবেই তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Indian troops committing systematic HR abuses in IIOJK - https://tinyurl.com/r6f8puka

---

মালিতে আল-কায়েদার হামলা বৃদ্ধি : মিশরীয় সেনাদের পলায়নের সিদ্ধান্ত

এই বছর মালিতে আল-কায়েদার হামলায় বিপুল সংখ্যক সৈন্য হারিয়েছে সিসির মিশর। একের পর এক সেনা হারানোর পর দেশটি মালি থেকে সামরিক উপস্থিতি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মালিতে ক্রুসেডার জাতিসংঘের বহুমাত্রিক সামরিক মিশনের (MINUSMA) অধীনে দীর্ঘদিন ধরে সামরিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে গাদ্দার সিসির নেতৃত্বাধীন মিশর। কিন্তু ২০২২ সালের শুরু থেকেই দেশটির সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে তাদের সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আর এসব অভিযানে বহু সংখ্যক মিশরীয় সৈন্য নিহত এবং আরও অনেক সৈন্য আহত হয়।

ফলশ্রুতিতে গাদ্দার মিশরীয় কর্তৃপক্ষ গত ১১ জুলাই MINUSMA এর কাছে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল যে, তারা মালিতে মিশরের সামরিক উপস্থিতি বন্ধ করতে চায়। এনিয়ে জাতিসংঘের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে মিশর।

এই পক্রিয়ায় MINUSMA একটি বিবৃতি জারি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে, "আমাদের জানানো হয়েছে যে, মিশরীয় সামরিক ইউনিট ১৫ আগস্ট থেকে মালিতে তার কার্যক্রম স্থগিত করবে।"

বিষয়টিকে একটি সুখবর এবং উম্মাহর জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ। আর তাঁরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, এভাবেই বাদবাকি শত্রু দেশগুলোও আস্তে আস্তে তাদের সৈনিকদেরকে মালি সহ গোটা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রত্যাহার করে নিবে, ইনশাআল্লাহ।

১৫ই জুলাই, ২০২২

জম্মু গণহত্যা : স্মৃতির আড়ালে চলে যাওয়া ইতিহাসের এক অন্ধকার পাঠ

কাশ্মীর সমস্যা, কাশ্মীরিদের উপর নির্যাতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সময় শুরুতেই এখন শুধু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা ও বিতাড়নের প্রসঙ্গ উঠে আসে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর সরকারি প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রে চলা নির্যাতন এবং কাশ্মীর থেকে তাঁদের বিতাড়ন অবশ্যই ঘৃণিত ও চরম নিন্দনীয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে সংঘটিত লক্ষ গুণ ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যার নৃশংসতা ইতিহাসের আড়ালেই রয়ে যায়, রেখে দেওয়া হয়।

পেক্টা সান্ট সারভেন্ডা (Pacta Sunt Servanda) হল আন্তর্জাতিক দেওয়ানি আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত বাক্যটির মর্মার্থ হল, দুটি পক্ষ একে অপরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে, উভয়পক্ষই চুক্তির শর্তাবলী শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলবে। চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং উভয়পক্ষের অবস্থান চুক্তির আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

কাশ্মীর সমস্যা, আর্টিকেল 370 এবং 35A ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা, নানা তর্কবিতর্কের পরেও একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সত্য যে, স্বাধীনতা অর্জনের পরে ঘটনাবহুল পরিস্থিতির পর্যায়ক্রমে প্রিন্সলি স্টেট কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং শর্তসাপেক্ষে ইন্সট্রুমেন্ট অফ একসেশন সাক্ষর করে কাশ্মীরকে ভারতের সাথে যুক্ত করেন। অর্থাৎ কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয় এবং কাশ্মীর শর্তসাপেক্ষে চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

বর্তমানে ধারা 35A এবং 370 বাতিলের ফলে ভারত এবং কাশ্মীরের মধ্যে চুক্তি যেহেতু লঙ্ঘিত হয়েছে, সেহেতু ল অফ কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী পরিস্থিতি ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের আগের মুহূর্তে ফিরে যাবে। অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের পরে আইন অনুযায়ী কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কথা। ধারা 35A এবং 370 বাতিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ভারতের সুপ্রিমকোর্টে একাধিক মামলা হয়েছে। রায় বেরলে বোঝা যাবে সে সব মামলার সারবত্তা। যাই হোক, এই নিবন্ধে আলোচনার মূল বিষয় হল- জম্মুতে বীভৎস মুসলিম গণহত্যা এবং জাতিগত নির্মূলকরণ যা খুবই কম চর্চিত হয়েছে বা চর্চিত হয়নি। অথচ এ নিয়ে অনেক তথ্য আছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। রয়েছে ঐতিহাসিক দলিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পরে "জম্মু ছিল হিন্দু অধ্যুষিত, কাশ্মীর ছিল মুসলিম অধ্যুষিত"- নিখাদ অসত্য এই প্রোপাগাণ্ডা বহুলভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে। জম্মু এবং কাশ্মীর কোনো প্রদেশই হিন্দু অধ্যুষিত ছিল না, দুটোই ছিল প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত। সুপ্রিমকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী এ জি নুরানি তাঁর 'The Kashmir Dispute, 1947-2012' বইতে জহরলাল নেহেরু কর্তৃক লর্ড মাউন্টব্যাটনকে লেখা একটি চিঠির সূত্র উল্লেখ করে বলেন, জম্মুর মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৬১ শতাংশ। জম্মুর তৎকালীন ৬১ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমানে ৩৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এর কারণ আসলগুলি কী কী? ইতিহাসের আলোকে সঠিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা হ্রাসের পিছনে রয়েছে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে

সংঘটিত ভয়ানক মুসলিম গণহত্যা ও বিতাড়ন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে সংঘটিত লক্ষগুণ ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যার নৃশংসতা ইতিহাসের আড়ালে রয়ে গেছে এখনো, যা বের করে আনা জরুরী।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ জম্মুতে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সে সব নিয়ে জানতে গেলে এবং নিহত মুসলমানদের পরিসংখ্যান জানতে হলে তৎকালীন ব্রিটিশ সাংবাদিক, ব্রিটিশ পত্রিকাগুলির দ্বারস্থ হতে হয়।

- ১৯৪৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি হোরাস আলেক্সান্ডার ব্রিটিশ পত্রিকা 'The Spectator'-এ উল্লেখ করেন, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে নিহত মুসলিমের সংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশি।
- ১৯৪৮ সালের ১০ই আগস্ট বৃটিশ দৈনিক পত্রিকা 'The London Times'-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মুসলিমকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।
- 'The Statesman' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ইয়ান স্টেফেনস তাঁর 'Horned Moon' বইতেও জম্মুতে ২লক্ষের বেশি মুসলিম নিধনের পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ সাংবাদিকদের লেখালেখিতে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে একথা পরিষ্কার যে, জম্মুতে অন্ততপক্ষে ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের কাছাকাছি মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশ সাংবাদিক ছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী জম্মুর সাংবাদিক বেদ ভাসিন এবং অল্পকিছু সাংবাদিক জম্মু গণহত্যা নিয়ে সোচ্চার হন, লেখালেখি করেন। অবশ্য এজন্য বেদ ভাসিনকে গ্রেপ্তারের হুমকিও দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কারা ছিলেন?

স্বাধীনতা অর্জনের পরেপরেই অন্যান্য অধিকাংশ প্রিন্সলি স্টেটের মতো কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেয়নি বলে অনেকেই কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-কে স্বাধীনচেতা মহান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অথচ মহারাজা হরি সিং ছিল আদ্যোপান্ত একজন ক্ষমতালোভী স্বৈরাচারী এবং জম্মু গণহত্যার অন্যতম প্রধান নায়ক। ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতেই সে ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেয়নি। ক্ষমতা সুনিশ্চিত করতে সে তার ডোগরা সেনাদের দিয়ে নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা চালিয়েছিল। জম্মুতে সংঘটিত মুসলিম গণহত্যার জন্য মহারাজা হরি সিং-কে দায়ী করে ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী বলেন, **"জম্মু এবং জম্মুর বাইরে থেকে আসা হিন্দু ও শিখরা নির্বিচারে জম্মুর মুসলিমদের হত্যা করেছে। মুসলিম নারীদের সম্মানহানী করেছে। এজন্য দায়ী মূলত মহারাজা হরি সিং।"**

মহারাজা হরি সিং আশঙ্কা করেছিল, কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় ভবিষ্যতে সে ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। সেজন্য সে যেনতেন প্রকারে অন্ততপক্ষে জম্মুকে কুক্ষিগত রাখতেই এই নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল এবং জাতিগত নির্মূলকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। 'Being the Other: The Muslim in India' বইতে লেখক সাঈয়েদ নাকভি ১৯৪৯ সালের ১৭ই এপ্রিল বল্লভভাই প্যাটেলকে লেখা জহরলাল নেহেরুর চিঠির সূত্র উল্লেখ করে বলেন, হরি সিং সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে জম্মুকে নিজেদের অধীনে রাখতে চেয়েছিলেন, নেহেরু ও বল্লভভাই প্যাটেলকে সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন।

অন্য প্রদেশের মানুষ কাশ্মীরে জমির দখল নিতে পারবেন না, এই আইন ১৯২৬ সালে মহারাজা হরি সিং নিজেই তৈরি করেছিল। কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন হওয়ার পরে তারই উদ্যোগে পরিকল্পিতভাবে পাঞ্জাব এবং সীমান্তবর্তী প্রদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ও শিখরা জম্মুতে এসে বসবাস শুরু করে। সেই সঙ্গে মহারাজা হরি সিং জম্মুর মুসলমান-প্রজাদের উপর নানাবিধ কর আরোপ করেন। করের এহেন বোঝা চাপানো ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে স্থানীয় মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অন্যদিকে একইসময়ে ডোগড়া সেনা অফিসার পদ থেকে মুসলিমদের অপসারণ করা হয় এবং মুসলিম সেনাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বলা হয়। এরপর হরি সিং এর ডোগড়া বাহিনী বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। ওই সময় জম্মুর উধমপুর, ছেনানি, রামনগর, রিয়াসি, বাদেরওয়া, ছাম্ব, দেবা বাটালা, আখনুর, কাটুয়াসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিতা বহু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আনুমানিক ২৭০০০ মুসলিম মহিলাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে জম্মুর ১১৩টি গ্রামকে জনমানবহীন করে দেওয়া হয়। যারা বাড়িঘর ছেড়ে পাকিস্তান দখলকৃত সীমান্তের দিকে রওয়া হয়েছিলেন, তাদেরও অনেককেই ধরে ধরে হত্যা করা হয়। গণহত্যা চলাকালীন কার্ফু জারি করা হয়েছিল, তবে সেগুলি ছিল মূলত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলির জন্য, মুসলিমদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে। অন্যদিকে হত্যাকারীরা বাধাহীনভাবে খোলা অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেছে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর মতে, জম্মুর মুসলিম নিধনে ডোগরা সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আর এস এস) কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এমনকি এই হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সঙ্গেও আর এস এস, হিন্দু মহাসভার মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি যুক্ত ছিল। এছাড়া তৎকালীন বহু কংগ্রেস নেতাও এই হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তী কালে যাঁদের কেউ কেউ মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন।

জম্মুর বৃহৎ বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল পাকিস্তানি পাঠানদের জম্মু কাশ্মীর আক্রমণের পাঁচদিন এবং ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন সাক্ষরের নয় দিন আগে। সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর মতে, হরি সিং-এর ডোগরা সেনা, আর এস এস কর্মী, হিন্দু মহাসভার কর্মী, কংগ্রেস নেতা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী হিন্দু এবং শিখদের যোগসাজশে জম্মুতে ব্যাপক মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালানো হলেও প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাশ্মীর প্রদেশের মুসলিমরা একজন কাশ্মীরি পণ্ডিতকেও হেনস্থা করেনি, হত্যা দূরে থাক। সেই সময়ে কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল সম্পূর্ণ অটুট। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ক্ষমতালোভী মহারাজা হরি সিং-কে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবার এবং হিন্দু মহাসভা ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালিয়ে, বিতাড়ন করে জম্মুর সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে জম্মুতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বর্তমানে সঙ্ঘ পরিবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে কাশ্মীর থেকে 35A এবং 370 তুলে দিয়ে তাদের পূর্বপরিকল্পিত, পূর্বরচিত বৃত্তই সম্পন্ন করলো কিনা- সেকথা সময়ই বলবে।

অনুবাদক : ইউসুফ আল-হাসান

সংকলক : আব্দুল্লাহ বিন নজর

মূল লেখক : জিম নওয়াজ

তথ্যসূত্র

1) Being the Other: The Muslim in India- Saeed Naqvi

2) The killing field of Jammu- How muslims become a minority in the region - Saeed Naqvi , Scroll In

3) The Kashmir Dispute, 1947-2012- A.G Noorani

4) WHY JAMMU ERUPTS- A.G Noorani, Frontline

5) The forgotten massacre that ignited the Kashmir dispute- Rifat Fareed, ALJAZEERA

6) The forgotten Poonch uprising of 1947- Christopher Snedden

মূল সূত্র : https://tinyurl.com/483r6r84

পূর্ব-তুর্কিস্তান | পবিত্র আযানকেই পরিবর্তন করে দিল আগ্রাসী চীন

পূর্ব তুর্কিস্তান, মুসলিম উম্মাহর স্মৃতি থেকে ভুলিয়ে দেওয়া এক জনপদের নাম। দখলদার চীন এ মুসলিম ভূখণ্ড দখল করে নেয় ১৯৫০ সালে। এরপর থেকেই পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও ধ্বংস করে চলেছে আগ্রাসী চীনারা।

উইঘুর মুসলিমদের গণহারে গ্রেফতার করে কথিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণের অনেক আগেই ইসলামি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নামাজের জন্য দেয়া আজানকে পরিবর্তন করেছিল বর্বর চাইনিজরা।

গত ১৬ জুলাই বার্তা সংস্থা ডোম (ডকুমেন্টিং অপরেইজন এগেইনস্ট মুসলিম) এমনই একটি মসজিদের অভ্যন্তররের ছবি প্রকাশ করে। ছবিটিতে দখলদার চাইনিজ সরকারের জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তিত আজানের একটি পোস্টার লাগানো অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এই পোস্টারে লেখা রয়েছে- 'We are the children of the fatherland, We are the children of the fatherland. Our homeland is Great, our homeland is Great. It is time for prayer, come and make your vows. Pray for unity, stability, for the development and prosperity of our homeland.'

যার বাংলা অর্থ হচ্ছে –

'আমরা এই ভূখণ্ডের সন্তান, আমরা এই ভূখন্ডের সন্তান, আমাদের জন্মভূমি মহান, আমাদের জন্মভূমি মহান। এখন প্রার্থনার সময়, প্রার্থনা করতে আসুন এবং প্রতিজ্ঞা করুন আমাদের দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও স্থিরতার জন্য।'

তুর্কিস্তানি উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনা সরকার যে কি পরিমাণ খড়গহস্ত, এটি তারই একটি নমুনা। বর্তমানে নাস্তিক্যবাদী চাইনিজদের নির্যাতনের চিত্র একের পর এক জনসম্মুখে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। তবুও দশকের পর দশক ধরে চলা এসব অত্যাচার-জুলুমের কাহিনী সম্পর্কে কথিত বিশ্বসম্প্রদায় সর্বদাই উদাসীন থেকে গেছে।

তাই হকপন্থী উলামাগ মনে করেন, এই উম্মাহ্র সমস্যার সমাধান তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের এই নির্বাক উদাসীনতা মুসলিম উম্মাহ্কে বার বার এই সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই তাঁরা কাশ্মীর স্বাধীন করার পাশাপাশি পূর্ব তুর্কিস্তান মুক্ত করার দিকেও উম্মাহকে মনোনিবেশ করার আহব্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Adhan Changed By Chinese Authorities- - https://tinyurl.com/ykx56ht6

১৪ই জুলাই, ২০২২

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ-হেফাজতে কাশ্মীরি মুসলিম যুবক খুন

কাশ্মীরী মুসলিমদের উপরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা যুগ যুগ ধরে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কোন বিচার হবে না জেনেই তারা নির্দ্বিধায় মুসলিমদের উপর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ৯ই জুলাই, মুসলিমদের অন্যতম আনন্দের দিন ঈদুল আযহার ঠিক এক দিন আগে, অন্যান্যদের মত কাশ্মীরী ভদ্র মহিলা শফিকা তার ছেলের জন্য নতুন জামা কিনেছেন। কিন্তু এখন আর তার পরিবারে ঈদের আমেজ নেই; আছে শুধু ভয় আর হতাশা। নতুন কেনা শার্ট, যা তার ছেলে ঈদের দিন পরার কথা ছিল, এটাই এখন তার কান্নাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তিনি জানেন না, হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হাতে ঈদের দিন আটক কলিজার টুকরা ছেলে বেঁচে থাকবে কি না।

ঘটনার সূত্রপাত হয় গত ৯ জুলাই সকাল সাড়ে ৯টার দিকে। শফিকা শঙ্কিত হয়ে পড়েন- যখন কাশ্মীর উপত্যকার নওগাম থানার দুই হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বেসামরিক পোশাকে তার বাড়িতে আসে। এবং তার ২১ বছর বয়সী

ছেলে মুনিরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। পরে এফআইআর নং ৯৫/২০২২ এর অধীনে একটি চুরির মামলায় জড়িত থাকার মিথ্যে অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ তাকে আটক করে।

মুনিরের ২৬ বছর বয়সী চাচাতো ভাই জিশান শওকত বলেন, "তারা শফিকাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার ছেলেকে নিরাপদে তার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।"

বিকেল সোয়া ৪টার দিকে শফিকাকে পুলিশের ফোন দেয়। তাকে নওগাম থানায় যেতে বলা হয়। তিনি যেতে না চাওয়ায় দুই পুলিশ আবার বেসামরিক পোশাকে এসে জোরপূর্বকভাবে উনাকে ব্যক্তিগত গাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে শফিকাকে আরেকটি প্রাইভেট গাড়িতে বসতে বলা হয়। গাড়ির দরজা খুলে শফিকা দেখতে পান তার ছেলে একটি সিটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এবং ভেতরে আরও পাঁচ পুলিশ সদস্য বসে আছে। যখন তিনি তার ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, তখন শফিকাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তার ছেলেকে চারজন পুলিশ বাড়িতে নিয়ে আসে।

অথচ তার চাচাতো ভাই শওকত বলেন, "সে সকালে তাদের সাথে পায়ে হেঁটে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যায় তারা তাকে অজ্ঞান করে নিয়ে আসে। দুইজন লোক তাকে তার বাহুতে এবং দুইজন তার পায়ে ধরেছিল।" ফলে সহজেই বুঝা যাচ্ছিল হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাকে কেমন অমানবিকভাবে টর্চার করেছে।

বিকাল ৪:৩৮ মিনিটে যাওয়ার আগে, একজন পুলিশ অফিসার তার ফোনে একটি মিস কল করে এবং মুনিরের অবস্থা ভালো না হলে শফিকাকে তাকে একটি কল দিতে বলে। পুলিশ চলে যাওয়ার পর, শফিকা তার ছেলের জ্ঞান ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এক পর্যায় তিনি দেখেন তার ছেলের জ্ঞান ফেরার পরিবর্তে তার শরীর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। কারণ সে আগেই মারা গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর, শওকত মুনিরের আতঙ্কিত মায়ের কাছ থেকে একটি ফোন কল পান। শ্রীনগরের নাটিপোরা এলাকায় তার বাড়িতে পৌঁছে শওকত মুনিরের ঠান্ডা লাশ মেঝেতে দেখতে পান।

শওকত বলেনে, "আমরা তাকে নিকটস্থ একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাই যেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মুনিরের মৃতদেহ নিয়ে পরিবার রাস্তায় নামে। বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন।"

পরিবারকে দমিয়ে রাখতে পুলিশ দাবি করে যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্বাস্থ্যের অবনতিজনিত কারণে মুনিরের মৃত্যু হয়েছে। তারা নিজেদের দোষ চাপা দিতে দাবি করে- সে অতিরিক্ত মদ খেয়েছিল। পরিবারটি এসম ভ্রান্ত দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যে, "এত বেশি মাত্রায় মাদক সেবনকারী ব্যক্তি কীভাবে সকালে তার বাড়ি থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যখন তাকে ধরে নেওয়া হয়েছিল? আর সে তো মদই পান করতো না। তাছাড়া, জিজ্ঞাসাবাদের সময় যদি তার অবস্থার অবনতি হয়, তবে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কি তাদের দায়িত্ব ছিল না?"

গত ৯ জুলাই রাতে বিক্ষোভের পরে, পুলিশ মুনিরের লাশ ময়নাতদন্তের নামে শ্রীনগরের শ্রী মহারাজা হরি সিং (SMHS) হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট যাচাই করার জন্য বিজয় কুমার, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এবং রাকেশ বালওয়াল, সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও, তারা কথা বলতে রাজি হয়নি।

এটা শুধু এক মাজলুম পরিবারের অবস্থা নয়। হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনে পুরো কাশ্মীরেই মুসলিমরা এমনই অসহায়। তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই।

জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর কুরবানি দিতে দিতে কাশ্মীরি মুসলিমরা আজ তাই আগ্রাসি হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, শুরু করেছেন কাশ্মীর স্বাধীন করার ও শরিয়াহ কায়েম করার প্রতিরোধ যুদ্ধ। তাই উম্মাহ দরদী উলামায়ে কেরাম অসহায় কাশ্মীরী মুসলিমদের হয়ে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন রুখে দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. "Can't trust police blindly": Family of Kashmiri youth who killed in custody - https://tinyurl.com/372h65pw

---

কাশ্মীরের শহীদ দিবস ভুলতে ও ভুলাতে চায় হিন্দুত্ববাদী ভারত

গতকাল ছিল ১৩ জুলাই। ১৯৪৯ সাল থেকে এই দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে আসছে। তবে ২০১৯ সালে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পর নয়াদিল্লি এই দিনটিকে সরকারী ছুটির তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর হিন্দুত্ববাদী সরকার যে কয়টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম।

এই দিনটিকে কাশ্মীরি জনগণ রাজনৈতিক জাগরণের সূচনা হিসাবে স্মরণ করে থাকে। ১৯৩১ সালের এদিন স্বৈরাচারী রাজার বাহিনীর হাতে ২২ জন কাশ্মীরি মুসলিম নিহত হন।

১৯৩১ সালের ১৩ জুলাই, আব্দুল কাদিরের মামলার শুনানির সময় শ্রীনগরে আদালতের বাইরে জড়ো হওয়া মানুষদের উপর ডোগরা বাহিনী গুলি চালায়। আব্দুল কাদিরের বিরুদ্ধে একটি কথিত "উস্কানিমূলক বক্তৃতা" দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। মূলত কাদিরের এই বক্তব্য ছিল প্রিন্সলি স্টেটের কয়েকটি মুসলিম-বিরোধী ঘটনার পটভূমি থেকে। কাশ্মীর চার শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিদেশী শাসনের অধীনে ছিল। মুঘল ও আফগানদের পর শিখ এবং সবশেষে ডোগরারা যারা- ব্রিটিশদের কাছ থেকে এই অঞ্চলটিকে কেনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ পায়।

তবে ১৯৩১ সালের ১৩ জুলাই প্রথম কাশ্মীরিরা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কাশ্মিরি রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত প্রেম নাথ বাজাজের মতে, এই আন্দোলনের পেছনে মূল কারণ ছিল মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ। এবং এই দিনই কাশ্মীরে সবচেয়ে আধুনিক অর্থে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়।

তখন থেকে এই দিনটি বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৪৮ সালে এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দিনটি কেবল কাশ্মীরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সকল ধারার রাজনৈতিক মহলেও দিনটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি গনতন্ত্রপন্থী রাজনীতিবিদরাও ১৯৩১ সালের ১৩ জুলাই থেকে শুরু হওয়া সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে কাশ্মীরের ভারতে যোগদান করাকে দেখেন। তবে প্রতিরোধ বাহিনীগুলো মনে করে- কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৩১ সালের ১৩ ই জুলাই শুরু হয়েছিল, যা এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি।

দিনটিকে শ্রীনগরের শহরতলী এলাকায় একটি বড় মিছিল দ্বারা পালন করা হয়। এই মিছিলগুলো বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে নওহাটা এলাকার নকশবন্দসাহেবের মাজারে শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে শেষ হয়, যেখানে ১৯৩১ সালের শহীদদের দাফন করা হয়।

উপত্যকার চারপাশের লোকেরা তাদের রাজনৈতিক পছন্দের উপর নির্ভর করে এই মিছিলগুলির মধ্যে থেকে একটিতে যোগ দেয়। লোকেরা এই মিছিলগুলি দেখার জন্য শহরের কেন্দ্রস্থলে বসবাসকারী তাদের আত্মীয়দের সাথেও দেখা করতে যায়।

সকালে মিরওয়াইজের নেতৃত্বের মিছিলটি জামিয়া মসজিদ থেকে শুরু হয়ে শহীদদের কবরে গিয়ে শেষ হয়। এরপরে বিকেলে বৃহত্তর জাতীয় সম্মেলনের মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি জয়না কাদালের তৎকালীন এনসি (ন্যাশনাল কনফারেন্স) সদর দপ্তর থেকে শহীদের কবর পর্যন্ত শুরু হয়। মিছিলটি সাধারণত শেখ আবদুল্লাহ এবং পরবর্তী বছরগুলিতে তার ছেলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। মিছিলগুলিতে দলীয় স্লোগান থাকতো, থাকতো শক্তি প্রদর্শন। দিনটি কখনও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, কেবল এটির দর্শন বদলে যায়।

স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পর, দিনটি স্বাধীনতাকামী আখ্যানের সাথে আরও সংযুক্ত হয়ে ওঠে এবং উপত্যকাটি যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং এখনও যাচ্ছে তার সূচনা হিসাবে চিত্রিত করা হয়। গণতন্ত্রী ধারার কথা বলতে গেলে, দিনটি এখন সরকারী বিবৃতি এবং কবর পরিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, মূলধারার নেতারা এখন শুধু শহীদদের কবরগুলি পরিদর্শন করে। অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী ও প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর জন্য দিনটি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বাধীনতার আহবান জানানোর অন্যতম উপলক্ষ হয়ে উঠে।

তবে ২০২০ সালে বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর দিনটি আর আনুষ্ঠানিক রাখা হয়নি। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের কার্যাবলীর শীর্ষে, তাই তারা এই অঞ্চল এবং এর জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং করে যাচ্ছে। এমন সব সিদ্ধান্ত তারা নিচ্ছে যেখানে কাশ্মীরি জনগণদের বা তাদের প্রতিনিধিদের কোনওভাবেই কোনও বক্তব্য গৃহীত হয় না।

বিশেষ মর্যাদা বাতিল থেকে শুরু করে অধিবাস আইন, ভূমিমালিক আইন, চুক্তি, প্রায় সবকিছুই তারা চায়। এমনকি কাশ্মীরিদের আবেগককে উপেক্ষা করে এই বিশেষ দিনটিকে ছুটির তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ভারতের সাথে অধিভুক্তির দিনটিকে তারা ছুটির দিনের তালিকায় যুক্ত করে।

এত কিছু সত্ত্বেও, এই দিনটি সকল ধারার লোকেরা তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে স্মরণ করে। গত বছরের মতো এ বছরও কাউকে শহীদদের কবর জিয়ারত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে স্বাধীনতাকামীদের জন্য দিনটি তাদের সংগ্রামের একটি স্মারক।

দিনটি আজীবন তার তাৎপর্য এবং ইতিহাসের জন্য কাশ্মীরিদের মাঝে একটি আলাদা স্থান নিয়ে থাকবে। যদিও তাদেরকে হিন্দুত্ববাদী সরকার এটি স্মরণ করার অনুমতি দিবে না, তবুও তারা এই দিনটি মনে রাখবে।

তথ্যসূত্র:

----

1. 13 July: Kashmir’s martyrs day India wants to forget - https://tinyurl.com/4j7ck4yn

---

কাশ্মীর | প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ভারতীয় ৩ দখলদার হতাহত

কাশ্মীরের শ্রীনগরের লাল বাজার এলাকায় দখলদার বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ভারতীয় ৩ পুলিশে সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক নিউজ মিডিয়া আউটলেট থেকে জানা যায়, গত মঙ্গলবার ১২ জুলাই শ্রীনগরের লালবাজার এলাকায় হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে কাশ্মীর ভিত্তিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা উক্ত এলাকায় টহলরত দখলদার পুলিশ সদস্যদের একটি দলকে টার্গেট করে পিস্তল দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর মাধ্যমে চালান।

এতে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় দখলদার বাহিনীর অন্তত ৩ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে বলা জানানো হয়। পরে আহত পুলিশ সদস্যদের হাসপাতালে স্থানান্তর করার পর সেখানেই এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

এদিকে প্রতিবারের মতই ঘটনাস্থলের পুরো এলাকা সিলগালা করে ভারতীয় বাহিনী। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় নি। কেননা ভারতীয় বাহিনীর কঠিন নিরাপত্তার মধ্য দিয়েই প্রতিরোধ যোদ্ধারা নিজেদের অবস্থানে ফিরে যান।

বিশ্লেষকরা সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্মীরে দখলদারদের উপর প্রতিরোধ যোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামীদের হামলা বৃদ্ধির ঘটনাকে ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনেকেই আশা প্রকাশ করছেন যে, কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীদেরকে

সমুচিত জবাব দেওয়ার মাধ্যমে আস্তে আস্তে গোটা উপমহাদেশ থেকেই হিন্দুত্ববাদের শেকর উপ্রে ফেলার কাজ অনেকটাই বেগবান হবে।

তথ্যসূত্র :

----

1. ASI shot dead, two cops injured in Srinagar militant attack - https://tinyurl.com/bdh3pj6z

---

বসনিয়া গণহত্যা | সাম্প্রতিক পূর্ব ইউরোপে বৃহত্তম মুসলিম গণহত্যা

আজ থেকে ২৭ বছর আগে ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের সামনে হত্যা করা হয় ৮ হাজারেরও বেশি বসনিয় মুসলিমকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এটাই ইউরোপে সংঘটিত সবচেয়ে বড় গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূল অভিযান। ডাচ শান্তিরক্ষীদের নিস্ক্রিয়তার মুখে ও গ্রীক সেচ্ছাসেবী বাহিনীর সহায়তায় খ্রিস্টান সার্বরা এই গণহত্যা চালায়। ।

তারা ত্রিশ হাজার বসনিয়ান মুসলিমকে তাদের ঘরবাড়ি থেকেও বিতাড়িত করে সার্বরা। কন কোন জায়গায় ক্রোয়াট বাহিনী কর্তৃক মুসলিমদের উপর হত্যাকাণ্ড চালানোর প্রমাণও পাওয়া গেছে।

সার্বরা ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সেব্রেনিৎসা ও জেপা শহরটি দখল করে নেয়; তবে সেখানে উপস্থিত জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষীদের কোনো বাধা দিতে বা কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতেই দেখা যায়নি।

জাতিসংঘের ৮১৯ নম্বর প্রস্তাবে অনুযায়ী সেব্রেনিৎসা শহরটি নিরাপদ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সার্বরা শহরটি দখল করে সেখানকার হাজার হাজার বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করে ও হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ করে। গর্ভবতী মুসলিম নারীদের পেট চিড়ে বাচ্চাকে বের করে নিয়ে আসে বর্বর সার্বরা। নিহতের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়। তাদের বেশিরভাগই ছিল বৃদ্ধ ও যুবক। রাতকো ম্লাদিচের নেতৃত্বাধীন সার্ব বাহিনী এই গণহত্যা চালায়।

২০০৪ সালে যুদ্ধ-অপরাধ আদালতের তথাকথিত রিপোর্টে বলা হয়, ২৫ থেকে ত্রিশ হাজার বসনীয় মুসলিম নারী ও শিশুকে জোর করে অন্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্থানান্তরের সময় তাদের এক বিপুল অংশ ধর্ষণ ও গণহত্যার শিকার হয়। গণহত্যা ও নারী-শিশুদের ধর্ষণের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে অন্যান্য রিপোর্টে বলা হয়েছে।

নানা সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা গেছে, এইসব হত্যাকাণ্ড ছিল সুপরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ অভিযানের ফসল। বসনিয়ার যুদ্ধ চলাকালে সার্ব সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা কখনও কখনও কোনো একটি অঞ্চলে হামলা চালানোর

পর সেখানকার সমস্ত পুরুষকে হত্যা করতো অথবা অপহরণ করতো এবং সেখানকার নারীদের ধর্ষণের পর তাদের হত্যা করতো। তারা বহুবার গর্ভবতী নারীর পেট ছুরি দিয়ে কেটে শিশু সন্তান বের করে ওই শিশুকে গলা কেটে হত্যা করেছে মায়ের চোখের সামনে এবং কখনওবা আরো অনেকের চোখের সামনেই।

আরো মর্মান্তিক ব্যাপার হল এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ও নৃশংস পাশবিকতার বহু ঘটনা ঘটানো হয়েছে হল্যান্ডের শান্তিরক্ষীদের চোখের সামনেই। এমনকি মাত্র ৫ ছয় মিটার দূরে যখন সার্ব সেনারা এইসব পাশবিকতা চালাতো তখনও হল্যান্ডের শান্তিরক্ষীরা কেবল বোবা দর্শকের মতই নীরব থাকতো ও হেঁটে বেড়াতো। তারা গণহত্যা থামাবে তো দূরে থাক, একটি গুলিও ছুড়েনি সার্ব বাহিনীর বিরুদ্ধে।

এই গণহত্যা চলার সময় কথিত জাতিসংঘ নীরবতা পালন করলেও পরে একে 'জাতিগত শুদ্ধি অভিযান' বলে স্বীকৃতি দেয়। তবে, তথাকথিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও জাতিসংঘ আজও বসনিয়ার গণহত্যার নায়কদের যথাযথ বিচার করতে সক্ষম হয়নি।

মানবাধিকারের সমর্থক হওয়ার দাবিদার মার্কিন সরকার ও ব্রিটেনও বসনিয়ায় গণহত্যা ঠেকানোর কোনো চেষ্টাই করেনি। বরং ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছিলেন, ইউরোপে একটি নতুন মুসলিম দেশের আবির্ভাবকে সহ্য করবে না লন্ডন।

গণহত্যায় নিহত বসনিয়রা মুসলিম ছিল বলেই তাদের ওপর হত্যাযজ্ঞের যথাযথ বিচার হয়নি বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। তাঁরা বলেছেন, এই বসিনায়র গণহত্যা কথিত সভ্য ইউরপের প্রকৃত অসভ্য রুপ্তাই প্রকাশ করে দিয়েছিল।

প্রতিবেদক : **মুহাম্মাদ ইব্রাহীম**

তথ্যসূত্র:

----

1. Bosnia's Srebrenica massacre - https://tinyurl.com/yc6e4y3h

---

০৯ই জুলাই, ২০২২

ফটো রিপোর্ট | ঈদের অনাবিল আনন্দে মুখরিত শাবাব নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের শিশুরা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া। ৯০ দশকে পশ্চিমা দখলদারত্বের বিরুদ্ধে এখানে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। দীর্ঘ এই যুদ্ধের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বিজয়ের দারপ্রান্তে দেশটি। দেশটির ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব পশ্চিমা দখলদার ও তাদের গোলামদের পরাজিত করে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দখলদার মুক্ত করেছেন।

দখলদার মুক্ত এসব অঞ্চলে তাঁরা শরিয়াহ্ শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনেছেন। যেখানে মানুষ নিরাপত্তা আর শান্তিতে বসবাস করছেন। ধর্মীয় বিশেষ দিনগুলোতে এসব অঞ্চল থাকে উৎসব মুখর।

সেই ধারাবাহিকতা থেকে বাদ পড়েনি এবার ঈদুল আযহার দিনগুলোও। হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে উৎসব মুখর সময় কাটাচ্ছেন জনগণ। ঈদের অনাবিল আনন্দে মুখরিত শিশুরাও।

শিশুদের ঈদ আনন্দ উদযাপনের কিছু মূহুর্ত উপভোগ করুন...

https://alfirdaws.org/2022/07/09/57965/

ফটো রিপোর্ট | শিশুদের সাথে আফগান সামরিক বাহিনীর ঈদুল আযহার প্রথম দিন উদযাপন

পরাধীনতার শিকল ভেঙে স্বাধীনতার নতুন সূর্যালোকে পবিত্র ঈদুল আযহার প্রথম দিন উদযাপন করলো আফগানিস্তান। ঈদকে সামনে রেখেই তালিবান সরকারের বিশেষ সামরিক ইউনিটগুলো দেশ জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। যাতে আফগান জনগণ দীর্ঘ যুদ্ধের পর বাস্তবিকভাবেই নিরাপত্তা ও শান্তিতে ঈদের আনন্দ উদযাপন করতে পারেন।

সেই লক্ষ্যেই রাজধানী কাবুল সহ দেশের সড়কগুলোতে দেখা মিলে ইমারাতে ইসলামিয়ার বিশেষ সামরিক ইউনিটগুলোর। যেখানে তাদেরকে জনগণের সাথে নিজেদের ঈদ আনন্দ উদযাপন করতে দেখা যায়।

রাজধানী কাবুলে শিশুদের সাথে মুজাহিদদের ঈদ উদযাপনের কিছু মূহুর্ত...

https://alfirdaws.org/2022/07/09/57963/

আমিরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছাবার্তা

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত সূত্রগুলি পবিত্র "ঈদুল আযহা" উপলক্ষে সম্প্রতি একটি বার্তা প্রকাশ করেছে। যাতে আফগান প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতা, আমিরুল মু'মিনিন, শাইখুল হাদিস মৌলভি হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিজাহুল্লাহ্ কর্তৃক আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহকে শুভেচ্ছাবার্তার মাধ্যমে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ঈদ বার্তায় দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি উল্লেখ করা হলেও আফগানিস্তানের

ভবিষ্যৎ নিয়েও মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেই সাথে ইসলামী শাসনের বিরোধিদের অতীত থেকে শিক্ষা নিতেও পরামর্শ দেন শাইখ হাইবাতুল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করা বিবৃতির শুরুতেই তিনি বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এবং আফগানিস্তানের মুসলিম ও মুজাহিদ জাতিকে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি দেশবাসীকে, শুহাদাদের পরিবারবর্গকে, তাঁদের বিধবা আহলিয়াদের এবং তাঁদের ইয়াতিম শিশুদেরকেও সুভেচ্ছা জানান। এবং আল্লাহর কাছে দুআ করেন যে, তিনি যেন সকলের কুরবানি, হজ, ইবাদত ও আমলে সালেহগুলো কবুল করে নেন। (আমীন)

এরপর তিনি দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, "আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমরা এই বছরের ঈদুল আযহা উদযাপন করছি এমন সময়ে, যখন আমাদের দেশটি পুরোপুরিভাবে স্বাধীন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সরকারব্যবস্থা যার ভিত্তি ইসলামি শরীয়াহ। যার ছায়ায় আফগান জাতি বসবাস করছে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের কোমল বন্ধনে।"

তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে, আফগানিস্তানের এই বিজয়ের পিছনে অবদান শুধু ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীনদের নয়, বরং এই বিজয়ের পিছনে অবদান রয়েছে পুরো আফগান জাতির, যাঁরা বিগত ২০ বছরের জিহাদে সবরকমের কষ্ট সহ্য করেছেন দাঁতে দাঁত চেপে।

তিনি আরও বলেন, "ইসলামি ইমারাতের মূল দৃষ্টি আফগানিস্তানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরীয়াহ মোতাবেক সরকার গড়ে তোলায়, যাতে দেশে বিরাজ করে শান্তি ও নিরাপত্তা।"

তিনি প্রতিবেশী দেশগুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে জানাতে চাই, আমাদের সাথে তাদের শত্রুতা নেই এবং আমাদের ভূমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবেনা। একই সাথে এও জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা চাইনা কোনো দেশ আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরকমের হস্তক্ষেপ করুক।"

আমেরিকার সাথে চুক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার সাথে ইমারাতে ইসলামিয়ার কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামি ইমারতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

আফগান নাগরিকদের দেশে ফিরে আশার আহব্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "আফগানিস্তান আফগানদের মাতৃভূমি, আমরা চাই সকলেই অংশগ্রহণ করুক দেশ বিনির্মাণে। আমি মনে করি এটি সব আফগানদের দায়িত্ব। আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা শত্রুতা চাইনা, আমরা চাই সকলের দিকেই আমাদের বন্ধুত্বের হাতকে প্রশস্ত করে দিতে। বন্ধুত্ব ও দুশমনির ব্যাপারে আমরা কেবলমাত্র ইসলামের নীতি (আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ) মেনে চলবো।"

ইসলামি ইমারতের বিরোধীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "যারা আফগানিস্তানের ইসলামি সরকারের বিরোধীতা করছে এবং দেশের ভিতর ও বাহির থেকে বিভিন্ন চক্রান্ত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে, আমি তাদেরকে বলতে

চাই,- পূর্বের ঘটনাপ্রবাহ দেখ এবং শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য এটাই ভালো হবে যে এসব অপতৎপরতা বন্ধ করা এবং শরীয়াহর ছায়াতলে ফিরে আসা।"

সেই সাথে তিনি দেশবাসী আশ্বস্ত করে বলেন যে, তারা যেসব সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সেগুলো সম্পর্কে ইমারতে ইসলাম পূর্ণভাবে অবগত। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, দেশকে পুনর্গঠন করা এবং বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান করা ইমারাত ও দেশবাসী - উভয় পক্ষের যৌথ দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন তিনি।এবং তিনি সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করার এবং একে অপরকে সহায়তা করে দেশের অগ্রগতিতে অংশ নেওার আহব্বান জানিয়েছেন।

আফগানবাসী ইসলামি ইমারাতকে সমর্থন করে যাবে - এই ব্যাপারে আমিরুল মু'মিনিন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি উলামায়ে কেরাম, গোত্র নেতা এবং নেতৃবৃন্দদের কার্যক্রমের তারিফ করে বলেন যে, তাঁরা সকলে ইমারাতে ইসলামিয়াকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন এবং সম্প্রতি কাবুলে অনুষ্ঠিত বিশাল জমায়েতে ইমারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রস্তাব ও সুপারিশ পেশ করেছেন।

ইমারাতে ইসলামিয়া যে শরীয়াহ এর মাপকাঠিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাখাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করছে, পাশাপাশি শিশুদের জন্য যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরিকে গুরুত্ব দিচ্ছে, সে ব্যপারেও সবাইকে আশ্বস্ত করেন তিনি।

কোনোরকমের বে-ইনসাফি কিংবা বে-আইনি কাজ সংঘটিত হলে সে সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করার জন্য ইমারাতে ইসলামিয়া অভিযোগ দায়ের কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বস্তরের জনগণের অভিযোগ করতে পারার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি মনে করিয়ে দেন। আর এই কর্তৃপক্ষের স্টাফদের প্রতি তিনি নিরদেশনা দেন যে, "আপনারা মানুষের অভিযোগ শোনার ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল হবেন এবং প্রতিটি অভিযোগ ঠিকানা ও সময় সহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রয়োজনে তারা সুপ্রিম কোর্ট কিংবা সামরিক আদালতের সাহায্য নিবেন।"

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতের সাথে জড়িত প্রত্যেকের দায়িত্ব যতদূর সম্ভব বেশি থেকে বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা। স্থানীয় ও বিদেশী সংস্থগুলোর সাহায্য নিয়ে দেশজুড়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আপনাদের তৎপর থাকতে হবে।"

উলামায়ে কেরামকে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত থেকে মানুষের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা তৈরি করতে, এবং তাদের কাজকে শরীয়াহ অনুযায়ী সংশোধন করে দিতে অনুরধ করেন আমিরুল মু'মিনিন। সেই সাথে তিনিমনে করিয়ে দেন যে, "আল্লাহর দ্বীনের সাথে বিরোধ সৃষ্টি না করলে প্রত্যেক জাতিই সুখ-শান্তির দেখা পাবে। দাওয়াহ এবং ইসলাহ এর দিকটা পুরোপুরিই উলামায়ে কেরামের উপর ন্যাস্ত। আপনারা মানুষের অন্তরকে নূরে নূরান্বিত করবেন মসজিদে, জমায়েতে, মিডিয়া প্রোগ্রামে - সর্বত্র। আপনারা হবেন মানুষের হিদায়াতের ওয়াসিলা।"

সকল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিতে এবং নারীদের শরীয়াহ'র মাপকাঠি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অধিকার ভোগ করার ব্যাপারে তিনি ইমারতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করেন। আর ইমারাতে ইসলামিয়া যে ইসলামি শরীয়াহ'র আলোকে এবং দেশের স্বার্থ বিবেচনাপূর্বক বাকস্বাধীনতার সুযোগ করে দিয়েছে, সেব্যপারেও তিনি উল্লেখ করেন।

এছারাও আমিরুল মু'মিনিন ইমারাতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার নিরদেশ দিয়ে বলেন, "তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, নিষ্ঠা, সদিচ্ছা ও তাদের উর্ধ্বতনের আনুগত্যের উপর। আপনারা ঔদ্ধত্য পরিহার করুন এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মহাব্বতের বন্ধন তৈরি করুন।"

তিনি আরও বলেন, "কোষাগার ও জাতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে আমাদের সকলের মনোযোগ দিতে হবে। অস্ত্র, সাঁজোয়াযান, গোলাবারুদ, সরকারি স্থাপনা এবং কোষাগার সংশ্লিষ্ট সবকিছুর যথাযথ ব্যবহার করা হোক - এই বিশ্বাস আমাদের জাতি আমাদের উপর রাখে। অতএব কারো অনুমতি নেই এগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার কিংবা অপচয়ের।"

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত আফগানদেরজন্য তিনি দয়া করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে তাদের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নেওার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমি সংশ্লিষ্ট সকল অফিসারকে ভূমিকম্প কবলিত এলাকায় পোঁছে দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে সহায়তা তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, নিষ্ঠার সহিত তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।"

পরিশেষে তিনি এই বলে বক্তব্য শেষ করেন, "আমি বক্তব্যের সমাপ্তিতে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আরো একবার শুভেচ্ছা জানাতে চাই সকল দেশবাসীকে এবং আমি আশা করি ঈদের দিনগুলো আপনারা নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অতিবাহিত করবেন।"

অনুবাদক ও সংকলক : ত্বহা আলী আদনান

দ্রষ্টব্য : আমিরুল মু'মিনিনের পূর্ণ বার্তাটি দাওয়াহইলাল্লাহ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের সুবিধা বিবেচনায় লিংকটি নিচে দিয়ে দেওয়া হল – https://dawahilallah.com/forum/জিহাদি-প্রকাশনা/চিঠি-ও-বার্তা/181787-১৪৪৩

০৮ই জুলাই, ২০২২

আল-কায়েদার সফল হামলায় এক ডজনেরও বেশি মালিয়ান সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি রাজ্যে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা যোদ্ধারা। এতে এক ডজনেরও বেশি মালিয়ান সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ জুলাই সকালে মোপ্তি রাজ্যের কোরো জেলায় প্রথম হামলাটি চালানো হয়। যেখানে বিস্ফোরক যন্ত্র দ্বারা সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। আর এতে গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটালে মালিয়ান সেনাবাহিনীর ২ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। একই ঘটনায় আরও ৪ সেনা গুরুতর আহত হয়।

এই হামলার একদিন পর, অর্থাৎ গত ৭ জুলাই বৃহস্পতিবার, মুজাহিদগণ বুনি অঞ্চলে আরও একটি সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' সংশ্লিষ্ট 'মিনবারুল-ফুরকান' মিডিয়া সূত্রে জানা যায়, উক্ত এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান বোমা মেরে উড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ। যার টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে। ফলে সাঁজোয়া যানে থাকা সমস্ত গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়। যাদের শরীরের টুকরো ও রক্ত আশপাশে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র মতে, মুজাহিদদের পরিচালিত এই বরকতময় হামলায় অন্তত ৯ মালিয়ান সেনা নিহত হয়েছে। বিশ্লেষকরা তাই বলছেন যে হামলাগুলোর মাধ্যমে গাদ্দারদেরকে তাদের পূর্ণ পাওনা আদায় করে দিয়েছেন মুজাহিদগণ।

মালি | জাতিসংঘের সামরিক বহরে মুজাহিদদের হামলায় নিহত ৩, আহত ৫

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে অবস্থানরত দখলদার জাতিসংঘ ব্লু-হেলমেট বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ৮ দখলদার সেনা নিহত হয়েছে বলে ধারণা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ৬ জুলাই সকাল ১০ মালির উত্তরাঞ্চলে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষা মিশনের সামরিক কনভয়ে একটি সফল বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা চালিয়েছেন বলে জানা যায়।

দেশটির উত্তরে টেসালিট-গাও মহাসড়কে এই হামলার ঘটনা ঘটে। যখন কুফ্ফার সংঘটির দখলদার সৈন্যরা সামরিক কনভয় নিয়ে উক্ত এলাকা অতিক্রম করছিল, আর তখনই একটি সাঁজোয়া যান বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয়। যার ফলশ্রুতিতে ৩ সেনা নিহত এবং আরও ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

মালিতে জাতিসংঘের মাল্টিডাইমেনশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন (MINUSMA) থেকে একটি লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মুজাহিদদের বরকতময় উক্ত হামলায় যেসব দখলদার মারা গেছে, তাদের মধ্যে ২ সৈন্যই মিশরীয় এবং বাকি একজন চাদিয়ান সৈন্য ছিলো।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ বলছেন, মুসলিম নামধারী এইসব গাদ্দার সৈন্যরা সামন্য অর্থ আর দুনিয়ার মোহে নিজদের মহামূল্যবান আখেরাতকে অমুসলিমদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আর নিজদেরই স্বজাতীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে

হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ফলে মুজাহিদরাও বাধ্য হয়ে এসব ধর্মদ্রোহী সৈন্যদের হত্যা করছেন। যাতে দুনিয়া থেকে ফেতনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়াহ্ কায়েম হয়।

একই সময় মেডিকেল টিম উক্ত এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় আহত সেনাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। যাদের সবার অবস্থাই আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

ফটো রিপোর্ট || আনসার আল-ইসলামের অদৃশ্য সৈনিকরা

সিরিয়ায় প্রায় একযুগ ধরে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে আসছে বেশ কিছু ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী। তাদের মধ্যে রয়েছে আল-কায়েদা-প্রো কয়েকটি প্রতিরোধ বাহিনীও। যাদের মধ্যে অন্যতম আনসার আল-ইসলাম।

দলটির 'আল-আনসার' মিডিয়া সম্প্রতি নতুন একটি ভিডিও রিলিজ করেছে। যার শিরোনাম ছিলো "অদৃশ্য সৈনিক"। যেখানে দলটি তাদের স্নাইপার যোদ্ধাদের কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

সেই সাথে ভিডিওটিতে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযানের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। যেখানে প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অন্যান্য অস্ত্রের পাশাপাশি স্নাইপার ব্যবহার করতেও দেখা গেছে।

ভিডিওটির কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2022/07/08/57937/

০৭ই জুলাই, ২০২২

কাশ্মীরে রাসূল (ﷺ) কে অবমাননার প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের মামলা

সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের মুখপাত্র উগ্রবাদী নুপুর শর্মা মুসলমানদের প্রাণের স্পন্দন রাসূল (ﷺ) কে কুরুচিপূর্ণ ও অবমাননাকর মন্তব্য করে। এর প্রতিবাদে কাশ্মীরের ভাদেরওয়াহ এলাকায় অনুষ্ঠিত এক র‍্যালিতে বক্তৃতা দেন আদিল গাফুর গানাই। আর এতেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তার বিরুদ্ধে পৃথক দুটি ধারায় মামলা করেছে।

এর আগে গত জুন মাসের ১২ তারিখে জম্মুর ডোডা জেলার চিনার মহল্লা এলাকায় আদিলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অতি সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

কাশ্মীরভিত্তিক নিউজ পোর্টাল 'দা কাশ্মীরিয়াত' জানিয়েছে, আদিল ভাদেরওয়াহ এলাকার মারকাযি জামিয়া মসজিদে জুনের ৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিবাদ র‍্যালিতে ভাষণ দেন। যেখানে কুখ্যাত বিজেপি মুখপাত্র নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দাল সহ কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী সোশাল মিডিয়া একটিভিস্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান মুসলিমরা। সেই উগ্র হিন্দু একটিভিস্টরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও অবমাননাকর মন্তব্য ছড়াচ্ছিল।

আর রাসূল (সা:) এর সম্মান রক্ষায় এই নিকৃষ্টতর জীবগুলোর বিরুদ্ধে আদিলের দেওয়া ভাষণের ভিডিও ক্লিপ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ১২ই জুন তাকে গ্রেফতার করে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় প্রশাসন। কিন্তু ঐ কথিত সোশ্যাল মিডিয়া একটিভিস্টদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি দখলদার ভারতীয় প্রশাসন।

সম্প্রতি আদিলের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ২৯৫-এ এবং ৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। তার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে নাশকতামূলক কাজ করা এবং "ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টের" অভিযোগ আনা হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের কার্যক্রম এখন অনেকটা ছেলেখেলার ন্যায় হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতারা ইসলামকে কটাক্ষ করে কথা বললে তাদের কিছু হয় না, আর কোনো মুসলিম তার প্রতিবাদ করলে সে হয়ে যায় ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টকারী!

বিহারে মুসলিমদের বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট, ইমামকে বেধড়ক মারপিট হিন্দুত্ববাদীদের

ভারতের বিহারে বাকবিতন্ডার সূত্র ধরে মুসলিমদের এলাকায় ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়েছে উগ্র হিন্দুরা। যার থেকে রেহাই পাননি মসজিদের বৃদ্ধ ইমামও।

স্থানীয় বিভিন্ন টুইটার একাউন্টের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত জুন মাসের ১৭ তারিখে বিহারের দারভাঙ্গা এর ঘনশ্যাপুর অঞ্চলের বাদিতোতোলা এলাকায় দুটি হিন্দু-মুসলিম পরিবারের মাঝে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। এসময় উগ্র হিন্দুরা গায়ে পড়ে মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষের লিপ্ত হয়। যা এক পর্যায়ে কঠিন মারামারিতে রূপ নেয় এবং এতে ধর্ম সাহু নামের এক হিন্দু মারা যায়।

এরপর দলে দলে উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের বাড়ি ঘরে ব্যাপক ভাংচুর চালাতে থাকে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মুসলিমরা তাদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই সুযোগে হিন্দুরা মুসলিমদের ঘরের তালা ভেঙে ঘরের সবকিছু তছনছ করে এবং মূল্যবান জিনিস লুট করে নিয়ে যায়। এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি উগ্র হিন্দুরা। তারা এলাকাটির মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা মামলা করে। ফলে এলাকাটিতে আরও হয়রানির শিকার হন মুসলিমরা।

প্রায় ১৮ দিন পর, অর্থাৎ গত ৫ জুলাই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুসলিমদের জানানো হয় যে, যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি তারা তাদের বাড়ি-ঘরে ফিরে যেতে পারবে। সেই সাথে মসজিদে ইবাদত করতে পারবেন (এতদিন মসজিদে আযান দেয়া ও সালাত আদায় করতে দেয়া হয়নি)। এরপর এলাকার বৃদ্ধ ইমাম কয়েকজন মুসলিমকে নিয়ে এলাকায় ফিরে আসেন এবং মসজিদে গিয়ে ওযু করে সালাত আদায় করেন। সালাত

আদায়ের পর তারা কিছুক্ষণের জন্য মসজিদে বসলে হঠাৎ বেশ কিছু উগ্র হিন্দু এসে তাদের মসজিদ থেকে বের করে দেয় এবং লাঠিসোটা দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এতে আহত হন মুসল্লিরা।

এদিকে মুসলিমদের জন্য সবদিক দিয়ে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে ভারত। যেখানে তাদের জানমালের নিরাপত্তা নেই। এমতাবস্থায় বড় আকারের গণহত্যা অত্যাসন্ন বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ। তারা মনে করেন ভারতীয় মুসলিমদেরকে অন্তত নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য হলেও হিন্দুত্ববাদের এই উগ্র জোয়ার মকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে রাখা আবশ্যক।

বেনিনে আল-কায়দার হামলা অব্যাহত: নতুন করে নিহত ২ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের উত্তরে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর আবারো হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ২ সেনা নিহত এবং অপর এক সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ঠা জুলাই সোমবার বেনিনের উত্তরাঞ্চলে দেশটির গাদ্দার সামরিক ইউনিটগুলির বিরুদ্ধে অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। দেশের উত্তর আলিবোরি অঞ্চলের মনসিতে ডব্লিউ ন্যাশনাল পার্কে টহলরত সেনাদের লক্ষ্যবস্তু করে হামলাটি চালানো হয়।

সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা মাঝারি অস্ত্র দ্বারা হামলাটি পরিচালনা করছেন। আর তাতে দেশটির ২ গাদ্দার সেনা নিহত এবং অন্য ১ সৈন্য আহত হয়।

স্থানীয় রেডিও স্টেশন Fraternite FM-এর খবর অনুযায়ী, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ যোদ্ধারা ঘটনাস্থল থেকে সেনাবাহিনীর ২টি মোটরসাইকেল, সামরিক ইউনিফর্ম, অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন। পরে তারা নিরাপদে এলাকা ছেড়ে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যান।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি উত্তর বেনিনে সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধাদের সাম্প্রতিক এসব আক্রমণে বহু সংখ্যক সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই অঞ্চলগুলো ঘিরে নতুন কৌশলে আগাচ্ছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

পূর্ব তুর্কিস্তান | দখলদার চীনা সরকারের উরুমচি গণহত্যা

পূর্ব তুর্কিস্তান, মুসলিম উম্মাহর স্মৃতি থেকে ভুলিয়ে দেওয়া এক জনপদের নাম। দখলদার হান চাইনিজরা সেখানে মুসলিমদের উপরে চালাচ্ছে শতাব্দির ভয়াবহতম গণহত্যা। আগেও তারা এমন করেছে, যুগ যুগ ধরেই ছোট

ছোট পরিসরে ক্র্যাকডাউন চালিয়ে এখন তারা পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসিমদের উপর চূড়ান্ত গণহত্যার মিশন বাস্তবায়ন করছে।

পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের সাথে ঘটে যাওয়া এমনই একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা হল উরুমচি গণহত্যা। আজ থেকে ১৩ বছর আগে ২০০৯ সালের জুলাই মাসের ৫ তারিখ দখলদার চীনা সরকার পূর্ব তুর্কিস্তানের উরুমচি শহরে মুসলিমদের উপর এক বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায়। এতে হাজার হাজার মুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

কয়েক হাজার মুসলিম সেদিন জড়ো হয়েছিল তাদের উপর চীনা দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ করতে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদটুকুও সহ্য হয়নি দখলদার অপশক্তির। সেদিন তারা নির্বিচারে গুলি চালায় প্রতিবাদি মুসলিমদের উপরে। গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় মুসলিমকে, তাদেরকে জোর পূর্বক প্রেরণ করা হয় বন্দীশিবিরে। জোর করে বাড়িঘর থেকে তুলে নিয়ে নিখোঁজ করে দেওয়া হয় অসংখ্য অগণিত মুসলিমকে।

আগেই অভিযোগ ছিল যে, পূর্বে গ্রেফতারকৃত কয়েক হাজার মুসলিমকে গুম করে দিয়েছে বর্বর চীনা দখলদার কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনারই তদন্ত সাপেক্ষে সত্য জানতে এবং নিখোঁজ মুসলিমদের সঠিক খোঁজ পেতেই ঐ বিক্ষভের আয়জন করা হয়েছিল। আর এই সত্য জানতে চাওয়া এবং নিখোঁজ আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ জানতে চাওয়াই কিনা কাল হয়ে দাঁড়ালো, গুম ও হত্যার শিকার হতে হল আরও কয়েক হাজার মুসলিমকে!

আর এই ঘটনাকে কিনা বিশ্ব মিডিয়া প্রচার করেছিল চীনা হান ও মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা হিসেবে! যেখানে চীনা সেনা, পুলিশ ও সাধারণ হান নাগরিকরা মিলে মুস্লিমদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করেছে, সেখানে দাবি করা হয় যে, পুরো ঘটনায় নিহতের সংখ্যা নাকি মাত্র ১৬০ জন মানুষ মারা গিয়েছে; আহতের সংখ্যা বলা হয় হাজারের মত! দিনে দুপুরে এ যেন এক জঘন্য মিথ্যাচার।

প্রায় ৭০ বছরের বেশি সময় থেকে চীনা হানরা উইঘুরদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। উইঘুরদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ঐদিন নাস্তিক্যবাদী চীনা সরকার কর্তৃক ইসলাম ও মুসলিমদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করছিলেন মুসলিমরা। এতেই চীনা সরকারের বিশাল সেনাবহর চড়াও হয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর।

মুসলিম জনগোষ্ঠীকে চীন ও এর সংস্কৃতির জন্য হুমকি উল্লেখ করে জাতিগত নির্মূল অভিযান চালায় তারা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের যাঁতাকলে নিরস্ত্র উইঘুর মুসলমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের স্বীকার হয় দেশটিতে। ইসলামি নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলেতে চতুর্মুখি আগ্রাসন চালায় তারা।

উইঘুর মুসলিমদের জন্য তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্দী শিবির। যেখানে বর্তমানে অন্তত ৩০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে বন্দী করে রেখেছে চীন সরকার। সেখানে তাদেরকে জোর করে চাইনিজ মতাদর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

গণহত্যার পর থেকে চীনা কর্তৃপক লজ্জাবতী পর্দানশীন মুসলিম নারীদের ফ্যাশন শো এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মতো কাজে অংশ নিতে বাধ্য করেছে। পর্দার বিধানকে নির্মূল করতে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করেছ। চীনা হান পুরুষদের বিয়ে করতে বাধ্য করেছে।

এছাড়াও মুসলিম পুরুষদের বন্দিশিবিরে আটকে রেখে বাড়িতে চীনা হান পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীদের ঘুমাতে বাধ্য করা হয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করা হয়। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইইউডিএস, ইনজেকশন এবং টেবলেট দিয়ে জোর পূর্বক বন্ধাকরণ করা হয়েছে।

এরপরও চীন সরকারের বিরুদ্ধে বলার কেউ নেই। চীনা পণ্যে সয়লাভ দুনিয়া, তাই তাদের এসব অপরাধকে ছোট অন্যায় হিসেবে দেখছে বর্তমান ভোগবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যাবস্থা। অসহায় এই মজলুম মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর যেন কেউ নেই। তাদের পক্ষে আওয়াজ তলার মত কেউও যেন নেই!

প্রতিবেদক : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র :

----

1. 2009 Urumqi Massacre- https://tinyurl.com/27rcubnz

2. চীনের শিনচিয়াং প্রদেশ এখনো অশান্ত - https://tinyurl.com/5245uyv9

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || জুন, ২০২২ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2022/07/07/57910/

০৬ই জুলাই, ২০২২

আজ আবারো ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ফিলিস্তিনি যুবক নিহত

দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে আরও এক ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়েছেন। দেশটির যুব শক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য উঠে-পরে লেগেছে এই জায়নবাদী ইসরাইলিরা; যাতে করে পুরো ফিলিস্তিন ভুখন্দের উপরে পূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম করা যায়।

আজ (৬ জুলাই) সকালে অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে সামরিক অভিযানের সময় এ যুবককে হত্যা করে বর্বর ইহুদি বাহিনী। খবরটি নিশ্চিত করে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০ বছর বয়সী রাফিক রিয়াদ ঘানামকে সামরিক অভিযান চালিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

মৃত্যুর আগে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করেছিল কুখ্যাত ইসরায়েলি বাহিনী। এ সময় কোন ধরণের চিকিৎসা না দিয়ে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে খুন করা হয় ঐ মুসলিম যুবককে।

গতকালও অন্য এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এবং এ শহরেই আল-জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেকেও তাদের জুলুম ক্যামেরাবন্দী করার "অপরাধে" হত্যা করেছিল তারা। এছাড়াও চলতি বছর এ শহরে অন্তত ৩০ জন ফিলিস্তিন যুবককে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত কয়েক মাস ধরেই মুসলিম যুবকদেরকে বেছে বেছে হত্যা করছে তারা; যেন ফিলিস্তিনের মুসলিমদের শেষ প্রতিরক্ষার আশাটুকুও শেষ করে দেওয়া যায়।

ইসরাইল নামক এই অবৈধ রাষ্ট্রটি রুটিন মাফিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে দখলদারত্ব বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এরপরও গাদ্দার আরব শাসকগোষ্ঠী দখলদার রাষ্ট্রের তোষামোদী করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. BREAKING| Palestinian youth shot dead by Israeli forces in Jenin- https://qudsnen.co/37456-2/

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুন ৫ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/07/06/57899/

"আমার বাবা কোথায়? কখন আসবে?" - অবুঝ কাশ্মীরী শিশুর জিজ্ঞাসা

"আরিবা নিস্পাপ অবুঝ শিশু। আমাদের জিজ্ঞেস করতে থাকে তার 'বাবা' কোথায়। ৪ বছর বয়সী বাচ্চাকে আমি কী বলে বোঝাব? যে তার বাবা ১,৪০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে হিন্দুবাদীদের কারাগারে রয়েছেন।" - ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এ কথাগুলো বলেছেন কাশ্মীরি সাংবাদিক আসিফ সুলতানের স্ত্রী সাবিনা আক্তার।

মুসলিম কাশ্মীরি সাংবাদিক আসিফ, যাকে ২০১৯ সালে জন অবুচন প্রেস ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল, গত ৪ বছর ধরে তিনি জেলে আছেন। তার পরিবারের বক্তব্য, তিনি হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে সাংবাদিকতা করার কারণেই তাকে আটক করা হয়েছে।

চলতি বছরের এপ্রিলে আসিফকে একটি পৃথক মামলায় জামিন দেওয়ার কয়েকদিন পরেই পুনরায় গ্রেপ্তার করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। আসিফের পরিবার জানিয়েছে, আরিবা আসিফের জন্য এটি সবচেয়ে কঠিন যে, সে তার বাবাকে ভালভাবে চেনে না এবং বাবার আদর ছাড়াই বড় হচ্ছে।

আসিফের বাবা মোহাম্মদ সুলতান (৬৫) মিডিয়াকে বলেছেন, "আমি তাকে বারবার শান্তনা দেই যে তার বাবা ফিরে আসবে। কিছু দিন আগে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদু দাদু, তুমি তো বলেছিলে আব্বু আসবে, আমার আব্বু কোথায়?' সে তো এখনো আসেনি।" তার পরিবার মিডিয়াকে জানিয়েছে তাকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তারের ফলে তার মেয়ের উপর কতটা বিদ্রুপ প্রভাব পড়েছে। মোহাম্মদ সুলতান তার পুত্রবধূ গত চার বছরে সে যে কত সমস্যার মাঝে বসবাস করেছে সে সম্পর্কেও কথা বলেছেন। সাবিনা বলেছিলেন যে তিনি খুব আশাবাদী যে তিনি ফিরে আসবেন এবং তাদের সাথে থাকবেন।

২০১৮ সালে যখন আসিফকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তখন সাবিনা মিডিয়াকে বলেছিলেন। "প্রথম দিকে আমি খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম, বিশেষ করে যখন আরিবা খুব ছোট ছিল। তার বয়স তখন মাত্র ৬ মাস। আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না, আমি কি ওর যত্ন নেব নাকি নিজের? কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে শক্তি দিয়েছেন। আমাকে আমার আবেগের যত্ন নিতে হয়েছিল কারণ আমার আবেগ আরিবাকেও প্রভাবিত করবে। আমি যদি হতাশ হতাম তবে কে আমাদের সন্তানের যত্ন নেবে?"

তিনি বলেছিলেন যে তার স্বামীকে ছাড়া বেঁচে থাকা খুব কঠিন ছিল। তাছাড়া, আরিবা ঐই বছর ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছিল যা তার জীবনে একটি অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাবিনা একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি অনুমান করেছিলেন যে আরিবা আসিফকে ছাড়া বেঁচে থাকার কারণে মানসিক প্রতিবন্ধি হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে বলতে এক পর্যায় অশ্রুসিক্ত হয়ে সাবিনা বলেন, "সে অন্য সন্তানের বাবাদের দেখে এবং নিজের বাবাকে খুঁজতে থাকে। বলতে থাকে আমার বাবা কোথায়? আমার বাবা আসে না কেন বলে মাঝে মাঝে কাঁদতে থাকে।"

সাবিনা আরো জানিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক একটি স্কুল অ্যাসাইনমেন্টে যেখানে তাকে তার বাবার বিষয়ে লিখতে বলা হয়েছিল, আরিবা লিখতে ছিল **"বাবা জেলে আছে।"** তার মেয়েকে বোঝাতে হয়েছিল যে সে তার স্কুল অ্যাসাইনমেন্টে এমন কিছু বলতে/লিখতে পারে না এবং তাকে বলতে/লিখতে বাধ্য করেছিল, "বাবা অফিসে আছেন।" সবচেয়ে খারাপ দিক হল আরিবা মনে করে নিয়েছে যে, বাবা দূরেই থাকবে। এর আগে যখন তারা কেন্দ্রীয় কারাগারে আসিফকে দেখতে গিয়েছিল, তখন আরিবা মনে করতো জেলটি তার বাবার বাড়ি এবং তাদের নিজস্ব বাড়ি আলাদা। সে তার বাবাকে চিনতেও পারে না। "আমরা তাকে ছবি এবং ভিডিও দেখাই যেগুলোতে

আসিফ আছে যাতে সে তাকে চিনে। সে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি বাবার কোলে আছি এমন কোনো ভিডিও আছে কি?"

যে দুটি পরিচয়ের কারণে আসিফের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে, তা হল: তিনি একজন মুসলিম এবং একজন কাশ্মীরি সাংবাদিক। কাশ্মীরের মতো বিশ্বে নজিরবিহীন উচ্চ সামরিকায়িত অঞ্চলে স্বাধীন সাংবাদিকতা কখনই সহজ ছিল না। বিশেষ করে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার পর থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হিন্দুত্ববাদীদের হামলা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকদের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মাধ্যমে কোণঠাসা করা হয়। ঘন ঘন গ্রেপ্তার করা হয়। সে বছরই কাশ্মীর প্রেসক্লাবও বন্ধ করে দেয় হিন্দুবাদী ভারত সরকার।

এদিকে আসিফের বাবা হার্টের রোগী। এক বছর আগে তার হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করা হয়। এবং তার হৃদপিণ্ডে রক্তের প্রবাহের জন্য তার বুকে একটি ডিভাইস লাগানো হয়েছিল। এই মুহূর্তে পরিবার আসিফের অনুপস্থিতিতে কঠিন সময় পার করছে। আসিফও অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, তার বাবার প্রয়োজনে পাশে থাকতে পারেননি।

সাবিনা ও আসিফের বন্ধু তার সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলেছেন।

সাবিনা বলেন, "আসিফ খুব নরম স্বভাবের মানুষ। তিনি কারো সাথে ঝগড়া করার মতো ব্যক্তি নন, তিনি কেবল নিজের, তার আচরণ, কাজ এবং পরিবারের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি একজন সম্পূর্ণ পারিবারিক মানুষ, এবং সবসময় তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।"

অন্যদিকে আসিফের বন্ধু বলেন, "আসিফ একজন পরিশ্রমী মানুষ। তিনি তার স্কুল জীবনে ভাল রেজাল্ট করেছিলেন এবং ভাল সুনাম অর্জন করেছিলেন। সুলতান একজন গেজেটেড অফিসার ছিলেন এবং আসিফ ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। আসিফ একজন মেডিকেল স্টুডেন্টও ছিলেন, কিন্তু তার লেখালেখির দক্ষতা ছিল এবং তিনি এটিকে "সাংবাদিকতা" হিসেবে নিয়েছেন। আমি তাকে আমার শিক্ষক মনে করি। একজন ব্যক্তি এবং একজন সাংবাদিক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং সৎ।"

আসিফ ২০১৮ সালে কাশ্মীর ন্যারেটরের জন্য 'দ্য রাইজ অফ বুরহান' লিখেছিলেন। আসিফের বন্ধু বলেন, "সে যখন এই লেখাটি লিখেছিল, তখন সে আমার কাছ থেকে একটি সতর্কবার্তা পেয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম যে, 'আপনি একটি উচ্চ সামরিক এবং সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাস করেন, সেখানে একটি প্রতিক্রিয়া হতে পারে', কিন্তু তিনি ভয় পাননি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'এতে কোনও ভুল নেই, এটা আমার সাংবাদিকতার কাজ।' যাই হোক না কেন, আমি তাকে নিয়ে খুব গর্বিত এবং আমি সবসময় তার পাশে থাকব।"

"তিনি তার লেখা অব্যাহত রেখেছিলেন। তার লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি হিন্দুত্ববাদীদের হুমকি সম্বলিত কল পেতে শুরু করেছিল। আমি ভয় পেয়েছিলাম যে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ তাকে সমস্যা করবে। কারণ প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রতি তাদের এলার্জি রয়েছে। তারা বিশ্ববাসীকে কাশ্মীরের **'সাব কুচ চাঙ্গা হ্যায়'** ছবি দেখাতে চায়। অর্থাৎ সবকিছু ঠিক আছে। হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের ব্যাপারে অন্ধকারে রাখতে চায়।"

আসিফের এই গল্প প্রতিটি কাশ্মীরির গল্প। কাশ্মিরের প্রতিটি যুবক যেন এক এক জন আসিফ, হিন্দুত্ববাদের জিঘাংসা আর পাশবিকতার শিকার। কাশ্মীর সহ গোটা উপমহাদেশ আজ হিন্দুত্ববাদের শিকলে বন্দী। এ শিকল কে ছিন্ন করবে, কে আজ হিন্দুত্ববাদের এই সর্বগ্রাসি স্রোতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, অসহায় এই উম্মতকে আজ কে পথ দেখাবে, কেউ আছে কি?

লেখক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

1. "Our daughter keeps asking where her baba is": Aasif Sultan's wife on her husband's incarceration
- https://tinyurl.com/ynyye3pn

"পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেও আমরা কখনই শরিয়া শাসন ত্যাগ করবো না"

সম্প্রতি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে অনুষ্ঠিত হয় তিনদিন ব্যাপী ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে বিগত ২১ বছরের দীর্ঘ জিহাদি ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন আমিরুল মুমিনিন মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ্)।

গত ২০২১ সালের আগস্টে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর এটিই ছিলো প্রথম বড় কোন সম্মেলন। যা প্রায় সাড়ে চার হাজার আলেম ও স্থানীয় পণ্ডিতদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এর আগেও ছোট ছোট আরও কিছু উলামা সম্মেলন করেছেন শাইখ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ্)।

তিন দিনব্যাপী এই বৈঠক শেষে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। সেই সাথে ১৫টি বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানোর পর যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়।

ঐদিন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমীর, মৌলভী হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা সম্মেলনের মঞ্চ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ করেন। এসময় তিনি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ইমারাতে ইসলামিয়ার সরকারকে চাপ দেওয়ার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানান। এবং বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র দিয়েও যদি আমাদের আঘাত করে, তারপরেও আমরা কখনই শরিয়া শাসন ত্যাগ করবো না। কেননা আমরা এক আল্লাহর গোলাম। তিনিই হুকুমদাতা ও সৃষ্টিকারী। আমরা এমন কোনো কাজ করতে পারি না যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক দাসত্বের। আর আমরা এমন কিছু গ্রহণ করবোও না, যা আমাদের প্রভুকে রাগান্বিত করে।

আল্লাহর কসম! যদি পশ্চিমারা তাদের সমস্ত পারমাণবিক শক্তি নিয়েও আসে, তথাপি আমরা এই সিদ্ধান্ত থেকে এক বিন্দুও টলবো না।

আমরা মুসলিম এবং একটি স্বাধীন জাতি! বিশ্বের উচিত, আমাদের উপর তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা না করা। কারণ আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আপনারা কেউ নন।

০৫ই জুলাই, ২০২২

মালিতে জাতিসংঘের সামরিক বহরে মুজাহিদদের দুর্দান্ত হামলায় ১২ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির গাও এবং টেসালিটের মধ্যবর্তি সড়কে একটি বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে কুফফার জাতিসংঘের অন্তত ২ সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৮ এরও বেশি দখলদার সেনা।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ৫ জুলাই মঙ্গলবার সকালে, মালিতে কুখ্যাত জাতিসংঘের বহুমাত্রিক সমন্বিত দখলদার বাহিনীর একটি লজিস্টিক কনভয়ে হামলা চালিয়েছেন 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন। হামলাটি টেসালিট ও গাও এর মধ্যবর্তি একটি সড়কে সংঘটিত হয়। যেখানে আগেই মাইন সংযোগ করে রাখেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অমুসলিম এই জোটির কনভয়টি যখনই উক্ত এলাকা অতিক্রম করার চেষ্টা করে, তখনই সাঁজোয়া যানগুলো মাইন বিস্ফোরণের শিকারে পরিণত হয়।

মালিতে কুফফার জাতিসংঘের বহুমাত্রিক সমন্বিত বাহিনীর মুখপাত্র (MINUSMA) ঘোষণা করেছে যে, গাও এবং টেসালিটের মধ্যবর্তি এলাকায় একটি বিস্ফোরক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে জাতিসংঘের একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের (MINUSMA) অন্তত ২ সেনা নিহত হয়েছে। একই সাথে আরও ৫ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে যে, একই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জাতিসংঘের অন্তত ১০ সৈন্য আহত হয়েছে, যা গাও রাজ্য থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ঘটেছিল। এই ঘটনার পর সেখানে দ্রুত কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পাঠানো হয় এবং আহতদের সরিয়ে নেওয়া হয়।

ফরাসি সেনারা মালির অধিকাংশ অঞ্চল ত্যাগ করার পরে মুজাহিদরা এখন অন্যান্য দখলদার বাহিনীকে, বিশেষ করে অমুস্লিম জাতিসজ্ঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীকে টার্গেট করেছেন, যাতে করে ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার পথে তাদের অবশিষ্ট বাঁধাগুলোও দূর হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ।

খাবার মুড়ে দেওয়া কাগজে হিন্দু দেব দেবীর ছবি থাকায় মুসলিম বৃদ্ধের উপর হামলা, গ্রেফতার

ভারতের উত্তরপ্রদেশে তালেব মুহাম্মদের দীর্ঘদিনের খাবারের দোকান। প্লাস্টিকের প্যাকেট বন্ধ হওয়ার কারণে তিনি খবরের কাগজে মুড়ে ইদানীং খাবার দিচ্ছিলেন ক্রেতাদের। মূলত, মুরগির মাংসের তৈরি খাবারই বানাতেন তালেব।

পুরনো খবরের কাগজ কিনেছিলেন তালেব একটি দোকান থেকে। তার কোনও একটির মধ্যে হিন্দু দেবতাদের ছবি ছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। আর এমনিতে পুরাতন পত্রিকায় তো কত কিছুই থাকে। যা পুরাতন হয়ে গেলে ময়লা আবর্জনা, নর্দমা-ড্রেনে, এমনকি মানুষের পায়ের নিচেও পড়ে। সে দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপও করে না। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তিকে হয়রানি করার জন্য কোন এক হিন্দু ক্রেতা সেইরকম একটি কাগজ পেয়ে সন্ত্রাসী দল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের গুণ্ডাদের খবর দেওয়ার পরেই শুরু হয় গণ্ডগোল। তারা পুলিশকে জানায় এবং নিজেরা এসেও হামলা করে। পরে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এসে কোন ধরণের তদন্ত ছাড়াই তালেব মুহাম্মদকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে ২০১৫ সালে, ৫২ বছরের আখলাককে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, তাঁর বাড়ির ফ্রিজে গরুর মাংস আছে কী না- সেই সন্দেহে। সেটাই ছিল খুব সম্ভব শুরু, তারপর মাদ্রাসার ছাত্র জুনাইদের টিফিনবক্সে গোমাংস আছে কী না, সেই সন্দেহে ১৫ বছরের ছেলেটিকে ট্রেন থেকে ফেলে খুন করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এইরকম আরও বহু উদাহরণ আছে।

এভাবে ধীরে ধীরে এগুতে এগুতে ভারতের পরিস্থিতি এখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। আগে গোমাংসের সন্দেহে মারা হয়েছে, এখন খাবার কিসে মুড়ে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে হামলা মামলা হচ্ছে। পরের ধাপে হয়তো মুসলিমদের পেট চিরে দেখা হবে যে, কি খেয়েছেন তারা- এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ। কারণ এখানে মূলত বিষয় দেব-দেবী কিংবা গরুকে সম্মান জানানো নয়। বরং কেবলই মুসলিম বিদ্বেষ।

তালেব হুসেনের ছেলে জানিয়েছেন, "আমার বাবা অন্যান্য দিনের মতই খাবার বিক্রির জন্য বাড়ি থেকে পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে গিয়েছিল। তারমধ্যে যে কোন দেবতার ছবি ছিল কিনা তা হয়তো খেয়াল করেননি তিনি।" গোটা ঘটনাটি তার ও তাদের পরিবারের কাছে ধোঁয়াশার মত। কারণ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তারা দোকান চালাচ্ছেন। মুসলিম ক্রেতাদের পাশাপাশি হিন্দু ক্রেতাও রয়েছে। কোনও দিনও সমস্যা হয়নি।

হুসেনের ছেলে আরও বলেছেন, খাবার প্যাকেট করার জন্য বাজার থেকেই তারা পুরনো কাগজ কমদামে কিনেন। হুসেনের আইনজীবী জানিয়েছে, তার মক্কেলকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তালিবের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগই ভিত্তিহীন।

বিশ্লেষকগণ বলছেন, ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নির্যাতনের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে। সবসময় মুসলিমরা এখন আতঙ্কে থাকে যে কখন তারা কোন অজুহাতে উগ্র হিন্দুদের হামলার শিকার হন। প্রায় প্রতিদিনই দেশটির কোথাও না কোথাও মুসলিম নির্যাতনের এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, দেশটিতে মুসলিরা দিনে দিনে এমনই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। তবে এর থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে নববী মানহাজে ফিরে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করার কথাই বারবার বলে আসছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

১। হিন্দু দেবদেবীর ছবি দেওয়া কাগজ মুরে মাংস বিক্রির অভিযোগে যোগীর রাজ্যে হাজতবাস **প্রৌঢ়ের** - https://tinyurl.com/hasc6dvs

---

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের প্রাণনাশের হুমকি

ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্নিগ্ধা পাল (১৮) নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় পরিবারের বিরুদ্ধে প্রাণ-নাশের হুমকির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। শনিবার ২ জুলাই বেলা ১১টার দিকে নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট চত্বরে এক সংবাদ সম্মেলন পরিবারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন ওই শিক্ষার্থী।

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ সালে টাঙ্গাইল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হলফনামা (এফিডেভিট) দিয়ে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি। স্নিগ্ধা পাল(১৮) তার নাম বদল করে ইনশা আয়াত রেখেছেন। ইনশা আয়াত নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের সপ্তম সেমিষ্টারের শিক্ষার্থী। তার বাবার বাড়ি টাঙ্গাইলে।

সংবাদ সম্মেলনে ওই শিক্ষার্থী তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ছোট বেলা থেকে আমার বাবাকে দেখতাম তিনি বিভিন্ন ইসলামিক টকশো দেখতেন। সেই থেকে আমি আকৃষ্ট হয়ে প্রতিদিন ইসলামিক বিভিন্ন বির্তক টকশো এবং হাদিস বই পড়তে থাকি। ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হতে থাকে। পরে আমি সম্পূর্ণরুপে বুঝতে পারি কোনটা আসল পথ। পরে আমি গত ২৩.১২.২০২১ ইং সালে টাঙ্গাইল কোর্ট থেকে টাঙ্গাইল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হলফনামা (এফিডেভিট) করে আমার নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করি। পরে বিষয়টি আমার পরিবার জানার পর আমাকে সন্ত্রাসী দিয়ে উঠিয়ে নেওয়াসহ প্রাণ-নাশের হুম-কি প্রদান করছেন।

তিনি আরও বলেন, আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ ২৬ জনের নামে মিথ্যা মামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আমার পরিবার। বর্তমানে আমি স্বাধীন দেশে বসবাস করেও স্বাধীনতা পাচ্ছি না। প্রতি মুহূর্তে আমি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি। বর্তমানে চরম আতঙ্কে আর ভয়ে দিন কাটাচ্ছি।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ এই ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা আক্ষেপের সুরে বলেছেন যে, হিন্দুত্ববাদীদের দালাল-শাসিত এই দেশে এখন অন্য যেকন ধর্ম গ্রহণের 'স্বাধীনতা' রয়েছে, তবে ইসলাম ছাড়া। এক্ষেত্রে তাঁরা

কেউ কেউ গত বছর পাহাড়ি খ্রিস্টান সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত ওমর ফারুক ত্রিপুরার ঘটনাও উল্লেখ করেন, যাকে শুধুমাত্র ইসলামধর্ম গ্রহণের কারণেই শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল।

কথিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার ডলারপোষ্য ধ্বজাধারীদের নীরবতার ব্যপারেও দৃষ্টিপাত করেছেন অনেক বিশ্লেষক, যারা সারা বছর কথিত সংখ্যালঘুদের কাল্পনিক দাবি-দাওার ব্যপরে খুবই সচ্চার থাকে; কিন্তু মুসলিমদের প্রশ্নে তারা বরাবরই মুখে কুলুপ এটে থাকে।

০৪ঠা জুলাই, ২০২২

মুসলিমদের উপর অর্থনৈতিক বয়কট কার্যকর করতে গ্রাম পর্যায়ে কমিটি গঠনের আহ্বান

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম গণহত্যায় সকল শ্রেণীর হিন্দুদের শামিল করতে ভারতের আনাচে কানাচের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে শহরগুলো পাশপাশি গ্রামেও চলছে বহুমুখী আয়োজন।

গত ০৩ জুলাই রবিবার হরিয়ানার মানেসারের একটি মন্দিরে জমা হওয়া একটি পঞ্চায়েত হিন্দু সমাজকে মুসলিমদের উপর নেতৃত্ব দেওয়ার দাবি করে। পঞ্চায়েত থেকে "মুসলিম দোকানদার এবং বিক্রেতাদের" অর্থনৈতিক বয়কটের আহ্বান জানানো হয়। পঞ্চায়েত হিন্দুদের নিজ নিজ গ্রামে বয়কট কার্যকর করার জন্য গ্রাম-স্তরের কমিটি গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

পঞ্চায়েতে হিন্দুত্ববাদী উগ্র বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সদস্য সহ ২০০ এরও বেশি উগ্র হিন্দু অংশ নিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মানেসার, ধারুহেরা এবং গুরগাঁওয়ের কাছাকাছি গ্রামের হিন্দুরা বেশি ছিল। পঞ্চায়েত উগ্র হিন্দুরা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে, যাতে বলা হয়েছে যে কথিত অবৈধ তকমা লাগানো মুসলিমদের অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে।

ভিএইচপি মানেসার-এর সাধারণ সম্পাদক উগ্রবাদী দেবেন্দর সিং বলেছে, "পঞ্চায়েতকে এই অঞ্চলের হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছিল যেন "ধর্মীয় মৌলবাদ" এবং "জিহাদি শক্তির" বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা যায়। সে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলতে বলেছে, “হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে... অনেক রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি এমনকি পাকিস্তানিও তাদের আসল পরিচয় গোপন করে গুরগাঁও এবং মানেসারে অবস্থান করছে। তারা বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবসা গড়ে তুলেছে। আমরা প্রশাসনকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছি তদন্ত করতে এবং তাদের চিহ্নিত করতে... যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা নেবে। আরেকটি পঞ্চায়েত বৃহত্তর পরিসরে ডাকা হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।"

পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকজন বক্তা মুসলিম বিক্রেতাদের অর্থনৈতিক বয়কটের আহ্বান জানিয়ে মানেসারে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত অনেক জুসের দোকান এবং এবং সেলুনগুলো বর্জনের ডাক দিয়েছে। সে বলেছে,

"অর্থনৈতিক বয়কটই একমাত্র সমাধান। তাদের ধর্মীয় মৌলবাদ ও জিহাদের কথা বিবেচনা করে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গ্রামে কমিটি গঠন করতে হবে যারা আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে মানেসার থেকে এটি শুরু করেছি।"

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের নির্মূল করার লক্ষ্যে সকল আয়োজন সম্পন্ন করছে। মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। তাই চিন্তাশীল উলামায়ে কেরাম উপমহাদেশের মুসলিমদেরকেও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথসূত্র:

1. 'Run with names of Hindu deities': Panchayat in Manesar calls for economic boycott of Muslim businesses - https://tinyurl.com/3kue7jzj

---

এই লড়াই শেষ হবার নয় : আমিরুল মুমিনিন মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রত্যাবর্তনের প্রায় এক বছর পর, রাজধানী কাবুলে অনুষ্ঠিত হয় গ্র্যান্ড ইসলামিক কাউন্সিলর সভা। যেখানে উপস্থিত হন আমিরুল মুমিনিন মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ্)। পনের বছরেরও বেশি সময় ধরে এতো বড় কোন সমাবেশে তিনি উপস্থিত হননি।

সমাবেশে প্রায় সাড়ে চার হাজারেরও বেশি আলেম এবং উপজাতীয় নেতারা একত্রিত হয়েছিলেন। যারা নতুন করে তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়াত করেন। এই উলামা সমাবেশের দ্বিতীয় দিন তিনি প্রায় ১ ঘন্টারও অধিক সময় ধরে বক্তব্য রাখেন। এসময় তিনি অহেতুক সমালোচকদের মোক্ষম জবাব দেন।

এরপর তিনি বলেন, আমরা পশ্চিমাদের কোনো নির্দেশ গ্রহণ করব না। যারা আমাদের বলতে থাকে- এটা করো, ওটা করো, এটা করো না!- ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা এমন কে, যাদের আদেশ আমরা মান্য করবো? আর তারা আমাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কে? তাদেরকে এই অধিকার কে দিয়েছে?

জেনে রাখুন! আমরা শুধু আল্লাহর কাছেই মাথা নত করি, তাঁর আদেশই মেনে চলি। আর তাঁর কাছেই আমারা প্রত্যাবর্তন করবো।

এরপর শাইখ তালিবান সরকারের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলার পর, বিগত বিশ বছর ধরে বিভিন্ন আফগান সরকার কর্তৃক দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, জাতীয়তাবাদ এবং স্বজনপ্রীতির কঠিন বিরোধিতা করে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন তিনি।

মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ্) আগস্টে তালিবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জনসমক্ষে কখনও চিত্রায়িত বা ছবি তোলার অনুমতি দেননি। এই দীর্ঘ সময়টাতে তিনি দক্ষিণ আফগানিস্তানের কান্দাহারে নির্জনে অবস্থান নেন এবং সেখান থেকেই সবকিছু দেখা-শোনা করতে থাকেন। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সমাবেশে তিনি যোগদান করেন। তিন দিনের উক্ত সমাবেশের প্রধান লক্ষ্য ছিলো, ইমারাতে ইসলামিয়াকে সুসংহত করা এবং আলেমদের সমন্বয়ে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রীয় রেডিওতে সম্প্রচারিত আমিরুল মুমিনিনের এক ঘন্টার বক্তৃতায় তিনি একটি বিষয়কেই সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেন। আর সেটি হচ্ছে, শরিয়াহ্ আইন প্রয়োগ করা, যে ইসলামী ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনে নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বাধীনতার সুখ খুঁজে পাবেন।

"বর্তমান বিশ্ব এত সহজে ইমারাতে ইসলামিয়ার নতুন এই উত্থান মেনে নেবে না"

তিনি পশ্চিমাদের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন: "ইসলাম এবং কাফেরদের মধ্যে কোনো পুনর্মিলন হতে পারে না। এটা অতীতে কখনো হয়নি, এখন হবে না।" "তাদের আর আমাদের মধ্যে চিরন্তন এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে, যা শেষ হবার নয়।"

এসময় তিনি তালিবান মুজাহিদদের বলেন, এটি ঈমান ও কুফরের লড়াই। তোমাদের এই যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। কারণ আজকের বিশ্ব এত সহজে ইমারাতে ইসলামিয়ার নতুন এই উত্থান মেনে নেবে না। তাই তোমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই বলছেন, এখন দেখার বিষয় এই যে- আমিরুল মু'মিনিনের এই নতুন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য ইমারতে ইসলামিয়ার ভবিসসত কর্মপদ্ধতিতে কেমন ধরনের পরিবরতন সাধন করে।

লেখক - ত্বহা আলী আদনান

ভারতে আরও এক নবী-অবমাননাকারীর পাওনা মিটিয়ে দিলেন নবী (ﷺ) প্রেমীক যুবকরা

উদয়পুরের হামলারও কয়েকদিন আগে মুসলিম উম্মাহর হৃদয় উষ্ণকারী ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য। যেখানে নুপুর শর্মার সমর্থনকারী আরও এক শাতেমে রাসূলকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিলেন মুসলিম যুবারা।

দেশটির 'এনডিটিভি'র সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যটির 'অমরাবতী' এলাকায় আরও একটি ঐতিহাসিক টার্গেট কিলিং অপারেশন চালানো হয়েছে। যেখানে ৫৪ বছর বয়সী আমিশ প্রহ্লাদ নামক এক ব্যবসায়ীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনা প্রকাশের পর অনেকটাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছে পড়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ জুন রাতে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। যখন রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে ফিরার জন্য দোকানের পাশের সরু রাস্তা হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই উক্ত রাস্তায় আগে থেকেই অপেক্ষমাণ দুই যুবক তার গর্দান বরাবর গভীর ছুরিকাঘাত করে। আর সেখানেই সে মারা যায়।

পরে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে দেশটির 'এনআইএ' বিভাগ। এবং কুখ্যাত UPA আইনের অধীনে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পর সন্দেহবাজন ৭ যুবককে বন্দী করে দেশটির হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

জিজ্ঞাসাবাদে দুই মুসলিম যুবক হত্যার বিষয়টি গর্বের সাথে স্বীকার করেন। এবং হত্যার কারণ সম্পর্কে তাঁরা জানান যে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি মুখপাত্র নুপুর শর্মা কর্তৃক রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নিয়ে জঘন্য মন্তব্যের সমর্থনের জেরেই তাঁরা এই টার্গেট কিলিং অপারেশনটি চালিয়েছেন। কেননা নিহত ঐ উগ্র হিন্দু ব্যবসায়ীও নুপুর শর্মার পথ ধরে রাসূল (ﷺ) এর শানে অবমাননাকর মন্তব্য শেয়ার করেছে, এবং নুপুরের সমর্থনে ফেসবুকে পোস্টও করেছে।

একইভাবে গত ২৮ জুন দিবালোকে রাজস্থানে এক শাতেমে রাসূলের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিলেন এমনই আরও ২ মুসলিম যুবক। যাকে কুপিয়ে হত্যা করে তার ভিডিও ধারণ করেন ঐ যুবকরা।

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে একটি টিভি সাক্ষাৎকারে জঘন্য ভাষায় অবমাননাকর মন্তব্য করে বিজেপি মুখপাত্র নুপুর শর্মা। এরপর পুরো মুসলিম বিশ্ব এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং নুপুর শর্মার কঠিন শাস্তি দাবি করে। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার তাকে শাস্তি না দিয়ে নিরাপত্তা দিতে থাকে। অপরদিকে প্রতিবাদকারী মুসলিমদের ঘরবাড়ি ভাঙা এবং তাদেরকে গণহারে গ্রেফতার করতে থাকে।

উগ্র হিন্দুরা ভেবেছিল তাদের এসব কর্যক্রমের ফলে এই ঝড় থেমে যাবে। তারা এটি হয়তো ভাবতেই পারেনি যে, এই ভূমিতে মুহাম্মদ বীন মাসলামার উত্তরসূরীরা ধীরে ধীরে জাগতে শুরু করেছে। ফলশ্রুতিতে উগ্র হিন্দুরা পর পর ২টি বরকতময় হামলার সাক্ষী হল।

এই হামলাগুলোর মাধ্যমে তাঁরা শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টাই করেন নি, বরং ২০০ কোটি মুসলিমানের হৃদয়কে শীতল করেছেন। ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলছেন, ঐ যুবকরা গোস্তাখে রাসূলদের হত্যার মধ্যমে এই ভূমিকে বাতিলের বিরুদ্ধে আরও উর্বর করে তুলেছেন; আর এই উর্বর ভূমিতেই উম্মাহর যুবকরা একদিন বরকতময় হিন্দের যুদ্ধের মাধ্যমে তাওহীদের ঝান্ডা উড্ডিন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। আর এই ঘটনাগুলোকে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মুসলিমদের জাগরণ হিসেবেই দেখছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

ভিডিও লিংকঃ

1. https://archive.org/details/vid-20220704-201321-471
2. https://t.me/Ghazwa_E_Hind_313/139?single

০৩রা জুলাই, ২০২২

কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় হিন্দুত্ববাদী এক অফিসার আহত

দক্ষিণ কাশ্মীরে দখলদার ভারতীয় বাহিনীর উপর 'হিট এন্ড রান' কৌশলে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ।

স্থানীয় সূত্র হতে জানা যায়, আজ ৩ জুলাই, কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার পুলিশ সদস্যদের উপর অতর্কিত একটি হামলা চালানো হয়েছে। যা স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরি গেরিলা প্রতিরোধ যোদ্ধারা দক্ষতার সাথে চালিয়েছেন।

ফলে, কিছু বুঝে উঠার আগেই হিন্দুত্ববাদের গোলাম 'ফিরদৌস আহমাদ' নামের এক গাদ্দার পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

এদিকে প্রতিবারের মতই, দখলদার ভারতীয় বাহিনী ঘটনাস্থল ঘেরাও করে। তবে ততক্ষণে প্রতিরোধ যোদ্ধারা নিরাপদে সরে পড়তে সক্ষম হন।

উল্লেখ্য যে, সামান্য পদবি আর দুনিয়াবি কিছু স্বার্থের জন্য নিজের দ্বীন-ঈমান বিসর্জন দিয়ে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে মুসলিম নামধারী অনেক কাশ্মীরি। তাদেরই একজন ছিল উক্ত পুলিশ অফিসার। যাকে তার উপযুক্ত শাস্তির কিছুটা হলেও অনুভব করাতে পেরেছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

পুলিৎজার বিজয়ী কাশ্মীরি সাংবাদিক সান্না ইরশাদকে বিদেশ ভ্রমণে হিন্দুত্ববাদীদের নিষেধাজ্ঞা

২০২২ পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী এবং কাশ্মীরি ফটোসাংবাদিক সান্না ইরশাদ মাট্টুর বৈধ ফরাসি ভিসা থাকা সত্ত্বেও দিল্লি থেকে প্যারিসে যাওয়া আটকে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

সান্না একটি টুইট বার্তায় বলেছেন যে সেরেন্ডিপিটি আর্লস অনুদান ২০২০ এর ১০ জন পুরস্কার বিজয়ীর একজন হিসাবে তিনি একটি বই লঞ্চ এবং ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীর জন্য প্যারিসে যাবেন।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ তাকে দেশ ছাড়ার অনুমতি না দেওয়ার কারণে যেতে পারছেন না। হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কোন কারণ না দেখিয়ে কেবল বলেছে, যে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণ করতে পারবেন না।

তিনি টুইট বার্তায় বলেছেন, একটি ফরাসি ভিসা সংগ্রহ করা সত্ত্বেও, আমাকে দিল্লি বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন ডেস্কে আটকে দেওয়া হয়। আমাকে কোনো কারণ জানানো হয়নি। শুধু বলেছে আমি আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণ করতে পারব না।"

"ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ কাশ্মীরি মুসলিম সাংবাদিকদের টার্গেট করে ক্রমবর্ধমানভাবে নো-ফ্লাই তালিকা ব্যবহার করছে। কয়েক ডজন মুসলিম সাংবাদিকের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা কাশ্মীরী মুসলিমদের উপর চালানো আগ্রাসন সম্পর্কে বিশ্বকে বেখবর রাখতে চায়। যেহেতু মুসলিম সাংবাদিকরা বিশ্বের সামনের তাদের কুৎসিত চেহারা প্রকাশ করে দেয়, তাই হিন্দুত্ববাদীরা বিদ্বেষবশত মুসলিম সাংবাদিকদের নানাভাবে কোণঠাসা করছে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Pulitzer winning Kashmiri journalist Sanna Irshad Mattoo stopped from travelling abroad

https://bit.ly/3nCEUsG

---

১৫ মার্কিন প্রশিক্ষিত গাদ্দার ও উগান্ডান সেনা আশ-শাবাবের হামলায় হতাহত

সোমালিয়ায় দখলদার উগান্ডান সামরিক বাহিনী ও ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনাদের বিরুদ্ধে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ৮ সেনা নিহত এবং আরও ৭ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলিয় শাবেলি রাজ্যের মেরকার বসতির কাছে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যাতে ৫ ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়েছে। একই সাথে আরও ২ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

সূত্র মতে, গতকাল ২ জুলাই হামলাটি একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা চালানো হয়েছে, যা আগেই রাস্তার উপর ফিট করে রাখেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যখনই দখলদার উগান্ডান সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় জায়গাটি

অতিক্রম করতে থাকে, তখনই বিকট শব্দে তা বিস্ফোরিত হয়। আর তাতেই একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা উগান্ডার ৫ সেনা নিহত হয়।

একই দিন ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের 'বংশদ্ভূত' সোমালি স্পেশাল ফোর্সের উপরও একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা শাবেলি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর মাহদায়ীতে চালানো হয়েছে। এই অভিযানে স্পেশাল ফোর্সের অন্তত ৩ সেনা নিহত হয় এবং মার্কিন বাহিনী ও স্পেশাল ফোর্সের ৫ সেনা আহত হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, কুফফার বাহিনীর যৌথ সামরিক কাফেলাটি যখন শহরের প্রাণকেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিল তখনই এই হামলার ঘটনা ঘটে। প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান এবং পরে সেনাদের টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান। ফলশ্রুতিতে ৮ সেনা হতাহত হয়। পরে মৃত ও আহত সেনাদের হেলিকপ্টারে করে রাজধানী মোগাদিশুতে নিয়ে যাওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক এই শাখাটি (আশ-শাবাব) সোমালিয়া জুড়ে দিন দিন তাদের হামলার পরিধি ও তীব্রতা অনন্য মাত্রায় বাড়াচ্ছেন। সম্প্রতি তাদের এসব হামলায় অধিক পরিমাণে দখলদার সেনারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

০২রা জুলাই, ২০২২

এবার প্রকাশ্য মিছিলে নবীজি ﷺ-কে নিয়ে কটুক্তির ধৃষ্টতা

বিজেপি নেত্রী সুপুর শর্মা ও নবীন জিন্দাল কিছুদিন আগেই নবীজি ﷺ-কে নিয়ে কটূক্তি করেছে। তাদের তো কোন বিচার হয়নি, বরং এই ঘটনায় প্রতিবাদকারী মুসলিমদের উপর খড়গহস্ত হয়েছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ; আর নুপুরকে দিয়েছে কড়া নিরাপত্তা।

আর এই বিচার না হওয়াতেই সাহস বেড়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের। তারা এখন প্রকাশ্যে মিছিল করে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিয়ে কটূক্তি করেছে। তাদের এক নিকৃষ্ট দেবতাকে নবীজির পিতা বলে সম্বোধন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এই নিকৃষ্ট গো-পূজারীরা।। নাউযুবিল্লাহ।

সাথে মুসলিমদের হত্যা করার হুমকি তো ছিলই।

হরিয়ানা রাজ্যের গুরগাওয়ে হিন্দুত্ববাদী দলগুল প্রকাশ্য মিছিল করে এম্ন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। একের পর এক ইসলাম-বিরোধী আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার পর এখন তারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে নবী অবমাননার বিষয়টি সামনে এনেছে; কারন তাঁরা জানে যে, এই নিকৃষ্ট কাজটি করলে মুসলিমরা অবশ্যই রাস্তায় নেমে

আসবে। আর তখন অতি সহজেই তারা নিরস্ত্র মুসলিমদের উপরে গনহত্তা চালাতে পারবে - এমনই মত বিশ্লেষকদের।

গোটা ভারতের উগ্র হিন্দুরা যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে, এই ঘটনা সেই বিষয়টি আবার প্রমাণ করে দিল। মুসলিমদেরকে তাই প্রিয়নবী ﷺ-এর ইজ্জত হেফাজতকল্পে এবং নিজেদের জান-মাল-আব্রুর রক্ষার্থে নববি মানহাজ অনুযায়ী প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র :

----

1. Inaction of Police against Nupur & Naveen is giving Courage to People to abuse our Prophetﷺ . Now Blasphemous Slogans were raised in a rally in Gurgaon - http://tinyurl.com/sa7r6dk8

শাম | যুদ্ধে নিহতের মধ্যে ৩ লাখের বেশি মুসলিমই বেসামরিক

সিরিয়া যুদ্ধের প্রথম ১০ বছরে ৩ লাখের বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। একই সময়ে সিরীয় ক্যাম্পে শিয়া বাশার আল-আসাদ বাহিনীর নির্যাতনেও মৃত্যু হয়েছে আহলুসসুন্নাহর অনুসারি অসংখ্য মুসলিম বন্দির।

এ তথ্য তথাকথিত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয়ের সিরিয়া যুদ্ধ বিষয়ক নতুন প্রতিবেদনে এসেছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। সংবাদ সংস্থাটি জানিয়েছে, যুদ্ধের প্রভাবে খাবার, পানি কিংবা স্বাস্থ্যসেবা না পেয়ে যাদের পরোক্ষ মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে এই হিসাবে ধরা হয়নি। এই পরিসংখ্যানে নিহত সেনা ও পুলিশ সদস্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যাদের নিহতের সংখ্যা হবে কয়েক হাজার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত না করেই যাদের কবর দেওয়া হয়েছে তাদেরকেও এই তালিকায় রাখা হয়নি।

রাশিয়া-ইরান-হিজবুল্লাহ ও কুখ্যাত বাশার আল আসাদ জোট সিরিয়া যুদ্ধে মুসলিমদের গণহারে হত্যা করেছে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত মৌখিক ও কাগজে-কলমে বিবৃতি ছাড়া আর কোন পদক্ষেপ নেয়নি তথাকথিত জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

তবে জাতিসজ্ঘ যে মুসলিমদের প্রকৃত নিহতের সংখ্যা কখনোই প্রকাশ করবে না, এবং নিহতের প্রকৃত সংখ্যা যে আরও অনেক বেশি, তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া বড় বড় শহরগুলো দেখলেই স্পষ্ট বুঝা জায়বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, সিরিয়ার যুদ্ধ শুরুর ৬ বছরের মাথায় অর্থাৎ ২০১৮-১৯ সালেই বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সনবাদ মাধ্যমগুলো বলেছিল যে, সেসময়ই সিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হয়েছে প্রায় ৫ থেকে ৬ লাখ মানুষ। তাহলে আর ৩-৪ বছর পরে এসে নিহতের সেই সংখ্যা কিভাবে কমে গেল সেই প্রশ্ন করেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. More than 300,000 civilians killed in Syrian conflict: UN report- http://tinyurl.com/2p9xjuhd

০১লা জুলাই, ২০২২

হিন্দুত্ববাদের বুলডোজার বাংলাদেশে : ঢাকার বকশিবাজারে মসজিদ ভাঙ্গচুর, প্রতিবাদী মুসলিমদের উপর দালাল পুলিশের হামলা

গত বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) পুরান ঢাকার বকশিবাজারে নবকুমার ইনস্টিটিউটের সামনের রাস্তাটি প্রশস্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান চালায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। এসময় ওয়াকফকৃত একটি মসজিদ, যা ভাঙ্গার কোন প্রয়োজনই ছিল না- সেটিকে ভাঙতে শুরু করে ভারতের দালাল কর্তৃপক্ষ। আর এটাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি।

বিনা নতিসে অপ্রয়োজনে মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে সেখানে তাওহীদবাদী মুসলিম জনতা প্রতিবাদ শুরু করে। এক পর্যায়ে হিন্দুত্ববাদীদের দালাল পুলিশ প্রতিবাদরত এলাকাবাসীর উপর হামলা চালায়। এসময় টিয়ারশেল ও লাঠিচার্জও করে তারা। বেশ কয়েকজনকে আটক করেও নিয়ে যায় দালাল হাসিনার পেটোয়া পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, কোনো নোটিশ ছাড়াই গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল দোকানপাট ও মসজিদ। সুযোগ দেয়া হয়নি মালামাল বের করারও। এতে চরম বিপাকে পড়েন ঐসব স্থাপনার বাসিন্দরা।

ওয়াকফ কমিটির আইনজীবীর দাবি, আইনী আশ্রয় নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি তাদের। আর ওয়াকফ কমিশনের পরিদর্শক ইউছুব আলী মোল্লা অভিযোগ করেছেন, উচ্ছেদ অভিযানের বিষয়ে তাদের অবহিত করা হয়নি।

অভিযানের সময় ওয়কফ সম্পত্তি মসজিদ ও পাশের ভবনের বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইন কেটে দেয়া হয়। এতে বিপাকে পড়েন ভবনে থাকা বাসিন্দারা।

হিন্দুত্ববাদের দালালরা ছোটখাট কারণ দেখিয়ে মসজিদগুলো ভেঙ্গে দিলেও আশেপাশের মন্দিরগুলোকে ঠিক রাখে। এমনকি মন্দির রক্ষার্থে তারা বিলিয়ন ডলারের মেগাপ্রজেক্টের নকশা পর্যন্ত বদলে দেয়। অথচ ৯০ ভাগ মুসলিমের এই দেশে তারা বিনা প্রয়োজনে মজসিদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই এথেকে সচেতন মুসলিমদের বুঝে নিতে বলেছেন যে, দালালরা কাদের পৃষ্টপোষকতা করে। অনেক বিশ্লেষক এ ঘটনাকে ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের বুলডোজার চালানোর সাথে তুলনা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

-----

১. পুরান ঢাকায় ওয়াকফকৃত মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ - https://tinyurl.com/3tsrrvbs

---

গুজরাটে মুসলিম গণহত্যায় হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবারের দায় স্বীকার

ভারতে গুজরাটে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। মুসলিমরা গণহত্যার শিকার হলেও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন, হলুদ মিডিয়া বরাবরের মতই মুসলিমদের উপর দোষ চাপিয়ে ছিল।

এবার গুজরাটে মুসলিম গণহত্যায় হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে প্রকাশে স্বীকার করছে ভিএইচপি সদস্য হিন্দুত্ববাদী বাবু বজরঙ্গি।

গুজরাট গণহত্যা

ঘটনার সূত্রপাত : ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে অযোধ্যা থেকে আহমেদাবাদের গোদরা রেলস্টেশনের কাছে থামে একটি ট্রেন 'সাবারমতি এক্সপ্রেস'। যাত্রীরা পূজা শেষে অযোধ্যা থেকে ফিরে আসছিল। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের যাত্রী এবং বিক্রেতাদের মধ্যে একটি তর্কের সৃষ্টি হয়। তর্কটি হিংস্র হয়ে ওঠে এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ট্রেনের চারটি কোচে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বহু লোক ট্রেনের ভিতরে আটকে যায়। ফলস্বরূপ, ৫৯ জন লোক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

মুসলিম বিরোধী প্রোপাগান্ডা :

মুসলিমরাই ট্রেনে আগুন দিয়েছিল এমন একটি প্রোপাগান্ডায় রাজ্যজুড়ে হিন্দু জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরে ট্রেনে হামলার অজুহাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। জোরালো প্রচারণা চালানো হয় যে ট্রেনে হামলার পিছনে মুসলিমদেরই হাত রয়েছে। শুরু হয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রোপাগান্ডা। সেসময়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিল নরেন্দ্র মোদি। ট্রেনে হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে মোদি হাতে নেয় ইসলাম বিরোধী প্রোপাগান্ডা। মোদির সাথে যোগ দেয় বিজেপি সভাপতি রানা রাজেন্দ্রসিংহ। স্বতন্ত্র প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে রাজ্য বিজেপি সভাপতি রানা রাজেন্দ্রসিংহ ও নরেন্দ্র মোদী এই ধর্মঘটের সমর্থন করেন। এবং রানা রাজেন্দ্রসিংহ ও নরেন্দ্র মোদী সরাসরি মুসলমদের জড়িয়ে উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করে, যা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করে যে, ট্রেনে হামলা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা নয়, বরং মুসলিম সন্ত্রাসবাদের কাজ ছিল এটি।

অন্যদিকে, স্থানীয় সংবাদপত্র এবং রাজ্য সরকারের সদস্যরা বিনা প্রমাণে দাবি করে মুসলিমরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উস্কে দেওয়ার জন্য একটি বিবৃতি ব্যবহার করা হয় যে ট্রেনে হামলাটি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা করেছে এবং স্থানীয় মুসলিমরা তাদের সাথে রাজ্যের হিন্দুদের আক্রমণ করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত। স্থানীয় মিডিয়া দ্বারা মিথ্যা গল্প ছাপা হয় এবং দাবি করা হয় যে মুসলিমরা হিন্দু মহিলাদের অপহরণ করেছে এবং ধর্ষণ করেছে।

গোধরা-পরবর্তী গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা :

২৮ ফেব্রুয়ারি (ট্রেনের আগুনের পরদিন) থেকে শুরু হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর একযোগে হামলা। হাজার হাজার সন্ত্রাসী হিন্দুরা এই হামালায় অংশ নেয়। হামলাকারীরা বাছাই করে করে হিন্দুদের বাড়ি অক্ষত রেখে মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। যদিও ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে পুলিশে বহু বার ফোন করা হয়, পুলিশ তাদের জানিয়েছিল যে 'আপনাদের বাঁচানোর কোনও আদেশ আমাদের নেই।' উল্টো, পুলিশ আত্মরক্ষার চেষ্টা করা মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়েছিল। ফলে অসংখ্য মুসলিম পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। পুলিশের গুলিতেই নিহত হয়েছিল প্রায় অর্ধশতাধিক মুসলিম।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে, আগুনে পুড়িয়ে মারতে শুরু করে। সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী হয় এই রক্তপাত। শত শত বালিকা ও মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয় এবং পরে তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের জোর করে পেট্রল খাওয়ানো হয় এবং তারপরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মহিলাদের পেটে অনাগত সন্তানের পোড়া দেহ দেখা যাচ্ছিল। নানদা পটিয়া গণকবরে ৯৬ টি দেহের মৃতদেহ ছিল, যার মধ্যে ৪৬ টি জন ছিল মহিলা। উগ্র হিন্দুরা তাদের বাড়ি ঘেরাও করে এবং ঘরের পুরো পরিবারকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে। মহিলাদের উলঙ্গ করে ধর্ষণ করেছিল এবং হত্যা করেছিল। মহিলাদের পেট চিরে নবজাতক বের করে ত্রিশুলের আগায় গেঁথে আনন্দ মিছিল করেছিল হিন্দুরা। পিতার সম্মুখে তার সন্তানকে হত্যা আর মায়ের সম্মুখে তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

নির্বাচনে মোদির অন্যতম প্রতিপক্ষ এহসান জাফরির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল কিছু মুসলিম। সেখানে প্রায় বিশ হাজার উন্মত্ত হিন্দু তার বাড়ি ঘেরাও করে। আর শেষমেশ এহসান জাফরি নেমে এলে তার হাত-পা দু'টো কেটে মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। শেষে মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, তার ঘরে আশ্রয় নেওয়া প্রায় সব মুসলিম পুরুষদের নির্মমভাবে কুপিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। নারীদের ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টেও এসেছিল এসব তথ্য। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছিল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এদের মধ্যে অন্যতম 'গুলবার্গ গণহত্যা'। সেখানে একসাথে ৯০ জন মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রায় ২০০০ এর বেশি মুসলিমকে মাত্র কয়েকদিনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আহত হয় আরও অনেক। কিন্তু অফিসিয়াল ডাটায় দেখানো হয় মাত্র ৭৯০ জন মুসলিম নিহতের কথা! গুজরাট থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় ৯৮,০০০ মুসলিম। রাতের ব্যবধানেই এতগুলো মুসলিম পরিবার বাস্তহারা হয়ে পড়ে। কোন হিসেব মতে সেই সংখ্যা আসলে দেড় লক্ষেরও অধিক। অর্থনৈতিক হিসেবে মুসলিমদের কত পরিমাণ সম্পদ লুটপাট ও ধ্বংস করেছে তার কোন হিসেব নেই।

গুজরাট কাণ্ডে ওয়াশিংটন পোস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মোদী বলেছিল, 'আমি কোন ভুল করিনি। আমি মানবাধিকার রক্ষার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ'। মোদী তখন কোন মানবাধিকারের কথা বলেছে তা সেই সাংবাদিক বা কোন বিবেচকের মাথায় তা ঢুকেনি।

কসাই মোদি সবার উদ্দেশ্যে বলেছিল যে তীর্থযাত্রীদের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিমদের এক উচিত শিক্ষা দিতে হবে।' এই পরিকল্পিত গণহত্যা শেষ হবার পর মোদিকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছিল গুজরাটের ব্যাপারে তার কোন অপরাধবোধ নেই। এ কারণে নরেন্দ্র মোদিকে এখনও ডাকা হয় 'গুজরাটের কসাই' নামে।

এই সমস্ত অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে না। গুজরাট গণহত্যার কারনে কসাই মোদিকে বিশ্বের অনেক দেশ নিষেধাজ্ঞার আওতায় রাখে। কিন্তু মোদি ক্ষমতায় আসলে এ সবই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এমনকি মোদিকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। কারণ তাদের ইশারাতেই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন, আইন আদালত উঠা বসা করে। ফলে তাদের কোন বিচার হয়নি হবেও না।

তথ্যসূত্র:

1.VHP member Babu Bajrangi confessing role of Sangh Parivar in Gujarat Pogrom. https://tinyurl.com/4nzuut65

2. video link: https://tinyurl.com/yck8wuas

নবনিযুক্ত বজরং দলের প্রধানের দাবি 'হিন্দুত্ববাদ হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ'

ভারত নিজেকে বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ দাবি করলেও মূলত কর্তৃত্ববাদী হিন্দুরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা প্রকাশ্যে ভারতেকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা দিচ্ছে। শপথ নিচ্ছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চালাচ্ছে।

গত মঙ্গলবার নবনিযুক্ত বজরং দলের প্রধান, হিন্দুত্ববাদী নীরজ ডোনেরিয়া বলেছে, হিন্দুত্ববাদ হল জাতীয়তাবাদের সমার্থক এবং হিন্দু সমাজ ভারতের মূলধারা।

ডোনেরিয়া, হিমাচল প্রদেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছে, সম্প্রতি তাকে বজরং দলের জাতীয় আহ্বায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

সে আরো বলেছে,- "হিন্দু স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ। তাই হিন্দুত্ব ও হিন্দু স্বার্থ যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা উচিত।"

নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর, ডোনেরিয়া ফোনে পিটিআই-কে বলেছে যে, সে সারা বিশ্বে হিন্দুদের একত্রিত করতে এবং তাদের অধিকার প্রদানের জন্য কাজ করবে। একইভাবে, সে মুসলিমদের বৈধ বহুবিবাহকে 'অশুভ প্রবণতা' আখ্যা দিয়ে তার লাগাম টানার ঘোষণা দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে সব ধরণের প্রস্তুতি শেষ করছে এবং মুসলিমদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করছে।

তথ্যসূত্র:

1. Bajrang Dal Chief Claims Hindutva Is Synonymous With Nationality - https://tinyurl.com/57nv44hy